পাপসলিল প্রবেশ করিয়া ভুবনমোহিনীর ধর্ম্মতরণী নিমজ্জিত করিয়াছিল।

নাটকের উপাখ্যান এই—ধনাঢ্য প্রসন্নকুমারের বিধবা পুত্রবধূর নাম নির্ম্মলা। এই নামকরণ সার্থক। স্বভাবতঃই সে নির্ম্মলচরিত্রা। হিন্দুসমাজে যে আদর্শ পূতস্বভাবা বিধবার দৃষ্টান্তে বিধবাবিবাহের প্রতিকূলে দণ্ডায়মান হয় তাহার প্রতিরূপ নির্ম্মলা। আদর্শ বধূ ও আদর্শ ধর্ম্মরতা বিধবার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত নির্ম্মলা। ইহার মুখের বিধবা বিবাহের প্রতিকূল মত প্রকটিত হইয়াছে। যে যে যুক্তি প্রদর্শিত হইয়াছে নিজ জীবনেই ইনি তাহার সার্থকতা দেখাইয়াছেন। ইনি যখন বিলাস-বর্জ্জন করিতে বলেন তখন তাহা মুখের কথা না—তাহার জ্বলন্ত প্রমাণ ইনি নিজে। ইনি যখন পরোপকার করিতে বলেন তখন তাঁহার কথা কেবল বাক্যমাত্র নয়, তাঁহার নিজের প্রত্যেক কার্য্যে তাহার উদাহরণ বিদ্যমান। তাঁহার সহিষ্ণুতার সীমা নাই। নিজ শোক প্রচ্ছন্ন রাখিয়া বাড়ীর সকলের শোক নিবারণে তৎপরা। তাঁহার বিশ্বাস "স্বামী ইষ্টদেবতা,...তাঁর প্রত্যক্ষ এক সেবা, আর মনে মনে সেবা......আমার স্বামী প্রত্যক্ষ নন—কিন্তু আমার অন্তরে আছেন। আমি আমার ইষ্টদেবতার সেবা কি করে কর্‌তে হয়, তাঁর ধ্যান করে জান্‌বো। ..... আমার তিনি পরখ কর্‌'তে লুকিয়ে আছেন—দেখা দিচ্ছেন না, দেখছেন আমি তাঁর মনের মতন কাজ কর্‌তে পারি কি না। যেদিন আমার কাজ ফুরাবে যেদিন আমি ক্লান্ত হবো, সেই দিন তিনি আমায় আদর করে সঙ্গে নিয়ে যাবেন।" [প্রথম অঙ্ক—প্রথম গর্ভাঙ্ক] লোকের দুঃখ দূর তাঁহার কার্য্য। অনাথ না হইলে অনাথের ব্যথা বোঝা যায় না। তাই ভগবান্ দয়া করিয়া তাঁহাকে অনাথ করিয়াছেন। সংসার কার্য্যক্ষেত্র। কার্য্য ছাড়িয়া কাহারও যাইবার উপায় নাই। বিধবারও

কার্য্য আছে। সে কার্য্য সম্পন্ন না হইলে তাঁহার মুক্তি নাই। হরমণির বালিকাগণের গীতে এ ভাব প্রস্ফুটিত।

"ভবে কাজ রয়েছে কাজ ফেলে গেলে,
তাঁর কাছে যাব কি ব'লে,
সুধান যদি গুণনিধি কাজ কারে দিয়ে এলে?
বোঝাতে অনাথের ব্যথা, করেছেন কৃপায় অনাথা
না বুঝলে ব্যথা, হয়না মমতা
নেব কোলে আপন ব'লে, শ্রীনাথের অনাথ পেলে।"

এই অনাথ-সেবা গিরিশচন্দ্র রামকৃষ্ণদেবের উপদেশে লাভ করিয়াছিলেন। "দরিদ্র-নারায়ণের" সেবার জন্য আজ দিকে দিকে রামকৃষ্ণ সেবকসমিতিধাবিত। গিরিশচন্দ্রের বিবিধ নাটকে এই সেবার ভাব ফুটিয়া উঠিয়াছে। 'ভ্রান্তি'র রঙ্গলাল পরোপকারের প্রতিমূর্ত্তি। 'বলিদানে' সুহৃৎসমিতির সভ্যগণ, 'শাস্তি কি শান্তি'তে পাগল ও হরমণি প্রভৃতি ইহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। কিন্তু কায়মনোবাক্যে স্বার্থত্যাগ করিয়া এক বিধবাছাড়া কে সেবা-ব্রতের আদর্শ দেখাইতে পারে? তাই নির্ম্মলা বলিয়াছে "বিধবার কি সংসারে কাজ নাই? ব্রহ্মচারিনীর কি প্রয়োজন নাই? এ কর্ম্মক্ষেত্রে বিধবার মত কার মহৎ কার্য্য কর্‌বার সুযোগ হয়? কে স্বার্থশূন্য হয়ে পরের ছেলে মানুষ কর্‌তে পারে? বিধবা অপেক্ষা কে ব্রত ধর্ম্মপরায়ণা? কে নির্লিপ্ত সংসারী; কার স্বার্থশূন্য সেবা সংসারের আদর্শ?" [দ্বিতীয় অঙ্ক—, চতুর্থ গর্ভাঙ্ক)

বিধবা কত সাবধানে থাকে নির্ম্মলা তাহার দৃষ্টান্ত। নাট্যকার হরমণির মুখে বলাইয়াছেন—

"পুরানো সবন ভাতি অবলা জনের জাতি
রক্ষা পায় অনেক যতনে।"

তাই নির্ম্মলা হরমণির সহিত নির্জ্জন আলাপের পূর্ব্বে স্বীয় শ্বাশুড়ীকে জিজ্ঞাসা করিল—'মা, আমি এর সঙ্গে কথা কইলে দোষ হবে?" এই কথায় তাহার সাবধানতা পরিস্ফুট। তাহাকে হরমণি যে উপদেশ দিল "অচেনা মানুষের সঙ্গে কথা কয়োনা, সে পুরুষ মানুষ হোক্, মেয়ে মানুষ হোক্" তাহার কোন প্রয়োজন ছিল না।

আর নির্ম্মলার সেবার দৃষ্টান্ত পঞ্চম অঙ্ক প্রথম গর্ভাঙ্কে পরিস্ফুট। তাহার শ্বাশুড়ীর মৃত্যু আসন্ন, ঠাকুরঝি প্রমদার শঙ্কটাপন্ন পীড়া—সে আহারনিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া সেবা করিতেছে। বেলা তৃতীয় প্রহর—স্নান হয় নাই। সমস্ত রাত্রি জাগরণ। নির্ম্মলার পিতা শ্যামদাস বলিলেন—"অমনি করে তুমিও যাবে আর কি! না খাওয়া না দাওয়া সমস্ত রাত জাগরণ! তিনজন লোক রাখিয়ে দিয়ে তাতেও তোমার হয় না।" নির্ম্মলা বলিল "বাবা, তারা কি ঠিক যত্ন করে ধরতে পারে?" এই এক কথায় মনের কত অনুরাগ প্রকাশিত হইয়া পড়িল। অপরের সেবায় প্রাণ তৃপ্ত হয় না। নিজের সেবা না হইলে মনে শান্তি থাকে না। শ্যামদাস কন্যাকে নিজের শরীর রক্ষা করিতে বলিলেন, তাহার বিপদ্ বলিয়া যে তাহার শরীর নীরোগ থাকিবে তাহা নয় একথাও বুঝাইলেন। নির্ম্মলা বলিল "বাবা, তোমার আশীর্ব্বাদে কেন মানবে না। নইলে লোকে কর্ত্তব্য কর্ম্ম করবে কি করে! বাবা, তুমি কি বিশ্বাস করো না যে রামসীতা যখন বনে, লক্ষ্মণ পাহারা দেবার জন্য চোদ্দ বৎসর ঘুমোন নি? আমি খুব বিশ্বাস করি। শরীর তো মনের দাস, আমি আমার শ্বাশুড়ীর সেবা ক'রে অসুখে পড়্বো? কখনো না!" কি প্রবল বিশ্বাস! মনের কতদূর শক্তি! এখন বুঝিলাম নির্ম্মলার উপদেশ কেবল বাক্যমাত্র নয়, তাহা যথার্থ—উদাহরণ সে নিজে।

নির্ম্মলা বুদ্ধিমতী। শুভঙ্কর ও চিত্তেশ্বরী স্বস্ত্যয়ন করিবার নাম

করিয়া যখন প্রতারণার প্রয়াস পাইয়াছিল নির্ম্মলা তখনই তাহাদের দুরভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়া তাহার শাশুড়ীকে বলিয়াছিল "মা, এরা জোচ্চর।" নির্ম্মলা সহিষ্ণু শোকাতাপে জর্জ্জরিত শ্বশুর শাশুড়ীকে সেই সান্ত্বনা দিতেছে। যখন বিধবা ভুবনকে লইয়া প্রসন্নকুমার আগত, তখন সকলেই অধীর—কেবল নির্ম্মলা স্থির। যখন নির্ম্মলার শ্বশ্রূ পার্ব্বতী মৃত্যুশয্যায়, তখনও সে অধীর হয় নাই। পার্ব্বতীর মৃত্যুর পর নির্ম্মলার উক্তি কি মর্ম্মভেদী—"মা—মা—কাঁদতে রেখে গেলে, কাঁদ্‌বো, কিন্তু এখন নয়। তোমার ছেলে অবোধ, আমার উপর ভার (পাদস্পর্শ করিয়া) মা আশীর্ব্বাদ করো, সে ভার বইতে আমি কাতরা না হই।" (পঞ্চম অঙ্ক—দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক) বিপদের সময়েও সে স্থির। প্রসন্নকুমার পুলিস দর্শনে ক্ষিপ্তপ্রায়—রমণী হইয়াও নির্ম্মলা তখন ধীর। ম্যাজিষ্ট্রেট যখন ক্ষমাপ্রার্থনা করিলেন, তখন বঙ্গরমণীসুলভ লজ্জায় সে কথা কহিল না বটে কিন্তু তাহার করযোড়ে অভিবাদনই তাহার শিষ্টাচার প্রকাশ করিয়া দিল। কেবলমাত্র করযোড়ে অভিবাদনে গিরিশচন্দ্রের নিপুণ চরিত্র অঙ্কনক্ষমতা প্রকাশ পাইয়াছে।

আর দেখা কর্ত্তব্য নির্ম্মলার ঈশ্বরে বিশ্বাস ও ধর্ম্মে ভক্তি। শান্তি স্বস্ত্যয়ন না করিয়া সে দুর্গানাম উচ্চারণ করিলেই বিপদ কাটিবে। তাহার হৃদয়ে আছে, বিশ্বাস ধর্ম্মের মূল। পঞ্চম অঙ্কের শেষ দৃশ্যে প্রসন্নকুমার ও ভুবনমোহিনীর মৃতদেহসকাশে ভগবানের নিকট তাহার প্রার্থনা "দীনবন্ধু! আমার শ্বশুর বড় তাপিত তোমার চরণে আশ্রয় নিয়েছেন, তুমি নিরাশ্রয়ের আশ্রয়, আশ্রয় দিও। কলঙ্কিনীও তোমার শরণাগত, করুণা-নয়নে দেখো। পতিতপাবন পতিতের ভার তোমার" তাহার হৃদয়ের অন্তঃস্তল দেখাইয়া দেয়। কিন্তু তা বলিয়া তাহার ধর্ম্ম সামান্য সীমায় আবদ্ধ থাকিতে চায় না। তাহার

ঠাকুরঝি প্রমদা তাহাদের বাড়ীতে আসিলে চাকরাণীরা তাহার উচ্ছিষ্টপাত্র মাজিতে অস্বীকার করিলে শুদ্ধচারিণী বিধবা নির্ম্মলা বলিল "আমি সগ্‌ড়ি নেবো এখন।" [তৃতীয় অঙ্ক—চতুর্থ গর্ভাঙ্ক]

হিন্দুসমাজে বিধবাজীবনের আদর্শ এই নির্ম্মলা। বিধবার শুভ্রবসনে, বিলাসহীন জীবনে, সকলের প্রতি করুণায়, কোমল হৃদয়ে ধর্ম্মে, স্বার্থত্যাগে এই রমণী দেবীর ন্যায় দেদীপ্যমান। যেথানে যেখানে ভ্রমণ করে সেখানে শোক দুঃখ সরিয়া যায়, ভোগ বিলাস কুণ্ঠিত হয়। মর্ত্ত্যে কোন দেবালোকের সুরভি পবনের হিল্লোল অনুভূত হইয়া থাকে।

আর এক কার্য্যরতা স্বামী থাকিতেও হরমণি বিধবা। সে নবদ্বী-পের এক ব্রাহ্মণের কন্যা। বিবাহের পর স্বামী বিদেশে চাকরী করিতে গিয়াছিল। সে বাপের বাড়ীতেই ছিল। কিছুদিন পরে খবর আসিল, তাহার স্বামী জাহাজডুবি হ'য়ে, হাঁসপাতালে মারা গিয়াছে। তাহার পর হইতে বিধবার কঠোর আচারে সে বর্দ্ধিত। পরে তাহাদের পল্লীর জমীদারের ছেলের অত্যাচারে সে গৃহ ত্যাগ করে। কিন্তু তাহাতেও রক্ষা নাই। সেই জমীদার পুত্র তাহার নামে মিথ্যা কলঙ্ক রটনা করে। গঙ্গাগর্ভে মনের খেদে হরমণি আত্মহত্যা করিতে যাইতেছিল, এমন সময় পাগল তাহাকে নিবারণ করে। এই পাগল তাহারই স্বামী। তাহার মৃত্যুসংবাদ মিথ্যা। পাগল কিন্তু পরিচয় দিল না। ঈশ্বরে সর্ব্বস্ব সমর্পণ করিয়া পরোপ-কারব্রতে হরমণিকে দীক্ষা দিল। পাগল ও হরমণি সেই অবধি কায়মনোবাক্যে পরের সেবায় রত। অনাথা প্রতিপালন হরমণির ব্রত। রোগীদের সেবা যে তাহার কার্য্য তাহা তাহার কথা হইতেই বুঝা যায়—"আমি চল্লুম মা, রোগীদের রাত্রের খাবার ব্যবস্থা করে দিয়ে আস্‌ছি। [তৃতীয় অঙ্ক, চতুর্থ গর্ভাঙ্ক] কিরূপে সে লোক হিত-

সাধন করিত, প্রমদাকে রক্ষা হইতেই তাহা জানা যায়। ভুবন মোহিনীর প্রতি উপদেশ ও তাহার চরিত্র ফুটাইয়া দিয়াছে। তাহার নামে যখন চারিদিকে অপবাদ, তখন সে তাহাতে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া লোক হিতে রত। বহুদিন পরে স্বামীর দর্শন পাইয়াও সে কার্য্য ত্যাগ করিল না, সহবাসে মন দিল না। নির্লিপ্ত সংসারীর দৃষ্টান্ত যদি খুঁজিতে হয়, পাগল ও হরমণির চরিত্র অনুধাবন কর। পাগলের কথা কি মর্ম্মস্পর্শী। বহুদিন পরে পত্নীকে আত্মপরিচয় দিল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই বিদায়—বলিল "যাও কাজ করো, কর্ম্মভূমে অবকাশ তো নাই যে কথাবার্ত্তা কবো।" কি আশ্চর্য্য চরিত্র!

নাটকে নির্ম্মলা ও হরমণি হিন্দু বিধবার আদর্শ। কিন্তু হায়! সংসারে সকল বিধবা এরূপ পুতচরিত্রা নয়। আমরা বলিতে পারি না যে, সকল বিধবাই স্বার্থ ত্যাগ করিয়া পরহিতে রত নয়। গিরিশচন্দ্রও তাই প্রসন্নকুমারকে দিয়া বলাইলেন "শিব পূজার যোগ্যা নির্ম্মল ধুতুরা, বিলাসসজ্জিত সংসার-উপবনে সর্ব্বদা ফোটে না। স্বপ্নে দেবী-দর্শন জাগ্রত অবস্থার উদাহরণ নয়।" তাই এ নাটকে ভুবনমোহিনীর চরিত্রের বিকাশ।

ভুবনমোহিনী ও প্রকাশ ধীরে ধীরে কিরূপে পাপের পথে অগ্রসর হইল তাহা নিপুণভাবে বর্ণিত হইয়াছে। উভয়ের এক পাড়ায় বাড়ী, বাল্যকালে একত্রে খেলা করিত। পরে প্রকাশের বিবাহ দেয়। প্রথমে তাহাদের চিত্তে মলিনতার ছায়ামাত্র পড়ে নাই। ভুবন মোহিনীর স্বামী বেণীমাধবের বিপদে প্রকাশ নিজের বাড়ী বাঁধা দিয়ে তাহাকে সাহায্য করিয়াছে। বেণীমাধবের কঠিন রোগে প্রাণ উৎসর্গ করে সেবা করিয়াছে। বেণীমাধবের প্রকাশের প্রতি অসীম বিশ্বাস। কিন্তু বেণীমাধবের মৃত্যুর পর প্রকাশের কি পরিবর্ত্তন। হিন্দুশাস্ত্রে তাই স্পষ্টাক্ষরে উল্লেখ আছে নরনারীর একত্র অবস্থান দূষণীয়।

ধীরে ধীরে কখন যে মন প্রবৃত্তির অধীন হইয়া পড়ে তাহা পাপী বুঝিতেও পারে না, একদিন অকস্মাৎ চমক ভাঙ্গিলে দেখে পাপের অতলগহ্বরে নিক্ষিপ্ত হইয়াছে।

প্রবৃত্তি দমন বড় কঠিন। যাহারা কঠোর আচারে সর্ব্বদা বাস করে তাহাদের চিত্ত সংযত করা বরং সম্ভব, কিন্তু যাহারা বিলাসের কোমল স্পর্শে বেষ্টিত, তাহাদের চিত্ত দুর্দ্দমনীয়। বিলাসেই ভুবন-মোহিনীর সর্ব্বনাশ হইল। প্রকাশ বুঝাইল "পবিত্রতা, মনে। অনেক কুচরিত্রার বাহ্যিক বিধবার আচার থাকে, সে তাদের কলুষিত মনের আবরণ মাত্র।" ভুবনও তাহাই বুঝিল। মাথা ধরিলে অডিকলন, ফুলের তোড়ায় গৃহ সজ্জিত, সে অবস্থায় সংযম আসিবে কিরূপে? তাই হরমণির বালিকাগণ গাহিল—

"কুসুমে আমার নাহি অধিকার।
কেন বা কুসুম তুলিব আর
যতনে কুসুম করিয়ে চয়ন—
সোহাগে সাজিব—সোহাগে কার।
তাম্বুল-রাগ অধরে, রঞ্জিব কার আদরে
কি কাজ মুকুরে—মিলিবে না তার
নয়নে নয়ন লালসার।
কি কাজ মোহন বেশে
উরু চুম্বিত চারু কেশে
নাহি তো কান্ত, কেন সীমন্ত
যতনে সরল করি মিছার।
কেন সৌরভ মাখি অঙ্গে
গেছে গৌরব তার সঙ্গে
দুগ্ধফেন শয্যা—লজ্জা
সে বিনা সকলি হেরি অসার।"

কিন্তু এ উপদেশ বৃথা হইল। সেইরূপ বিলাস-প্রবাহ। ফলও সেরূপ ভীষণ। প্রকাশ নিজ স্ত্রীর কথা বিস্মৃত হইল। বন্ধুর প্রতি কর্ত্তব্য বিস্মৃত হইল। ধর্ম্মের পথ বিস্মৃত হইল। ভুবন দুই একবার ফিরিতে চাহিয়াছিল, কিন্তু পাপ প্রলোভন বড় ভয়ানক। প্রবল আকর্ষণে কলঙ্ক সাগরে নিমজ্জিত হইয়া গেল।

শেষে ভুবনের সন্তান হইবার সময় প্রকাশ সরিয়া দাঁড়াইল। তখন ভুবনের চৈতন্য হইল। তখন তাহার হৃদয়ে অনুতাপ স্রোত বহিতে লাগিল। হরমণি তাহাকে উপদেশ দিয়া নিবৃত্ত করিল। পুলিসের হস্তে গ্রেপ্তার হইবারও যোগাড় হইয়াছিল। পাগল তাহাকে রক্ষা করিল। কিন্তু পাপের কি প্রায়শ্চিত্ত! অনুতাপে জর্জ্জরিতা হইয়া শেষে পিতৃহস্তে ভুবনের মৃত্যু হইল। হিন্দুবিধবার এ এক শ্রেণীর জলন্ত দৃষ্টান্ত।

এখন উপায় কি? বিধবাদের বিবাহ না দিলে যদি ভুবনমোহিনীর ন্যায় সকলের পরিণাম হয় তাহা হইলে ত' বড়ই আশঙ্কার কথা। প্রসন্নকুমার নিজ কন্যা ভুবনমোহিনীর চরিত্র দেখিয়াই নিজ অপর বিধবা কন্যা প্রমদার বিধবা-বিবাহ দিলেন। হিন্দু-সমাজে টাকার জন্য লোক বিধবা-বিবাহ করে। ঘেঁচিও তাহাই করিল। প্রসন্নকুমার নিজ অর্থে তাহাকে বিলাতে পাঠাইলেন। সেখানে নানা দুষ্কর্ম্ম ঘেঁচির নিত্য অনুষ্ঠেয় হইল। শেষে জেল হইবার উপক্রমে প্রসন্নকুমার অর্থের দ্বারা তাহার মুক্তি দিলেন। জাহাজ-ভাড়া দিয়া ফিরাইয়া আনিলেন। আনিয়াও তিনবার দেনা শোধ করিয়া তাহাকে রক্ষা করিলেন। কিন্তু চরিত্রহীন উচ্ছৃঙ্খল ঘেঁচির উপদ্রব ক্রমশঃই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে লাগিল। প্রমদার উপরও অত্যাচার। "পাওনাদারের কিচি কিচি, লোকজন মাইনের জন্তে কুকথা বলে, আমায় দেখিয়ে দেয়, বলে ওরে ঠেঙে আদায় কর। দিন এক রকমে কাটে, সন্ধ্যা হলে

পিশাচের নৃত্য।" [তৃতীয় অঙ্ক—চতুর্থ গর্ভাঙ্ক] "কথার মধ্যে কথা—যা বাপের কাছে যা, টাকা নিয়ে যায়। আর গয়না থাকে দে। যেথায় পাস্—টাকা আন্।' টাকা কোথায় পাবো? তার উত্তর—বল্‌তে আমার ঘৃণা হচ্চে!

এই প্রমদার জীবন। ঘেঁচির মনে যতদিন বিশ্বাস ছিল যে প্রসন্নকুমার অর্থসাহায্য করিবেন, ততদিন প্রমদাকে দূর করে নাই। যে দিন সে আশা তিরোহিত হইল সেইদিন প্রমদাকে কশাঘাতে গৃহ হইতে দূর করিয়া দিল।

রজনী অন্ধকারময়ী। ঝড় ও বৃষ্টির মধ্যে প্রমদা নিরাশ্রয় হইয়া পথে দাঁড়াইল। তাহার পূর্ব্বস্মৃতি জাগিয়া উঠিল। সে যেন দেখিল তাহার পূর্ব্বস্বামী টোপর মাথায় দিয়া তাহাকে ডাকিতেছে। গঙ্গায় ডুবিয়া মরিতে বলিতেছে। উন্মত্তার ন্যায় সে গঙ্গার দিকে ছুটিল। পথে নরপিশাচ মিঃ মল্লিক প্রভৃতি যখন তাহাকে আক্রমণ করিতে উদ্যত হইল, তখন দৈববলে সে সহায়তা পাইল। হরমণি তাহাকে লইয়া গেল। তাহার উপদেশে সে পরসেবা জীবনের ব্রত গ্রহণ করিল। পূর্ব্বস্বামীর প্রতি অনুরাগ তীব্রস্রোতে প্রবাহিত হইতে লাগিল।

নির্ম্মলা, ভুবনমোহিনী ও প্রমদা এই তিনটি চরিত্রই এই নাটকে প্রধান। নির্ম্মলার চরিত্রে আদর্শ হিন্দুবিধবার জীবন ও ভুবনমোহিনীর চরিত্রে কলঙ্কিনী বিধবার জীবন ও প্রমদার চরিত্রে বিধবার পুনর্ব্বার বিবাহের জীবন বর্ণিত হইয়াছে। নির্ম্মলার মত যদি সংযতচিত্ত হওয়া সম্ভব হয়, তাহা হইলে ত' কোনও কথাই নাই। হরমণির মত যদি পরোপকারে আত্মোৎসর্গ করা সম্ভব হয় তাহা হইলে ত' কোনও কথাই নাই। কিন্তু ভুবনমোহিনীর মত যদি পরিণাম হয়—তাহা হইলে কি বিধবা-বিবাহ ভাল নয়? ভালই বা বলি কিসে—তাহার পরিণাম ত প্রমদার মত। হয়ত বলিবেন, ঘেঁচির মতই যে বিধবার স্বামী

হইবে তাহার কোনও কথা নাই। কিন্তু তর্ক ছাড়িয়া হিন্দুসমাজের অবস্থা দেখুন। কন্যাদায়ে সকলেই বিব্রত। একবার কন্যার বিবাহ দিতেই লোকে সর্ব্বস্বান্ত হইতেছে। বিধবা বিবাহ দিবে কোথা হইতে? তবে ধনীরা দিতে পারেন বটে। কিন্তু পাত্র কোথায়? গিরিশচন্দ্র হরমণির মুখ দিয়া বলাইয়াছেন "যাহারা সমাজের ভয় করে না, তাহারা টাকার জন্য বিধবা বিবাহ করে।" অর্থের জন্য যে সম্বন্ধ তাহাতে স্থায়ী অনুরাগ জন্মে না। দুই একটি স্থলে হয়ত প্রকৃত অনুরাগ জন্মাইতে পারে কিন্তু অধিকাংশ স্থলেই ইহার পরিণাম বিষময়। নাট্যকার তাই বলিতেছেন, যে দেশে বিধবা-বিবাহ প্রচলিত আছে সে দেশে সকল বিধবাই বিবাহ করে না। তবে এ সমস্যার সমাধান কি? পূর্ব্বেই তাহা বলা হইয়াছে। যদি বিধবা বোঝে যে সে নির্ম্মলার মত পবিত্র জীবন যাপন করিতে পারিবে না, যদি সে দেখে যে ভুবনমোহিনী মত তাহার কলুষিত হইবার সম্ভাবনা—তাহা হইলে সে আবার বিবাহ করুক। পরিণামে কষ্ট হইলেও সমাজ বা ধর্ম্মে সে হীন হইবে না। নাট্যকার কিন্তু এ কথাটি স্পষ্ট বলেন নাই—তিনি একটি প্রশ্ন লইয়া উপস্থিত—তিনটি বিধবার চরিত্র দেখিয়া আপনারাই বিচার করুন, হিন্দুবিধবা সম্বন্ধে ব্যবস্থা—শাস্তি কি শান্তি?

এখন নাটকের অন্যান্য চরিত্র গুলির সম্বন্ধে কিছু বলা আবশ্যক। প্রধান তিনটি রমণীচরিত্রকে ফুটাইতে অনেকগুলি চরিত্রের আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। প্রসন্নকুমার স্নেহময়। তাঁহার মমতা ও করুণা অসাধারণ। তাঁহার হৃদয়ে অল্পেই আঘাত লাগে। সামান্য কারণেই তিনি উত্তেজিত হইয়া উঠেন। জামাতা বেণীমাধবের পীড়ার সময় তিনি একরূপ উন্মত্তের ন্যায় হইয়া উঠিয়াছিলেন। নিজ পত্নীকে বিধবা-বিবাহে সম্মত করিতে নিজ বক্ষে ছুরিকাঘাতের উদ্যোগ করিয়াছিলেন।

পুলিস তাঁহাকে গ্রেপ্তার করিতে আসিলে উন্মাদের ন্যায় আক্রমণের উদ্যম করিয়াছিলেন! ধীর প্রকৃতি হইলে এরূপ ঘটিত না। তবে তাঁহার চিত্তবিকৃতির যথেষ্ট হেতু ছিল। উপর্য্যুপরি এত শোক অতি অল্প লোকই অনুভব করিয়া থাকেন। তাই শেষে স্বহস্তে নিজ কন্যাকে হত্যা করিলেন। শোকজর্জ্জরিত, লোকনিন্দায় বিহ্বল, কোমলহৃদয় প্রসন্নকুমার কবির এক অপূর্ব্ব সৃষ্টি।

বিলাতফেরতগণের নিকৃষ্ট চরিত্র প্রদর্শন প্রসঙ্গে গিরিশচন্দ্র যে সকল উক্তি প্রত্যুক্তির অবতারণা করিয়াছেন তাহাতে মিঃ মল্লিক, প্রভৃতিকে বেশ চেনা গিয়াছে। কিন্তু সে দৃশ্যে শুঁড়ি প্রভৃতি মিঃ বসু প্রভৃতিকে বাঁদর প্রভৃতির মুখস্ পরাইয়া গান গাহিতেছে সে দৃশ্যটি নিতান্ত বালকোচিত হইয়াছে। সমগ্র নাটকের মধ্যে এই দৃশ্যটিই অনুজ্জ্বল।

সূর্য্য গ্রহাচার্য্য কিরূপে অনভিজ্ঞ রমণী ও পুরুষগণকে প্রতারণা করিয়া স্বার্থসিদ্ধি করে শুভঙ্কর তাহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। শোকময় নাটকে স্থলে স্থলে হাস্যরস অবতারণার জন্য শুভঙ্কর, বটকৃষ্ণ প্রভৃতির প্রয়োজন।

সর্ব্বেশ্বরও একজন কম লোক নহেন, রমণী হইয়াও চিত্তেশ্বরীর কুটবুদ্ধি চরমসীমা লাভ করিয়াছিল। এই সকল নীচহ্মাদিগের পাপ অভিসন্ধি পূরণের জন্য কৌশল, পরিশেষে বিফল হইল ও সকলেই কর্ম্মোচিত শাস্তি ভোগ করিতে বাধ্য হইল।

সরল প্রকৃতির একটি উদাহরণ ক্ষেন্তো। সে হরমণির সহিত পরের উপকারে রত থাকিত। আরও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চরিত্রগুলির উল্লেখ বাহুল্যভয়ে পরিত্যক্ত হইল।

এখন এই নাটকের নাটকত্ব সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা যাক্। এ নাটকে ভীষণ ঘটনাবলী কিছুই নাই কিন্তু সচরাচর বাঙ্গালীর

সাধারণ সংসারে ছোট খাট যে সকল ঘটনা ঘটে তাহার প্রভাবও অল্প নহে। সেক্সপীয়রের 'লীয়ার নৃপতি' নামক নাটকে গ্লস্টারের নেত্রোৎপাটন ভয়াবহ বটে কিন্তু বিধবা কন্যার হাত ধরিয়া প্রসন্নকুমার যখন নিজ অন্তঃপুরে আসিয়া দাঁড়াইলেন সে স্থলটিই বা কি করুণারস পূর্ণ! ব্রুটসের আত্মহত্যা যেরূপ হৃদয়স্তম্ভনকারী, প্রসন্নকুমারের আত্মহত্যার উদ্যোগও বোধ হয় বাঙ্গালী দর্শকের সেইরূপ হৃদয়স্পর্শী। বিচিত্র চরিত্রের সঙ্ঘাতে নাটকের ঘটনাবলী বিভিন্ন পথে বিকাশ পাইয়া 'শাস্তি কি শান্তি' নাটকখানিকে উচ্চস্থান প্রদান করিয়াছে। প্রতি দৃশ্যের কৌতূহল অক্ষুণ্ণ রাখে ও প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত নাট্যকার যে উদ্দেশ্য স্থির করিয়া নাটক রচনা করিতেছেন তাহা সমানভাবে উজ্জ্বল রহিয়াছে। গিরিশচন্দ্রের প্রফুল্ল, বলিদান, হারানিধির ন্যায় শাস্তি কি শান্তিও তাঁহার যশোমন্দিরের সোপান।

নাট্য-প্রসঙ্গ।

আমরা গভীর শোকসহকারে প্রকাশ করিতেছি যে, গত ২৩শে বৈশাখ বৃহস্পতিবার 'মিনার্ভা' থিয়েটারের সত্বাধিকারী মহেন্দ্রকুমার মিত্র এম এ, বি, এল মহাশয় লোকান্তরিত হইয়াছেন। ভগবান মহেন্দ্র বাবুর শোক সন্তপ্ত পরিবারের শান্তি ও সান্ত্বনা দান করুন।

* * * *

লব্ধপ্রতিষ্ঠ চিকিৎসক, নাট্য-সাহিত্যের সুহৃদ শ্রীযুত ধীরেন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায় চিকিৎসা সম্বন্ধীয় একখানি বিরাট গ্রন্থ লিখিতেছিলেন। ধীরেন্দ্র বাবু তাঁহার স্বনামখ্যাত পিতা—সুপ্রসিদ্ধ ঔপন্যাসিক যোগেন্দ্র নাথের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া সাহিত্য-জগতে প্রবেশ করিতেছেন দেখিয়া আমরা সুখী হইয়াছি। যশস্বী পিতার গুণরাজি সন্তানে বর্ত্তুক, —ইহাই আমাদের কামনা।

* * * *

সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের ঐতিহাসিক উপন্যাস 'দুর্গেশনন্দিনী, Chieftain's daughter নামে ইংরাজিতে অনূদিত হইয়াছে,এ সংবাদ শিক্ষিত সমাজ অবগত আছেন। সংপ্রতি Chieftain's daughter নাটকাকারে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে; বিলাতের সুপ্রসিদ্ধ 'কোর্ট' থিয়েটারে এই নাটকাকারে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে; এই নাটকের মহলা চলিতেছে; শীঘ্রই অভিনীত হইবে। থিয়েটারের কর্ত্তৃপক্ষগণ 'আয়েসা' নামেই নাটকের নাম করণ করিয়াছে!

* * * * *

সুপ্রসিদ্ধ ঔপন্যাসিক শ্রীযুত হরিসাধন মুখোপাধ্যায় প্রণীত নব প্রকাশিত ঐতিহাসিক উপন্যাস "শীষ-মহল" হিন্দীভাষায় অনুদিত হইতেছে শুনিয়া আমরা আনন্দিত হইয়াছি। হরিসাধন বাবু 'ষ্টার'

থিয়েটারের জন্য একখানি ঐতিহাসিক নাটক রচনা করিতেছেন। বঙ্গীয় পাঠক সমাজে হরিসাধন বাবুর 'শীষ-মহলে'র খুব আদর হইয়াছে। আমরা আগামী সংখ্যায় "শীষ-মহলের" সমালোচনা করিব।

* * * * *

স্বনামখ্যাত ঐতিহাসিক শ্রীযুত সত্যচরণ শাস্ত্রী রাজ-নাট্যকার হর্ষবর্দ্ধনের সুবিস্তৃত জীবন-কাহিনী রচনা করিতেছেন। শাস্ত্রী মহাশয় এই উপলক্ষে ভারতের বিবিধ দুর্গম স্থান পরিদর্শন করিয়া আসিয়াছেন। আমরা আনন্দের সহিত প্রকাশ করিতেছি যে, শাস্ত্রী মহাশয় প্রাচীন নাট্যশাস্ত্র সম্বন্ধে বিবিধ অজ্ঞাত তথ্যরাজি নাট্যমন্দিরে আলোচনা করিতে স্বীকৃত হইয়াছেন। আগামী বর্ষ হইতে শাস্ত্রী মহাশয়ের ঐতিহাসিক গবেষণাপূর্ণ রচনা নাট্যমন্দিরে প্রকাশিত হইবে।

* * * * *

জনৈকপত্রপ্রেরক লিখিয়াছেন,—"গত ৯ই বৈশাখ শনিবার শাঁপরাইলের বেলভেডিয়ার জুট-মিলের কর্ম্মচারীগণ মহাসমারোহে 'বাজীরাও' নাটক অভিনয় করিয়াছেন। অভিনয়স্থলে প্রায় পাঁচসহস্র লোকের সমাগম হইয়াছিল। বাজীরাও, রণজী ও বলজির ভূমিকা সুন্দর হইয়াছিল। এই অভিনয় উপলক্ষে সমবেত শ্বেতাঙ্গ-দর্শকগণের সাদর-সহানুভূতি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কলিকাতা এন্ড্রুইউল কোম্পানীর আফিস ও বেলভেডিয়ার মিল-আফিসের সকল শ্বেতাঙ্গ-কর্ম্মচারীই সে দিন অভিনয়স্থলে অভিনয়ের শেষ পর্য্যন্ত উপস্থিত ছিলেন এবং অভিনয়কারীগণের প্রতি আন্তরিক সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া জনসাধারণের ধন্যবাদভাজন হইয়াছিলেন।"

* * * * *

সংবাদপত্রের বিজ্ঞাপনে প্রকাশ,—কলিকাতায় সম্মিলিত মূলধনে একটি নূতন থিয়েটার কোম্পানী প্রতিষ্ঠা করিবার চেষ্টা হইতেছে। বিজ্ঞাপনে লেখা আছে, যাঁহারা অংশ ক্রয় করিয়া পূরা দাম মিটাইয়া দিবেন, তাঁহাদিগকে শতকরা ছয় টাকা চারি আনা হিসাবে সুদ দেওয়া হইবে। এ জন্য কর্তৃপক্ষ দায়ী থাকিবেন। এই প্রসঙ্গে "হিতবাদী" লিখিয়াছেন,—"বিজ্ঞাপনদাতাদিগের মধ্যে অনেক সম্ভ্রান্ত জমীদার ও মহাজনের নাম দেখিলাম, কিন্তু ইহাঁরা কি শতকরা ছয় টাকা চারি আনা সুদের জন্য দায়ী হইবেন? "লিমিটেড কোম্পানী" অর্থাৎ সম্মিলিত মূলধন লইয়া এই কার্য্য করা হইতেছে বলিয়াই আমরা জিজ্ঞাসা করিতেছি; যদি অংশীরা যথারীতি সুদ না পান তাহা হইলে কে দায়ী হইবে? কাহার জমীদারী আটক করিয়া অংশীরা সুদ আদায় করিবেন? প্রস্তাবিত থিয়েটারের উন্নতি দেখিলে আমরা আনন্দিত হইব, কিন্তু বহুব্যক্তির নিকট হইতে অর্থ সংগ্রহ করিবার চেষ্টা হইতেছে বলিয়াই আমরা এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলাম। আশা করি, প্রস্তাবিত থিয়েটারের কর্তৃপক্ষ এই প্রশ্নের সদুত্তর প্রদান করিয়া জন-সাধারণের সন্দেহ দূর করিবেন।"—ইহার উপর টীকা অনাবশ্যক।

নববর্ষ।

(শ্রীবীরেন্দ্রনাথ রায় লিখিত।)

১

আসিল বরষ নব আসিল আবার,
আজি সাধ হয় মনে নব বরষের সনে,
বরষ-মঙ্গল গীতি গাহি বারবার।

২

এ বিশ্ব-তরুর শাখে গেয়েছিল গান
কত পাখী এসেছিল দণ্ড দুই বসেছিল,—
আজিকে জাগায় স্মৃতি শুধু মৃদুতান।

৩

গতকল্য লয়ে সব করেছে প্রস্থান,
তৃপ্ত সাধ অশ্রুহাসি অতৃপ্ত বাসনারাশি
একি স্রোতে মিলি সব করেছে প্রয়াণ॥

৪

আজি নবস্বরে গাও হৃদয় আমার,
ধুয়ে ফেল দুখরাশি, মুছে ফেল অশ্রুরাশি,
নূতন প্রমোদ গান গাও একবার।

৫

গাওরে হৃদয় আজি নব নব গান,
গাহ সুমঙ্গল গান, অমঙ্গল অবসান,
পুরাতন আশা সাধ দিয়া বলিদান।

৬

এসহে বরষ নব করি আবাহন,

জাগায়ে নূতন আশা প্রাণ ভরা ভালবাসা ;

এস এস জয়মাল্য করিয়া ধারণ।

৭

হৃদি গৃহে উঠে আজি প্রমোদের গান—

তব কণ্ঠমালা হতে পাই যদি কোন মতে

একটি কুসুম হায়, তায় ভাবে প্রাণ।

৮

কর আশীর্ব্বাদ যাক্ অমঙ্গল ভয়—

পরুক উন্নতি সাজ, সাধুক মহান কাজ

এ "নাট্য-মন্দির" হয়ে নব শোভাময়।

কলিকাতার আদি নাট্যশালা।

নাট্য-মন্দির
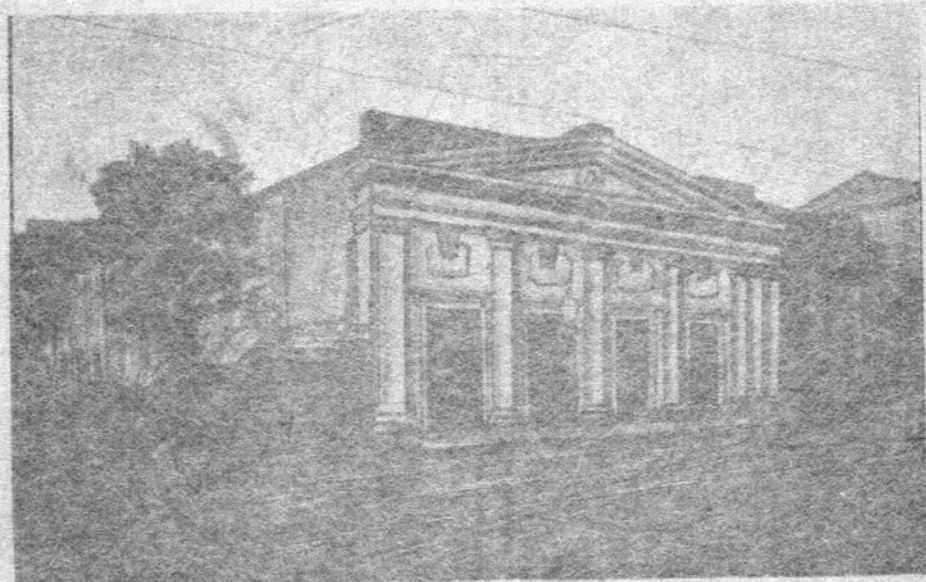
[বঙ্গের রঙ্গালয় সম্বন্ধীয় মাসিক পত্রিকা।]

দ্বিতীয় বর্ষ। } জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ়, ১৩১৯। } ১১।১২ সংখ্যা।

অভিনেতা।

(শ্রীমণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিত।)

(১)

দেড়শত বৎসর পূর্ব্বের কথা ;—বাঙ্গালার শাসনদণ্ড তখনও বাঙ্গালীর হস্তচ্যুত হয় নাই,—বঙ্গ-বিহার-উড়িষ্যার মসনদ তখনও ধুলি-ধুসরিত হয় নাই,—সুবা-বাঙ্গালার অতুলপ্রতাপশালী শেষ স্বাধীন নবাবের মহামহিমান্বিত মস্তক তখনও ইষ্ট-ইণ্ডিয়া-কোম্পানীর পদতলে লুণ্ঠিত হয় নাই!—মুসলমান-স্বাধীনতা-সূর্য্য পরিপূর্ণ শক্তিতে তখনও বাঙ্গালার আকাশ আচ্ছন্ন করিয়া অখণ্ড প্রভাব প্রতিপত্তির পরিচয় দিতেছিল,—বঙ্গেশ্বরের বিজয়-বৈজয়ন্তী তখনও বঙ্গের প্রসন্ন সমীর-সঞ্চালনে পত্ পত্ শব্দে উড়িতে উড়িতে শক্তিমান নবাবের মহিমা ঘোষণা করিতেছিল!—বঙ্গ-বিহার-উড়িষ্যার মসনদে সবে মাত্র তখন বিশ্ববিশ্রুতকীর্ত্তি নবাব সিরাজউদ্দৌলা অভিষিক্ত হইয়াছেন!

মুরশিদাবাদ তখন বাঙ্গালার রাজধানী ;—সুতরাং মর্ত্ত্যের অমরা-বতী। শোভায়-সৌন্দর্য্যে, দৃশ্যে-চাকচিক্যে, প্রভাবে-বিভবে, গর্ব্বে-

গৌরবে—মুরশিদাবাদ তখন অতুলনীয়! আর বর্ত্তমান কলিকাতা—তখনকার গোবিন্দপুর ও সুতানুটি*—জনবহুল গণ্ডগ্রাম ও বাণিজ্যস্থান। ইষ্ট-ইণ্ডিয়া-কোম্পানীর কর্ম্মচারীগণ নবনির্ম্মিত ফোর্ট-উইলিয়ম দুর্গে আস্তানা পাতিয়া দুর্গের চতুষ্পার্শ্বস্থ স্থান বাসোপযোগী করিয়া লইতেছেন এবং স্থানে স্থানে আবাসভবনাদি নির্ম্মাণ করিয়া স্বদেশীয় আত্মীয় স্বজনকে আশ্রয়াদি দানে আপ্যায়িত করিতেছেন মাত্র।

আমাদের এই আখ্যায়িকার সহিত প্রাচীন কলিকাতার কিঞ্চিৎ সংশ্রব আছে; সুতরাং এস্থলে প্রাচীন কলিকাতা সম্বন্ধে আমরা সংক্ষেপে দুই চারিটি কথা উল্লেখ করিব।

ইষ্ট-ইণ্ডিয়া-কোম্পানী বাণিজ্যসূত্রে নবাব-সরকার হইতে গোবিন্দ-পুর, কলিকাতা, সুতানুটি প্রভৃতি স্থানগুলি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, ইতিহাসজ্ঞ পাঠকগণ একথা অবগত আছেন। এই স্থানগুলির অধিকারী হইয়াই ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানী তাহাদের উন্নতিবিধানে সচেষ্ট হইলেন। শোভাসিংহের বিদ্রোহ উপলক্ষে আত্মরক্ষার অজুহাত দেখাইয়া কোম্পানী ফোর্ট-উইলিয়াম দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়া লইলেন, ক্রমে ক্রমে উত্তর-পূর্ব্ব-পার্শ্বস্থ স্থানসমূহ বাসোপযোগী করিয়া লইতে লাগিলেন। গভর্ণর ড্রেকের আমোলে এই কার্য্য অধিকতর অগ্রসর হইল। লালবাজার অঞ্চল সহরে পরিণত হইল। অনেকগুলি আবাস-ভবন, গীর্জ্জা ও কয়েকটি নাট্যশালাও প্রতিষ্ঠিত হইল। নাট্যামোদের সহিত—থিয়েটারের সহিত ইংরেজজাতির জাতীয়-জীবনের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক; সুতরাং তৎকালের কলিকাতায় মুষ্টিমেয় প্রবাসী ইংরাজ-সমাজে নাট্যশালার প্রতিষ্ঠার

* এখনকার গড়ের মাঠ, গবর্মেণ্ট হাউস, জেনারেল পোষ্ট আফিস প্রভৃতি সাবেক গোবিন্দপুরের এলাকাভুক্ত ছিল; আর চিৎপুর রোডের উত্তরাংশ হাটখোলা, বাগবাজার প্রভৃতি পল্লী সুতানুটি নামে অভিহিত হইত। এই সুতানুটি ও গোবিন্দপুরের মধ্যবর্ত্তী স্থানের কলিকাতা নামকরণ ছিল।

কথা শুনিয়া আশ্চর্য্য হইবার কোনও কারণ নাই। গবর্ণর ড্রেকের আমোলের পূর্ব্বেও লালবাজারে দুইটি নাট্যশালা* প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। এই দুইটি নাট্যশালায় নাচ-গানই হইত, নাট্যাভিনয় হইত না। এই দুই প্রমোদাগার বর্ত্তমান থাকিতে থাকিতে গভর্ণর ড্রেকের উদ্যোগে একটি আদর্শ নাট্যশালা প্রতিষ্ঠিত হইল। এই নবপ্রতিষ্ঠিত নাট্যশালার নাম হইল,—"The Play House" ইহাই তদানীন্তন ইংরাজগণের আদি নাট্যশালা।†

এই নাট্যশালা প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে ইংরাজ-সমাজে মহা আনন্দের ধুম পড়িয়া গেল;—বিলাত হইতে অনেকগুলি সুদক্ষ অভিনেতা, অভিনেত্রী ও রঙ্গপীঠশিল্পী আমন্ত্রিত হইয়া কলিকাতায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। মহাসমারোহসহকারে নূতন নূতন নাটকনাটিকার মহলা চলিতে লাগিল। প্রবাসী ইংরাজগণের এই অভিনব অপূর্ব্ব আমোদানুষ্ঠানের আয়োজন দেখিয়া এদেশবাসী হিন্দু মুসলমানগণ বিস্ময়ে অভিভূত হইলেন!

---

* এই দুইটি নাট্যশালার নাম ছিল,—'The Harmonioum' 'The London Tavern'। এই দুইটি নাট্যশালায় নাচ, গান, কনসার্ট, বাজী প্রভৃতি আমোদানুষ্ঠান হইত, কোম্পানীর কর্ম্মচারীগণ এবং সহরের অন্যান্য ইংরাজ ও সম্ভ্রান্ত বাঙ্গালীগণ এই আমোদ অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত হইতেন। কোম্পানীর কর্ম্মচারীরাই এই সকল আমোদ প্রমোদের ব্যয়ভার বহন করিতেন।

† কলিকাতার বর্ত্তমান ঐতিহাসিক সমিতির সম্পাদক মিঃ কার্ম্মিঞ্জার এই নাট্যশালার অস্তিত্ব আবিষ্কার সম্বন্ধে অনেক চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাঁহার চেষ্টার ফলে এই নাট্যশালার স্থান এ গৃহাবশেষ আবিষ্কৃত হয়।—লালবাজারের রাস্তার দক্ষিণ-পার্শ্বে বর্ত্তমান পুলিসকোর্টের সম্মুখে ৮ নং লালবাজার ষ্ট্রীটে এখন যে চতুস্তল অট্টালিকা নির্ম্মিত হইয়াছে, সেই স্থানেই এই নূতন নাট্যশালা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।—এই নাট্যশালার সহিত আমাদের এই আখ্যায়িকার সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠভাবে বিজড়িত। স্থানান্তরে কলিকাতার এই আদি নাট্যশালার একখানি ছবি প্রকাশিত হইল।

(২)

গোবিন্দপুরে তখন অনেক সম্ভ্রান্ত উচ্চবংশোদ্ভব ও ধনাঢ্য হিন্দু বসবাস করিতেন। ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানীর পদস্থ কর্ম্মচারীগণের সহিত ইঁহাদের বিশেষ সদ্ভাব-সম্প্রীতি ছিল। ব্যবসায়-বাণিজ্য-সূত্রে কোম্পানীর কর্ম্মচারীগণের সহিত তাঁহাদের ঘনিষ্ঠতা ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতেছিল। কোম্পানীর লোক জন প্রায়ই তাঁহাদের ভবনে আসিতেন, হিন্দুগণও নৃত্য-গীতের মজলিসে ইংরাজগণ কর্ত্তৃক মহাসমাদরে আমন্ত্রিত হইতেন। ইংরাজ-সমাজে তখন হিন্দু-মুসলমানের অতুল সম্মান, সম্ভ্রম ও প্রতিপত্তি ছিল,—ধনাঢ্য হিন্দু-মুসলমানের মনোরঞ্জনের জন্য কোম্পানীর কর্ম্মচারীগণ সদা সর্ব্বদাই ব্যস্ত থাকিতেন।

গোবিন্দচন্দ্র রায়—গোবিন্দপুরের এক জন মহাসম্ভ্রান্ত ধনাঢ্য অধিবাসী। সমাজে তাঁহার অতুল সম্মান, অশেষ প্রতিপত্তি; ধনসম্পত্তিতে গোবিন্দপুরে তাঁহার কেহ প্রতিদ্বন্দ্বী নাই। গোবিন্দপুরে গোবিন্দচন্দ্রের প্রাসাদতুল্য বিরাট অট্টালিকা; মুসলমান আমীর ওমরাহগণের বাসগৃহসমূহ যে প্রণালীতে নির্ম্মিত, এই অট্টালিকাও সেইরূপ;—সেইরূপ সুপ্রশস্ত সুসজ্জিত সুশোভিত কক্ষরাজি; অট্টালিকা-সংলগ্ন উদ্যানে সেইরূপ বহু জাতীয় ফল ফুল ও পাতাবাহারের গাছ; গাছে গাছে বর্ণ-বিহঙ্গের সুমধুর কূজন; আস্তাবলে বহু অশ্ব ও শকটের সমাবেশ,—সিংহদ্বারে অস্ত্রধারী প্রহরীগণের সতর্ক পদচালন। এই বিরাট অট্টালিকায় গোবিন্দচন্দ্র সপরিবারে অবস্থান করেন।

গোবিন্দচন্দ্রের বয়স পঞ্চাশ বৎসর অতীত হইয়াছে; বয়সের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার শরীরও একটু ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। বিষয় কর্ম্ম বা ব্যবসায়-বাণিজ্য-ব্যাপারে তিনি এখন আর ততদূর লিপ্ত নহেন। তাঁহার এক মাত্র পুত্র নগেন্দ্রনাথই এখন সমস্ত বৈষয়িক কার্য্যের তত্ত্বাবধান করিয়া থাকেন।

নগেন্দ্রনাথ পঞ্চবিংশ-বর্ষ-বয়স্ক যুবা পুরুষ। নগেন্দ্রনাথ দীর্ঘকায়, সবল, কর্ম্মঠ যুবক। তাঁহার দেহ সুগঠিত, মুখখানি অতি সুন্দর, চক্ষু দুটি উজ্জ্বল, ললাট প্রশস্ত। নগেন্দ্রনাথের মুখের দিকে চাহিয়ে থাকিতে পারা যায়—একবার যে সে মুখ দেখিয়াছে, জীবনে সে তাহা ভুলিতে পারিবে না। সেই মুখে যেন কেমন একটা অসাধারণত্ব ছিল।—নগেন্দ্রনাথের এই সুগঠিত কমনীয় আকৃতি গোবিন্দপুরের জনসমাজে—এমন কি ইংরাজ নর-নারী-সমাজেও আলোচনার বিষয়ীভূত হইয়া উঠিয়াছিল। ইংরাজের প্রমোদ-মজলিসে নগেন্দ্রনাথ সর্ব্বাগ্রে আমন্ত্রিত হইতেন এবং নর-নারী-নির্ব্বিশেষে সকলেরই নিকট বিশেষ সমাদর পাইতেন। শ্বেতাঙ্গ-সমাজে নগেন্দ্রনাথের এই প্রতিপত্তির অন্য কারণ—নগেন্দ্রনাথ ইংরাজীভাষায় সুশিক্ষিত ছিলেন। ব্যবসায়-সূত্রে ইংরাজদের সঙ্গে বিশেষ সংস্রব রাখিতে হয় বলিয়া, দূরদর্শী গোবিন্দচন্দ্র ইংরাজ অধ্যাপক রাখিয়া নগেন্দ্রনাথকে ইংরাজীভাষায় সুশিক্ষিত করিয়া লইয়াছিলেন। নগেন্দ্রনাথ ইংরাজী ভাষায় এমন অনর্গল কথা কহিতেন—এমন সুন্দর সুস্পষ্ট উচ্চারণ করিতেন যে তাহা শুনিলে অনেক ইংরাজকেও বিস্মিত হইতে হইত। আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি, তখন এদেশবাসী কেহই ইংরাজী ভাষা শিখিবার চেষ্টা করিতেন না, ইংরাজী শিক্ষা আবশ্যক বলিয়াই বিবেচনা করিতেন না; ইংরেজরাই তখন আবশ্যক বোধে দেশীয় ভাষা শিক্ষা করিতেন। সুতরাং দেশের সে অবস্থায় নগেন্দ্রনাথের ইংরাজী ভাষায় এরূপ ব্যুৎপত্তি-লাভ জন সাধারণের নিকট বিস্ময়ের কারণ স্বরূপ হইয়াছিল, এ কথা বলাই বাহুল্য।

এক দিন অপরাহ্নে—বৈষয়িক কাজকর্ম্ম পরিদর্শনের পর—নগেন্দ্রনাথ নিজের খাস বৈটকখানায় বসিয়া আলবোলার নল মুখে দিয়া তামাকু টানিতেছেন,—এমন সময় একজন ভৃত্য আসিয়া তাঁহার হাতে

একখানি 'কার্ড' দিল। কার্ডে 'মিষ্টার নর্টন' নামক এক জন ইংরাজের নাম লেখা ছিল। ইনি গবর্ণর ড্রেক প্রতিষ্ঠিত নূতন নাট্যশালার অধ্যক্ষ এবং কোম্পানীর এক জন উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী। মিঃ নর্টনের সহিত নগেন্দ্রনাথের পূর্ব্ব হইতেই পরিচয় ছিল। নগেন্দ্রনাথ কার্ডখানি দেখিয়াই সাহেবকে আনিবার জন্য ভৃত্যকে আদেশ করিলেন।

অনতিবিলম্বে মিঃ নর্টন সেই কক্ষে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার সঙ্গে এক অনিন্দ্যসুন্দরী ইংরাজ যুবতী।—যুবতীর রূপজ্যোতিতে কক্ষটি যেন সহসা বিদ্যুতের আলোকে ঝলসিয়া উঠিল।—সেই কক্ষের প্রত্যেক আসবাবপত্রটি পর্য্যন্ত যেন আলোকিত ও সঞ্জীবিত হইয়া উঠিল। নগেন্দ্রনাথ কয়েক মুহূর্ত্ত বিস্ময়-বিমুগ্ধ-নেত্রে স্তম্ভিতভাবে সেই বিশ্বমোহিনী সুন্দরীর দিকে চাহিয়া রহিলেন,—পরক্ষণে প্রকৃতিস্থ হইয়া আত্মসংবরণ করিয়া লইয়া—মিঃ নর্টনের সম্বর্দ্ধনা করিলেন।

মিঃ নর্টন সবলে নগেন্দ্রনাথের হাতে একটা প্রবল ঝাঁকুনি দিয়া বলিলেন,—"নগেন্দ্রবাবু, আমার এই সঙ্গিনীর সহিত আপনার পরিচয় করিয়া দিতেছি,—ইনি সম্প্রতি বিলাত হইতে আসিয়াছেন, ইনি এক জন প্রসিদ্ধা অভিনেত্রী; ইঁহার নাম—কুমারী লিলি।"

নগেন্দ্রনাথ সসম্ভ্রমে কুমারী লিলির দিকে চাহিলেন। লিলি অগ্রসর হইয়া নগেন্দ্রনাথের করমর্দ্দন করিলেন। নগেন্দ্রনাথের শিরায় শিরায় যেন একটা বৈদ্যুতিক প্রবাহ ছুটিয়া গেল।

নগেন্দ্রনাথ মিঃ নর্টন ও কুমারী লিলিকে সমাদরে দুই খানি আরাম-কেদারায় বসাইয়া সসম্ভ্রমে বলিলেন,—"মিস লিলির সহিত পরিচিত হইয়া আমি আজ আপনাকে ভাগ্যবান বলিয়া মনে করিতেছি।"

নগেন্দ্রনাথের কথার যেন প্রতিধ্বনী করিয়া লিলি বলিয়া উঠিলেন, না, মহাশয়, আপনার ন্যায় মহাসম্ভ্রান্ত ব্যক্তির সহিত আলাপ করিয়া আমিই মনে মনে গর্ব্ব অনুভব করিতেছি।"

নর্টন বলিলেন,—"নগেন্দ্র বাবু, আপনাদের উভয়ের এই আলাপ-পরিচয়ে আমি যে কি পর্য্যন্ত আনন্দিত হইয়াছি, তাহা ভাষায় প্রকাশ করিতে অক্ষম। আপনার কথা মিস্ লিলির নিকট উত্থাপন করাতেই ইনি নিজে উপযাচিকা হইয়া আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করেন। আর মিস্ লিলির সহিত আপনার বন্ধুত্ব যতই গাঢ় হইবে, আপনি ততই তাঁহার গুণের পরিচয় পাইবেন। লিলির ন্যায় অপূর্ব্ব গুণ সমন্বিতা রমণী এদেশে আর একটিও আসেন নাই, এ কথা বলিলে বোধ হয় অত্যুক্তি হইবে না। সে যাহা হউক, এখন আমি আপনার সহিত দুই চারিটি কাজের কথা কহিতে ইচ্ছা করি। আপনার এখন অবকাশ আছে কি? কথাগুলি আমি এখন বলিতে পারি কি?"

নগেন্দ্রনাথ বলিলেন,—"স্বচ্ছন্দে বলিতে পারেন; আমার এখন যথেষ্ট অবকাশ আছে।"

নর্টন বলিলেন,—"গবর্ণর ড্রেক সাহেবের উদ্যোগে লালবাজারে একটি প্রকাণ্ড থিয়েটার-হল প্রস্তুত হইতেছে—আপনি তাহা জানেন বোধ হয়?"

নগেন্দ্র।—জানা জানি কি,—আমি এক দিন কৌতুহলের বশবর্ত্তী হইয়া আপনাদের সেই প্লে-হাউসটি দেখিয়া আসিয়াছি। সে এক অভিনব অট্টালিকা বটে।

নর্টন।—ঐ অট্টালিকাটি দেখিয়া আপনার মনে কি রকম ধারণা জন্মিয়াছে?

নগেন্দ্র।—আমি তো কিছু স্থির করিয়া উঠিতে পারি নাই মহাশয়। আপনাদের আর যে দুইটী প্লে-হাউস আছে, আমি প্রথমে মনে করিয়াছিলাম যে, এই নূতন হাউসটিও সেই রকমেই হইবে। কিন্তু চক্ষে দেখিয়া সে ধারণা দূর হইয়াছে। এ রকম নূতন ধরণের বিচিত্র

হাউস আমি আর কখনও দেখি নাই। আচ্ছা মহাশয়, আপনাদের এই নূতন হাউসে নাচের মজলিস ছাড়া আরও কিছু আমোদ অনুষ্ঠান হইবে না কি?

নর্টন।—নিশ্চয়ই; আপনি কি মনে করিয়াছেন, কেবল নাচ-তামাসার জন্যই গভর্ণর ড্রেক অত টাকা খরচ করিয়া এই নূতন হাউস তৈয়ারী করাইয়াছেন। এখানে নাটক নাটিকার অভিনয় হইবে।

নগেন্দ্র।—আপনাদের দেশের যে সব থিয়েটারের কথা শুনিতে পাই তাহারই আয়োজন অনুষ্ঠান হইবে না কি?

নর্টন।—আপনার অনুমান যথার্থ;—আমাদের দেশের বড় বড় নাট্যকারদের নাটকসমূহ এই খানে অভিনয় করান হইবে। স্ত্রী-পুরুষে মিলিয়া মিশিয়া অভিনয় করিবেন। আমাদের মিস লিলিও অনুগ্রহ পূর্ব্বক অভিনয়ে যোগদান করিবেন।

নগেন্দ্র।—বলেন কি মহাশয়!

লিলি।—নগেন্দ্র বাবু, আপনি এত আশ্চর্য্য হইতেছেন যে! আপনাদের দেশে কি থিয়েটার নাই?

নগেন্দ্র।—আগে ছিল কি না বলিতে পারি না, তবে আপাততঃ যে নাই একথা নিশ্চিত। আপনাদের দেশের কেতাবেই আমি থিয়েটারের কথা পড়িয়াছি। আমাদের দেশে থিয়েটার না থাকিলেও নাটক আছে; আমাদের দেশের শ্রেষ্ঠ নাট্যকার কালিদাসের নাটকগুলি পড়িলে মনে হয়—পুরাকালে এদেশে ঠিক আপনাদের দেশের মত থিয়েটার না থাকিলেও, নাটক অভিনয়ের একটা কিছু ব্যাপার নিশ্চয়ই ছিল।

নর্টন।—আপনার এ অনুমান খুব সত্য নগেন্দ্র বাবু; কেন না আমি ড্রেক সাহেবের কাছে শুনিয়াছি—আপনাদের দেশে এক সময় থিয়েটার ছিল। কিন্তু মুসলমান নবাবদের এদিকে লক্ষ্যও না থাকায় এখন আর তাহার কোন অস্তিত্বও খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।

নগেন্দ্র।—থিয়েটারের উপর আপনাদের খুবই নেশা দেখিতেছি!

নর্টন। নিশ্চয়ই; আমরা এই জিনিসটাকে আমাদের জাতীয় উন্নতির একটা সোপান বলিয়া মনে করি। আমাদের দেশে একটা কথা প্রচলিত আছে,—A nation known by its Theatre. যেখানে পঞ্চাশ জন ইংরাজ নরনারীর বসবাস আছে,—সেই খানেই আপনি একটি থিয়েটারও খুজিয়া পাইবেন।

নগেন্দ্র।—আমি থিয়েটারের কথা শুনিয়াছি কিন্তু চক্ষে কখনও দেখি নাই। আমি আমাদের দেশের 'যাত্রা' দেখিয়াছি। যাত্রা দেখিয়া আমি যথেষ্ট আনন্দ পাই। আপনাদের থিয়েটার যদি আমাদের দেশের প্রচলিত যাত্রা অপেক্ষাও উচ্চাঙ্গের হয়, তাহা হইলে আপনা-দের থিয়েটারের আদর্শ যে বাঙ্গালার সহরে সহরে প্রতিষ্ঠিত হইবে, এ কথা আমি সাহস করিয়া বলিতে পারি।

নর্টন।—এ সম্বন্ধে এখন আমি কিছু বলিতে পারিতেছি না, বস্তুতঃ এখন কিছু বলা সঙ্গত বলিয়াও মনে করিতেছি না। আমাদের প্লে-হাউস সম্পূর্ণ হইয়া গিয়াছে; খুব সম্ভব আর একমাসের মধ্যেই আমরা নূতন বাড়ীতে খুব জাঁকজমকের সহিত একটা অভিনয় করিব। আপনি যদি অনুগ্রহপূর্ব্বক সে রাত্রে প্লে-হাউসে দর্শকরূপে উপস্থিত থাকেন, বিশেষতঃ যদি 'ওথেলো' নাটকের নায়িকা দেসদিমনার ভূমিকায় মিস্ লিলিকে একটিবার মাত্র দেখেন, তাহা হইলে আপনি মর্ত্ত্যে স্বর্গ-দর্শনের সুখ অনুভব করিবেন।

নগেন্দ্র।—আপনারা তাহা হইলে প্রথমে সেক্সপীয়রের 'ওথেলো' নাটকই অভিনয় করিবেন?

নর্টন।—হাঁ,—এখন হইতেই আমাদের এই নাটকেরই মহলা চলিতেছে। তবে এই নাটকখানি খুলিতে, নানাপ্রকার দৃশ্যপটাদি প্রস্তুত করিতে আমাদের বিস্তর ব্যয়-বাহুল্য হইবে। প্লে-হাউসটি প্রস্তুত

করিতেই এত টাকা পড়িয়া গিয়াছে যে এই সকল কার্য্যে আর আমরা আশানুরূপ অর্থ সাহায্য করিতে পারিতেছি না। কাজেই আমাদিগকে এ অঞ্চলের ধনাঢ্য ব্যক্তিগণের নিকট সাহায্যপ্রার্থী হইতে হইয়াছে।

নগেন্দ্র।—আপনাদের এই সদনুষ্ঠানে সকলেই মুক্তহস্ত হইবেন বলিয়াই আমার মনে হয়।

নর্টন।—না মহাশয়; আপনার এ অনুমান সত্য নয়। সকলেই তো আপনার মত সর্ব্বজ্ঞ নহেন—যে কথা পড়িবা মাত্র বুঝিয়া লইবেন। থিয়েটার জিনিসটা যে কি পদার্থ, একথাটা আমি অনেক ভদ্রলোককে বুঝাইয়া উঠিতে পারি নাই। যে জিনিষের সহিত যাহার কোনও পরিচয় নাই, সহানুভূতি নাই—সে জিনিসের পুষ্টিকল্পে তাহার নিকট কিছু প্রত্যাশা করা বাতুলতা মাত্র।

নগেন্দ্র।—আপনাদের এই অভিনয় অনুষ্ঠানে কত টাকা খরচ পড়িবে বলিয়া অনুমান করেন?

নর্টন।—সকল রকমে পঞ্চাশ হাজারের কম নয়।

নগেন্দ্র।—ইহার জন্তই আপনি এত চিন্তিত!—আপনারা কতটা অর্থ সংগ্রহ করিতে পারিয়াছেন?

নর্টন।—মোটে বিশ হাজার মাত্র।

নগেন্দ্র।—এখন ও ত্রিশ হাজার বাকি!

নর্টন।—হাঁ মহাশয়; এই ত্রিশ হাজার টাকাটা যে আমরা কেমন করিয়া সংগ্রহ করিব, তাহা স্থির করিতে পারিতেছি না।

নগেন্দ্র।—মিঃ নর্টন, আপনি এই সামান্য বিষয়ের জন্য চিন্তিত হই-বেন না; আপনারা আমাদের দেশে যে নূতন আদর্শ স্থাপন করিতেছেন, তাহার অনুষ্ঠানে সহায়তা করা আমাদের অবশ্য কর্ত্তব্য। আপনাদের এই অভিনয়-অনুষ্ঠানে আমিই ত্রিশ হাজার টাকা প্রদান করিব।

নগেন্দ্রনাথের কথা শুনিয়া মিঃ নর্টন কেদারা হইতে মহাবিস্ময়ে একেবারে লাফাইয়া উঠিলেন। কয়েক মুহূর্ত্ত তাঁহার মুখ হইতে বাক্য স্ফূর্ত্তি হইল না। কিঞ্চিৎ পরে প্রকৃতিস্থ হইয়া তিনি বলিলেন,—"নগেন্দ্র বাবু, আমি কি স্বপ্ন দেখিতেছি! সত্যই কি আপনি আমাদের জন্য অতটা স্বার্থত্যাগ করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন?"

নগেন্দ্রনাথ বলিলেন,—"মিঃ নর্টন, আপনি এজন্য ব্যস্ত হইবেন না; আমি বিশেষ কিছু করি নাই। আপনারা আমার বন্ধুলোক, বন্ধুর কার্য্যে আমি আমার কর্ত্তব্যপালন করিয়াছি মাত্র।"

মিঃ নর্টন টুপী খুলিয়া বলিলেন,—"নগেন্দ্র বাবু, আমার মুখে আর কথা আসিতেছে না—বাধিয়া যাইতেছে; আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ!"

মিস লিলি পরক্ষণে বলিয়া উঠিলেন,—"নগেন্দ্র বাবু, আমাদের দেশে এখন থিয়েটারের যথেষ্ট আদর, কিন্তু তবু সেখানকার এক জন কোটীপতি লর্ডও থিয়েটারের জন্য এত খানি স্বার্থত্যাগ করিতে কখনই পারিতেন না।—আপনি থিয়েটারের সহিত সম্যক্‌রূপ পরিচিত না হইয়া যেরূপ অসাধারণ স্বার্থত্যাগ করিলেন, যেরূপ সহানুভূতি প্রকাশ করিলেন, তাহার তুলনা নাই। আপনার এই অনুগ্রহের কথা আমরা কখনই ভুলিব না। যাহাহউক আমরা মধ্যে মধ্যে আসিয়া আপনার সহিত দেখা সাক্ষাৎ করিব। আমি বুঝিয়াছি নগেন্দ্র বাবু, মানব-সমাজে আপনি একটী রত্ন স্বরূপ।"

নগেন্দ্রনাথ বলিলেন,—"মিস! আমাকে লজ্জা দিবেন না, আমি আপনাদের জন্য এমন কিছু করি নাই—যাহার জন্য আপনি আমার অত প্রশংসা করিতেছেন। মধ্যে মধ্যে আমার এই দীন-কুটীরে আপনাদের আগমন হইলে, আমি বিশেষ বাধিতই হইব।"

মিঃ নর্টন এই সময় বলিলেন,—"নগেন্দ্র বাবু—বিদায়, এখন আমরা চলিলাম।"

নগেন্দ্রনাথ বলিলেন—"কল্যই আপনার নিকট আমি ত্রিশ হাজার টাকার হুণ্ডী পাঠাইয়া দিব।"

তখন নর্টন ও লিলি যথাক্রমে নগেন্দ্রনাথের করমর্দ্দন করিয়া সে কক্ষ ত্যাগ করিলেন।

(৩)

কলিকাতা-প্রবাসী ইংরাজ কর্ম্মচারীগণের অক্লান্ত পরিশ্রম ও উদ্যমে দেখিতে দেখিতে নূতন নাট্যশালার সকল কার্য্য সম্পূর্ণ হইয়া উঠিল; নাটকের মহলা-কার্য্যও শেষ হইয়া গেল;—অভিনয়-উদ্বোধনের দিন নির্দ্ধারিত হইল।

নূতন নাট্যশালার বাহিরে তেমন কিছু জাঁকজমক নাই। প্রবেশের দরজাগুলি কিছু প্রশস্তাকার। দরজার পরই একটা সুপ্রশস্ত হল। হলের মধ্য দিয়া দর্শকস্থানে যাইবার পথ। পথের উভয় পার্শ্বে মখমল-মণ্ডিত বসিবার দীর্ঘাসন। সুচিত্রিত ভিত্তিগাত্রে স্থানে স্থানে বিলাতের নানা থিয়েটারের দৃশ্যপট এবং প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ অভিনেতা ও অভিনেত্রীগণের পরিচ্ছদ-পরিহিত প্রতিকৃতি প্রভৃতি দোদুল্যমান। নাট্যশালার ফটক হইতে আরম্ভ করিয়া ভিতর পর্য্যন্ত সর্ব্বস্থান—শত শত ঝাড়, দেয়ালগিরি, ছবি প্রভৃতির উজ্জ্বল আলোকে আলোকিত। দর্শকস্থানে বহুসংখ্যক আসন।

সন্ধ্যার পর নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণ দলে দলে আসিয়া এই সকল আসন পূর্ণ করিতে লাগিলেন। হিন্দু, মুসলমান, ইংরাজ, ফরাসী, পোর্ত্তুগীজ, প্রভৃতি সকল জাতিরই সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ অভিনয় দর্শনার্থ আমন্ত্রিত হইয়াছেন। আজ কাল বাঙ্গালী-সমাজে ইংরেজের যেমন আদর, তখন কলিকাতার মুষ্টিমেয় ইংরেজ-সমাজে বাঙ্গালীর তেমনই আদর ও সম্মান ছিল। কলিকাতা, গোবিন্দপুর ও সুতানুটির গণ্য মান্য ধনাঢ্য ও মধ্যবিত্ত বাঙ্গালীগণ অভিনয় দেখিবার জন্য আমন্ত্রিত হইয়া নূতন

নাট্যশালায় উপস্থিত হইয়াছেন। অধিকাংশ বাঙ্গালী দর্শকই কৌতূহলের বশবর্ত্তী হইয়াই অভিনয় দেখিতে আসিয়াছেন। তখনকার বাঙ্গালী ইংরাজী-ভাষার বড় একটা ধার ধারিতেন না, ইংরেজরাই তখন কার্য্যানুরোধে বাঙ্গালাভাষা শিখিতে বাধ্য হইতেন। সুতরাং ইংরাজী ভাষানভিজ্ঞ বাঙ্গালীরা ইংরেজদের প্রমোদালয়ে একটা নূতন কচু মজা দেখিবার অভিপ্রায়েই পদার্পণ করিয়াছেন।

নগেন্দ্রনাথ এই নাট্যশালার একজন প্রধান পৃষ্ঠপোষক,—সুতরাং তিনি বিশেষ ভাবেই আমন্ত্রিত হইয়া সর্ব্বাগ্রে নাট্যশালায় উপস্থিত হইয়াছেন।

ঐক্যতান-বাদন আরম্ভ হইল। তাহার পর আবরণ-পট উত্তোলন হইলেই প্রথম দৃশ্য,—বিনিসোর রাজপথ। কাশিও এবং রোডরিগোর ভূমিকা দুইজন দক্ষ অভিনেতা কর্ত্তৃক অভিনীত হইল। তাহার পর দ্বিতীয় দৃশ্য,—বিশ্বাসঘাতক আয়াগো, তৎপরে ওথেলো। লিষ্টার নামক জনৈক ইংরাজ যুবক ওথেলোর ভূমিকায় অবতীর্ণ হইয়াছেন। অতি চমৎকার সজ্জায় ওথেলো সুসজ্জিত,—ঠিক হাবসীর পোষাকে অমন সুন্দর প্রিয়দর্শন ইংরাজ-যুবককে ঠিক যেন হাবসী বলিয়াই বোধ হইতেছিল।

তাহার পর যখন নাটকের নায়িকা—ওথেলোর প্রেমভিখারিণী দেসদিমনা ওথেলোর সহিত গোপন-সাক্ষাৎ-প্রত্যাশায় সর্ব্বজন মনোমোহিনী রূপচ্ছটা লইয়া সহচরী সঙ্গে রঙ্গমঞ্চে দর্শন দিলেন, তখন নাট্যশালার মধ্যে এক অপূর্ব্ব ভাবের সঞ্চার হইল ;—এককালে সহস্র দর্শকের চক্ষু পলকশূন্য হইল,—দেসদিমনার সৌন্দর্য্য-পারিপাট্যে সকলেই স্তম্ভিত, বিস্মিত ও মুগ্ধ হইলেন!

কুমারী লিলি দেসদিমনার ভূমিকায় কি চমৎকার সাজেই সজ্জিতা হইয়াছেন! তাঁহার দেহে নব যৌবন ; সুগঠিত মস্তকে হেমন্তের

প্রান্তর পরিপূর্ণ নবীন-নধর ধান্য শীর্ষের ন্যায় নয়নাভিরাম নিবিড় পাটল কুন্তলদাম ; আকর্ণ বিশ্রান্ত হরিণী-লাঞ্ছিত নয়নে সরলতা, পবিত্রতা ও নারী-হৃদয়ের কোমলতা ; সুদীর্ঘ ভ্রুযুগল যেন মদনের ফুলধনু এবং ললাটে শুক্লপক্ষের খণ্ডচন্দ্রের স্নিগ্ধ সৌম্য লাবণ্যচ্ছটা !

যখন কুমারী লিলি দেসদিমনার ভূমিকায় রঙ্গমঞ্চে আবির্ভূতা হইলেন, তখন মনে হইল বুঝি সত্য সত্যই সেক্সপীয়রের প্রকৃত দেশ-দিমনা রঙ্গমঞ্চে আসিয়া দর্শন দিলেন।

দেসদিমনা ওথেলোর অনুরাগিণী, তাহার দর্শন-ভিখারিণী,—তজ্জন্য আমোদিনী ; অথচ ওথেলোর প্রতি এই দর্শন-প্রতীক্ষা তাহার পিতার অজ্ঞাত ও অনভিপ্রেত—তজ্জন্য বিষাদিনী। রাহুগ্রস্ত পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় তাহার মুখখানি প্রফুল্লতাহীন, যেন কি গভীর দুঃখের মেঘ তাহার হৃদয়ের আনন্দ-কৌমুদী-রাশিকে সমাচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে ;—দুর্ভাবনার সুতীক্ষ্ণ শেল যেন তাহার কুসুম-কোমল হৃদয় শতধা বিদীর্ণ করিয়া ফেলিয়াছে ; গঞ্জনা-লাঞ্ছনার পেষণে তাহার মনের সুখশান্তি বুঝি চূর্ণ হইতে বসিয়াছে !

এই প্রকার বিষণ্ণভাবে দেশদিমনারূপী কুমারী লিলি যখন সহচরীকে সম্বোধন করিয়া বিনাবিনিন্দিত কণ্ঠে বলিলেন,—

"কি হইবে সখী ?
কে করিবে পরিত্রাণ, কে করিবে দয়া,
সান্ত্বনা যে আকাশ-কুসুম।"

তখন সেই সকরুণ কণ্ঠস্বর ভাবুক দর্শকমণ্ডলীকে মুগ্ধ করিয়া তাঁহাদের মর্ম্মস্পর্শ করিল। সে স্বর কি মধুর ! কি প্রাণস্পর্শী—

তাহার পর রঙ্গভূমে ওথেলো প্রবেশ করিলেন। প্রিয়তমা দেস-দিমনাকে সম্বোধন করিয়া ওথেলো বলিলেন,—

"হায় প্রিয়ে! কি দিব সান্ত্বনা!
করাল বিপদরাশি মূর্ত্তিমান হয়ে
নাচিতেছে চক্ষের সম্মুখে। বিপদের
করবাল ঝুলিতেছে দুলিতেছে
মাথার উপর; কখন হানিবে শিরে
কেমনে, কে জানে?
চারিদিকে শোকের ঝটিকা যেন
স্তব্ধভাবে আছে দাঁড়াইয়া,
কখন বহিবে, কখন নিবাবে আয়ু-দীপ,
না পাই ভাবিয়া!
প্রিয়তমে! প্রাণাধিকে!
কেন তুমি এ অধমে শান্তির পাদপ ভাবি
আশ্রয় লইলে তার জ্বালাময় উত্তপ্ত ছায়ায়,
অশান্তি-আপদ যার ছায়ারূপে ফিরে সাথে সাথে!
কেন তুমি আঁকিলে বিনোদ-ছবি
অভাগার পাষাণ পাষাণময় হৃদয়-মাঝারে,
প্রেমের অক্ষরে প্রিয়ে আশার মসিতে?
কেন প্রিয়ে
প্রেমের সরসী-মাঝে স্থাপিলে
এ বিরহের মরুভূমি নির্জ্জন নিরস?
হৃদয় তোমার প্রিয়ে,
শান্তি প্রীতি প্রেম দয়া করুণার ভূমি,
কেন বা রোপিলে-তথা অশান্তির কণ্টক-তরুরে,
বৈরাগ্য হতাশ যার ফল-মূল, উদ্বেগ মুকুল?
কাজ নাই দিছে ছার দুরাশারে পুষে ভাঙ্গা হৃদয়-পিঞ্জরে;

ভেঙ্গে ফেল খাঁচা, উড়ে যাক প্রাণ-পাখী
নিরাশায় শূন্য মাঝে অবাধে উল্লাসে!"

ওথেলোর এমন আবেগময়ী উক্তি শ্রোতাদের শ্রবণ স্পর্শ করিল; মিষ্টার লিষ্টার যে ভাবে এই অংশটুকু অভিনয় করিলেন, তাহা দর্শকগণের মনোরঞ্জন করিল, কিন্তু পরক্ষণে ওথেলোর উক্তির উত্তরে দেসদিমনা সকাতরে হৃদয়ের আবেগে যখন প্রাণের ভালবাসা বর্ণনা করিলেন, যখন বলিলেন,—

"পোড়া মন মানা নাহি মানে;
সদা চাই ভুলে যেতে যারে,
ফিরে ফিরে ডেকে ডেকে আনে,
যতনে বসায় তারে হৃদয়-মাঝারে!
জগতের সুখ জগতের মায়া,
সে সুখের তুলনায় নশ্বর অসার।
হায় নাথ!
কেন এ আশার বাসা ভঙ্গিব ইচ্ছায়,—
বাস কর যথা তুমি প্রাণের বিহঙ্গ রূপে হৃদয়-পাদপে?
অস্পষ্ট অশ্রুত ভাবে
নয়নের দৃষ্টিমাঝে লুকাইয়া রাখ যত কথা,
তারাই আমার অধৈর্য্যের ধৈর্য্য-সখী,
বিপদে সান্ত্বনা!"

তখন দেসদিমনার এই কয়টি মাত্র সকরুণ কথা ওথেলোর অমন আবেগপূর্ণ উক্তিকে যেন কোথায় ভাসাইয়া দিল!

ফলতঃ সেদিনকার অভিনয়—মোটের উপর যাহাই হউক, আর যিনি যতই কৃতিত্ব প্রদর্শন করুন—একা দেসদিমনার অভিনয় সকল ভূমিকার অভিনেতাকে ছাপাইয়া দর্শকগণের আলোচনার বিষয় করিয়া তুলিল।

বাঙ্গালী দর্শকগণের মধ্যে প্রায় সকলেই দুই একটি দৃশ্য দেখিয়া প্রস্থান করিয়াছিলেন। কেবল নগেন্দ্রনাথ বিশেষ মনোনিবেশ সহকারে শেষ পর্য্যন্ত বসিয়াছিলেন।

যবনিকা পতন হইলে, নগেন্দ্রনাথ অস্ফুটস্বরে বলিলেন,—"ধন্য সেই ভগবান—যিনি এই রমণীরত্নকে অভিনয় করিয়া মানুষকে মুগ্ধ করিবার ক্ষমতা দিয়াছেন!"

পরক্ষণে আর এক ব্যক্তি নগেন্দ্রনাথের পশ্চাৎ হইতে বলিয়া উঠিল,—"ব্যর্থ আমার জীবন,—যদি না আমি ঐ সুন্দরীশ্রেষ্ঠকে অঙ্ক-লক্ষ্মী করিতে পারি!"

যিনি এই কথাগুলি বলিলেন, তাঁহার নাম—যুসো ট্রেলি। ইনি ফরাসীদের একজন গুপ্তচর; কোনও প্রকারে থিয়েটারের একখানি টিকিট সংগ্রহ করিয়া অভিনয় দেখিতে আসিয়াছিলেন। অভিনয়স্থলে কথাচ্ছলে গুপ্ত তথ্যানুসন্ধানই ইহাঁর উদ্দেশ্য ছিল, কিন্তু অভিনয় দর্শনান্তে অভিনেত্রী লিলিকে শিকার করাই এখন তাঁহার প্রধান উদ্দেশ্য হইয়া উঠিল!

(৪)

আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি, তখনও বর্ত্তমান চাঁদপালঘাটের অস্তিত্ব ছিল।* এই ঘাট হইতে একটি খাল সাবেক দুর্গের পার্শ্ব ও বর্ত্তমান বেঙ্গল সেক্রেটরিয়েট আফিসের নিম্ন দিয়া, বেণ্টিঙ্ক ষ্ট্রীট ভেদ করিয়া বরাবর ধাপা পর্য্যন্ত প্রবাহিত ছিল। এই খালের উপর দিয়া নৌকা চলাচল করিত। ইংরেজরা এই খালে অপরাহ্নে সখ করিয়া

---

* চাঁদপাল ঘাট কলিকাতার মধ্যে অতি প্রাচীন। ইহার নির্ম্মাণকাল নির্ণয় করিবার কোনও উপায় নাই। কথিত আছে, পূর্ব্বে এই স্থানে চন্দ্রপাল নামক জনৈক মুদির দোকান ছিল। তাহারই নামানুসারে ইহা চাঁদপালের ঘাট নামে আখ্যাত হইয়াছে।

নৌকা চালাইয়া আনন্দ অনুভব করিতেন। এই খালের উভয় পার্শ্বে বড় বড় ঝাউগাছ শোভা পাইত। খালের পার্শ্ববর্ত্তী একস্থানে—এখন যেখানে 'ক্রীক্ রো' অবস্থিত—তাহারই সান্নিধ্যে একটি সুপ্রশস্ত উদ্যান ছিল। এই উদ্যানটি ইংরেজদের নিকট 'পার্ক' নামে অভিহিত হইত। উদ্যানটির চারিধার বড় বড় ঝাউগাছে পরিবেষ্টিত; মধ্যস্থলে অনেকটা সুপ্রশস্ত ভূমি। তাহার স্থানে স্থানে পুষ্পকুঞ্জ; কুঞ্জগুলি নানাবিধ লতানে ফুলের গাছে ঘেরা, মধ্যে উপবেশন-বেদী। উপবেশনবেদীকে গোলাকারে আবৃত করিয়া বড় বড় ফুলের গাছ চারিধারে শাখা-প্রশাখায় এমন ভাবে জড়িত হইয়া আছে যে, ভিতরের কিছুই দেখা যায় না। ইয়োরোপের 'পার্ক' সমূহের অনুকরণেই এই উদ্যানটি নির্ম্মিত হইয়াছে। প্রায় প্রত্যহ সন্ধ্যার সময় এই উদ্যানে ইংরেজ নর-নারীগণ সমবেত হইয়া গল্প-গুজব করিয়া থাকেন।

কুমারী লিলি কলিকাতায় আসিয়া অবধি প্রত্যহ অপরাহ্নে এই উদ্যানে বায়ুসেবন করিতে আসেন। অপরাহ্নে উদ্যান-ভ্রমণ তাঁহার একটি যেন নিত্য-নৈমিত্তিক কর্ম্ম। লিলির আবাস-ভবন হইতে উদ্যানটি অনেকটা দূরে—বিশেষতঃ লোকালয়শূন্য নির্জ্জন স্থানে অবস্থিত; তজ্জন্য লিলি নিঃসঙ্গ অবস্থায় বড় একটা উদ্যানে আসেন না; লিলির ন্যায় সুন্দরী যুবতীর ভ্রমণের সঙ্গী হইবার জন্য লোকেরও কখনও অভাব হয় না।

যে দিন নূতন নাট্যশালায় 'ওথেলো' অভিনীত হয়, তাহার তিন দিন পরে লিলি উদ্যান-ভ্রমণে আসিয়াছেন। অদ্যকার উদ্যানভ্রমণে লিলির একজনও সঙ্গী জোটে নাই! ম্যানেজার নর্টন, প্রধান অভিনেতা লিষ্টার প্রভৃতি অনেকেরই উদ্যানে মিশিবার কথা,—কিন্তু লিলি যথা সময়ে উদ্যানে গিয়া দেখিলেন, উদ্যানে আজ জন প্রাণীরও অস্তিত্ব নাই। এই নির্জ্জনতার একটু কারণও ছিল। লিলি যখন বাসা হইতে

বাহির হন, তখনই আকাশে অল্প অল্প মেঘের সঞ্চার হইতেছিল, তাহার পর উদ্যানে লিলির আগমন মাত্রই সেই ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন মেঘমালা ঘনীভূত হইয়া উঠিল ; দেখিতে দেখিতে ভীষণ ঝটিকা উত্থিত হইল, সঙ্গে সঙ্গে মুসলধারে বৃষ্টি পড়িতে লাগিল,—অমন স্নিগ্ধ-সৌম্য উদ্যান যেন প্রলয়ের অন্ধকারে ডুবিয়া গেল!

আকাশের এই ভীষণ দুর্যোগে লিলি বিষম বিপদে পতিত হইলেন, এ দুর্যোগ মাথায় করিয়া বাসায় ফিরিবার উপায় নাই, উদ্যানেও মাথা রাখিবার নিরাপদ স্থান নাই।

তখনকার কলিকাতা,—এখনকার মতন চারিধারে গাড়ীর ছড়াছড়ি নাই ;—উদ্যানে গাড়ী ঘোড়া আসিবার উপায় থাকিলেও আনিবার সামর্থ্য সাধারণতঃ কাহারও নাই। কোম্পানীর অনেক বড় বড় কর্মচারী প্রাতে ও সন্ধ্যায় উদ্যান-ভ্রমণে আসেন সত্য, কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে এদেশে গাড়ী ঘোড়া চড়া কখনও ঘটিয়া উঠিয়াছে কিনা সন্দেহ !* যিনি একদিনের জন্য গাড়ীতে চড়িতে পাইতেন, তিনি আপনাকে

* কথিত আছে, তৎকালে কলিকাতা-প্রবাসী ইংরাজেরা-গাড়ী ঘোড়ার বড় একটা ধার ধারিতেন না। ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দে পলাশীর যুদ্ধের পরও ইংরাজদের দুই খানির অধিক গাড়ী ছিল না। এই দুই খানি গাড়ী কেবল মাত্র ক্লাইব ও ওয়াটসন, সাহেব ব্যবহার করিতে পাইতেন। ইহার পূর্ব্বে কলিকাতায় ইংরাজদের একখানিও গাড়ী ছিল না। সে সময় কোম্পানীর প্রধান রাজপুরুষ—কলিকাতাস্থ ইংরাজ কুঠি সমূহের রেসিডেন্টকে পর্য্যন্ত পদব্রজে গমনাগমন করিতে হইত। ১৭২৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রেসিডেন্ট ডিন, সাহেব বিলাতে কোম্পানীর ডাইরেক্টরগণের নিকট গাড়ী ঘোড়া ক্রয় করিবার জন্য কয়েক সহস্র টাকা প্রার্থনা করিয়াছিলেন। তাহার ফলে ডাইরেক্টরগণ তাঁহাকে কঠোর ভাবে তিরস্কার করিয়া বলিয়াছিলেন, 'গাড়ী-ঘোড়া করিবার যদি তোমার ইচ্ছা হয়, তুমি নিজের তহবিল হইতে করিতে পার ; কোম্পানি এজন্য তোমাকে একটি পেনিও দিবেন না'।

ভাগ্যবান বলিয়া মনে করিতেন। কোটীপতি ব্যতিত তখন কেহ গাড়ী ঘোড়া রাখিতে সাহসী হইতেন না।

প্রবল বর্ষণে লিলির মাথার টুপি ও গাত্রবস্ত্র ভিজিতে লাগিল। লিলি অবশেষে নিরুপায় হইয়া একটি পুষ্পকুঞ্জ মধ্যে গিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিলেন; এই খানে তিনি অনেকটা নিরাপদ হইলেন।

পুষ্পকুঞ্জ মধ্যে লিলির আশ্রয় গ্রহণের কয়েক মুহূর্ত্ত পরেই আর এক জন লোক সবেগে সেই কুঞ্জ মধ্যে প্রবেশ করিল।

লিলি আবেগভরে বলিয়া উঠিলেন,—"কে-ও মিষ্টার নর্টন ?"

আগন্তুক বলিল,—"না,—আমি মুসো ট্রেলি।"

অপ্রতিভভাবে লিলি বলিলেন,—"ওঃ! আমার ভুল হইয়াছে; আমি আপনাকে মিষ্টার নর্টন মনে করিয়াছিলাম। আপনি কে মহাশয় ?"

"আমি ? আমি ফরাসী গবর্মেণ্টের এক জন প্রধান দূত। আমার নাম মুসো ট্রেলি।"

লিলি। আপনি যিনিই হউন, আপনাকে ধন্যবাদ মহাশয়! এই দুর্য্যোগের সময় এমন নির্জ্জন স্থানে আপনাকে দেখিয়া আমি সুখী হইয়াছি। আমি বড়ই ভয় পাইয়াছিলাম।

মুসো। আর আপনার ভয়ের কোন কারণ নাই। সুন্দরি! আপনিই কি নিউ-প্লে-হাউসের মিস্ লিলি ?

লিলি। আপনি আমাকে কেমন করিয়া চিনিলেন মহাশয় ?

মুসো। সে রাত্রে যাহারা 'ওথেলো' দেখিয়াছে, আপনার ছবি তাহাদের প্রত্যেকের চক্ষের সম্মুখে দুলিতেছে। আমার পরম সৌভাগ্য তাই রঙ্গমঞ্চের 'দেসদিমনা' আজ আমার সম্মুখে! মিস্ লিলি! আপনার সৌন্দর্য্য যেমন অপরূপ, অভিনয় প্রণালীও তেমনি নিখুঁত—

মুসো ট্রেলির কথায় বাধা দিয়া বিরক্তির স্বরে লিলি বলিলেন,—

"মহাশয়, এখন ও সব কথা থাকুক, দেখিতেছেন আকাশে কি দুর্যোগ!"

মুসো ঈষৎ হাসিয়া বলিল, "আর দুর্যোগ কোথায় সুন্দরী? দুর্যোগ কাটিয়া যাইতেছে, বৃষ্টিও প্রায় ধরিয়া আসিল।"

"তাহা হইলে এই সময় বাসায় ফিরিয়া যাওয়াই ভাল!"—এই কয়টি কথা বলিয়া লিলি পুষ্পকুঞ্জ হইতে বাহির হইবার উপক্রম করিলেন।

এই সময় মুসো ট্রেলি দ্রুতপদে লিলির পার্শ্বে আসিয়া ক্ষিপ্রহস্তে তাহার দুই খানি হাত চাপিয়া ধরিল।

ক্রোধে বিস্ময়ে লিলির সর্ব্ব শরীর কাঁপিয়া উঠিল, শিরায় শিরায় শোণিত স্রোত ছুটিয়া গেল! উত্তেজিত কণ্ঠে তিনি মুসোকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন,—"মহাশয়, এ কি আপনার অদ্ভুত ব্যবহার! আমার হাত ছাড়িয়া দিন।"

মুসো আরও অধিকতর শক্তি সহকারে লিলির করযুগল পীড়ন করিয়া সহাস্য আস্যে বলিল,—"সুন্দরি! রাগিতেছ কেন? এমন সুন্দর সময়, সুন্দর সুযোগ, সুন্দর কুঞ্জ! এ সময় কি না কুঞ্জ শূন্য করিয়া চলিয়া যাইতে চাও! আশ্চর্য্য!"

লিলি ক্রোধভরে চীৎকার করিয়া বলিলেন,—"ছেড়ে দাও, যদি মঙ্গল চাও, ছেড়ে দাও"—

বাধা দিয়া মুসো বলিল,—"কিন্তু তার পূর্ব্বে অন্ততঃ ঘণ্টা-খানেকের জন্য তুমি আমার দেসদিমনা হও!—সে দিন রঙ্গমঞ্চে নকল প্রমোদ-কুঞ্জে ওথেলোর সঙ্গে প্রেমালাপ করিয়াছিলে, আর আজ প্রকৃত কুঞ্জ-কাননে আমি তোমার ওথেলো, তুমিও আমার দেসদিমনা হও!"

লিলি প্রাণপণে সবলে হাত ছাড়াইতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন, পারিলেন না। শেষে ঘৃণায় অপমানে কাঁদ কাঁদ হইয়া বাষ্প-

লেন—"এখনও বলিতেছি আমাকে ছাড়িয়া দাও; আমার হুকুম—আমি তোমাকে আজ্ঞা করিতেছি—ছাড়িয়া দাও।"

অত্যন্ত উত্তেজিতভাবে মুসো এবার বলিল,—"একটিবার সুন্দরি! একটিবার আমার কথা রাখ, একটিবার আমার দেসদিমনা হও, এখনই ছাড়িয়া দিব; আমাকে নিরাশ করিয়া না, বলপ্রকাশে আমার ইচ্ছা নাই; তুমি সুন্দরী—তার উপর প্রেমময়ী,—আমি ফরাসী—সুন্দরী যুবতীর উপর বলপ্রকাশে আমাদের প্রবৃত্তি হয় না; অনুরোধ করি কথা রাখ; ঈশ্বরের দিব্য একবার আমার দেসদিমনা হও, একবার আমায় ভালবাস।"

লিলির বক্ষঃস্থল আতঙ্কে কাঁপিয়া উঠিল, চক্ষে সে সংসার অন্ধকার দেখিল, মুখে শার্দ্ধা প্রকাশ করিয়া তবু সে চীৎকার করিয়া বলিল,—"সয়তান! এখনও বলিতেছি সাবধান—আমায় ছাড়িয়া দে।"

কণ্ঠস্বর আরও উর্দ্ধে চড়াইয়া মুসো বলিয়া উঠিল,—"না—কখনই না; যদি তুমি রাজি না হও, তাহা হইলে অগত্যা বলপ্রকাশে আমি তোমাকে আমার দেসদিমনা করিব।"—এই বলিয়া লম্পট পশু উন্মত্ত আবেগে অভাগিনী লিলিকে বাহুপাশে আবদ্ধ করিল!

সহসা অদূরে দ্রুত অশ্বপদধ্বনি শ্রুত হইল। সে শব্দ লিলির শ্রুতিস্পর্শ করিল। সে তখন প্রাণপণ শক্তিতে চীৎকার করিয়া বলিল,—"ঈশ্বর! রক্ষা করো—সয়তানের হাত হইতে আমাকে রক্ষা করো।"

লিলির আর্ত্তনাদ আকাশে বিলীন হইতে না হইতে জনৈক দীর্ঘকায় সুপুরুষ সেই লতাকুঞ্জের দ্বারপথে আসিয়া দাঁড়াইলেন,—বজ্র গম্ভীর স্বরে মুসোকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন,—"মুসো টেলি! আপনি! আপনার এই আচরণ!"—আগন্তুক নগেন্দ্রনাথ।

নগেন্দ্রনাথকে দেখিয়া মুসো টেলি একটু অপ্রস্তুত হইয়া পড়িল, শশব্যস্তে লিলিকে ছাড়িয়া দিয়া বলিল,—"নগেন্দ্র বাবু! আপনি এখানে কেন? আমাদের প্রণয়-ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিয়া আপনি

ভাল কাজ করেন নাই ; আপনি অনুগ্রহপূর্ব্বক এ স্থান ত্যাগ করিলে আমি সুখী হইব।"

নগেন্দ্রনাথ বলিলেন,—"মুসো ট্রেলি ! আমি আপনাকে সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি বলিয়া জানিতাম, এখন দেখিতেছি আপনি শূকরেরও অধম ! আপনার মত নির্লজ্জ ব্যক্তি আমি আর দ্বিতীয়টি দেখি নাই। এই সম্ভ্রান্ত মহিলার প্রতি আপনি কি না পশুর মত অত্যাচার করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন ! ধিক আপনাকে !"

মুসো ট্রেলি গর্জ্জন করিয়া বলিল,—"নগেন্দ্র বাবু ! আপনি ভদ্রতার সীমা অতিক্রম করিতেছেন ; কিন্তু আপনার জানা উচিত, প্রত্যেক মানুষের সহ্যের একটা সীমা আছে।"

দৃঢ়স্বরে নগেন্দ্রনাথ বলিলেন,—"নিশ্চয়ই ;—আপনার পশুবৎ আচরণে আমি সহ্যের সীমা অতিক্রম করিতে বাধ্য হইয়াছি। মুসো ট্রেলি ! আমি আপনাকে আদেশ করিতেছি, এই মুহূর্ত্তে আপনি এ স্থান পরিত্যাগ করুন, নতুবা আমি আপনাকে কুকুরের মত হত্যা করিতে কুণ্ঠিত হইব না"—নগেন্দ্রনাথ পকেট হইতে একটি পিস্তল বাহির করিয়া মুসো ট্রেলির উপর লক্ষ্য করিয়া ধরিলেন।

মুসো ট্রেলি বলিল,—"নগেন্দ্র বাবু ! উত্তম ;—আমি চলিলাম। কিন্তু স্মরণ রাখিবেন, আমি ফরাসী ; আপনার পিস্তল দেখিয়া আমি পলাইতেছি না ; নানাকারণে আপনার সহিত আমার এখন বিবাদ করিবার ইচ্ছা নাই। আমি চলিলাম ; কিন্তু যাইবার সময় আমি বলিয়া যাইতেছি,—এই ইংরাজ-নন্দিনীকে, যেমন করিয়া পারি, আমি এক দিন আয়ত্তাধীন করিবই।"

নগেন্দ্রনাথ বলিলেন,—"মুসো ট্রেলি ! বন্ধুভাবে আমি আপনাকে সতর্ক করিয়া দিতেছি—কল্য প্রাতে এ অঞ্চলে আপনার যেন কোন

অস্তিত্ব না থাকে। স্মরণ রাখিবেন—মিস্ লিলির এই অপমান ইংরেজরা নিরবে সহ্য করিবেন না।"

কোনও কথা না কহিয়া মুলো ট্রেলি চলিয়া গেল।

লিলি এতক্ষণ লতাকুঞ্জের এক পার্শ্বে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। মুলো চলিয়া গেলে,লিলি নগেন্দ্রনাথের নিকট সরিয়া আসিয়া বলিলেন,—"নগেন্দ্রবাবু, কি বলিয়া আপনার নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিব, তাহা আমি স্থির করিতে পারিতেছি না।"

নগেন্দ্রনাথ বলিলেন,—"মিস্, আমার নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিবার আপনার কোন আবশ্যক দেখিতেছি না। আমি ঘোড়ায় চড়িয়া এই বাগানের উপর দিয়া বাড়ী ফিরিতেছিলাম। চীৎকার শুনিয়া ব্যাপার কি জানিবার জন্য এখানে আসিয়াছিলাম। মুলো ট্রেলির আচরণ দেখিয়া আমি স্তম্ভিত হইয়াছি। লোকটা কি পাষণ্ড!"

লিলি—আপনি যথা সময়ে আসিয়া সাহায্য না করিলে আমার মানরক্ষা দুষ্কর হইয়া উঠিত। আপনি আজ আমার মান রাখিয়াছেন।

নগেন্দ্র—ও সব কথা ছাড়িয়া দিন—ভগবান আপনাকে রক্ষা করিয়াছেন, আমি উপলক্ষ মাত্র। যাহাহউক, মিস্ লিলি, আপনার সঙ্গে আমার কয়েকটি কথা আছে; আমি বোধ হয় কাল আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইতাম।"

লিলি—সত্য না কি! আমার কি অত সৌভাগ্য সত্যই হইত!

নগেন্দ্র—মিস্! আপনার সে দিনকার অভিনয় দেখিয়া আমি স্তম্ভিত হইয়াছি। মানুষ যে এমন অভিনয় করিতে পারে, আমার তাহা ধারণাই ছিল না। আপনাদের থিয়েটারের উপর আমার কেমন একটা গভীর শ্রদ্ধা পড়িয়া গিয়াছে। আমার ইচ্ছা হয়—আমি আপনাদের দলে মিশে সামান্য একটু আধটু অভিনয় শিক্ষা করি।

লিলি—নগেন্দ্রবাবু! আপনি কি ঠাট্টা করিতেছেন,—না—ইহা আপনার হৃদয়ের কথা?

নগেন্দ্র—না, মিস! আপনার সহিত আমি ঠাট্টা করি নাই; আমার হৃদয়ের কথাই আমি আপনাকে জানাইলাম—সে দিন মিষ্টার নর্টন আমাকে একখানা ওথেলো দিয়াছিলেন, আমি বই খানি আগাগোড়া পড়িয়াছি, আর সেই সঙ্গে ওথেলোর পার্টটি কণ্ঠস্থ করিয়াছি।

লিলি—নগেন্দ্রবাবু! আপনার কথা শুনিয়া আমি মনে মনে এত আনন্দ অনুভব করিতেছি যে, মুখে তাহা প্রকাশ করিতে পারিতেছি না। সত্য কথা বলিতে কি নগেন্দ্রবাবু, আপনার মত আদর্শ লোক যদি আমাদের থিয়েটারে যোগদান করেন, তাহা হইলে আমাদের থিয়েটারের গৌরব যথেষ্ট বৰ্দ্ধিত হইবে। যদি আপনার কোন আপত্তি না থাকে, তাহা হইলে আমি কথাটা ম্যানেজারকে জানাইতে পারি। তিনি আপনাকে লুফিয়া লইবেন।

নগেন্দ্র—এখন নয়,—আগে আমি আমার পার্টটি আপনাকে শুনাইতে চাই। আমার অভিনয় যদি আপনার মনঃপুত হয়, তাহা হইলে তখন আপনি ম্যানেজারকে আমার অভিপ্রায়ের কথা জানাইবেন।

লিলি—নগেন্দ্রবাবু, এমন সুসংবাদটি ম্যানেজারকে জানাইবার জন্য আমার বড়ই আগ্রহ হইতেছে; আমার ইচ্ছা, আজ রাত্রেই রিহার্সেলে এ কথা আমি ম্যানেজারকে জানাই। আর আমাকে পার্টটি আগে শুনাইবার জন্য যদি আপনার এতই আগ্রহ, তাহা হইলে আপনার কোন আপত্তি না থাকিলে এখনই আমি আপনার সহিত আপনার বৈঠকখানায় যাইতে প্রস্তুত আছি।

নগেন্দ্রনাথ সানন্দে বলিলেন,—"মিস্, আপনাকে ধন্যবাদ! আমার প্রতি ইহা আপনার অসীম অনুগ্রহের নিদর্শন বলিয়াই মনে করিব।"

তখন দুই জনে পুষ্পকুঞ্জ পরিত্যাগ করিলেন।

(৫)

মিস লিলির বিপদ এবং নগেন্দ্রনাথ কর্ত্তৃক তাঁহার রক্ষার কথা যথাসময়ে মিষ্টার নর্টন ও কলিকাতাস্থ ইংরাজগণের কর্ণগোচর হইল। এই ব্যাপারে ফরাসীদের প্রতি ইংরাজগণের বিদ্বেষ যেরূপ প্রবল হইয়া উঠিল, নগেন্দ্রনাথের প্রতি শ্রদ্ধাও তেমনই বর্দ্ধিত হইল।

একদিন সন্ধ্যার পর নাট্যশালায় থিয়েটারের সকল অভিনেতা ও অভিনেত্রীগণ সমবেত হইয়া থিয়েটার সম্বন্ধে নানাবিধ আলোচনা করিতেছেন, এমন সময় মিস লিলি ম্যানেজারকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন,—"মিষ্টার নর্টন, আপনার সঙ্গে আমার কয়েকটি দরকারী কথা আছে।"

মিষ্টার নর্টন বলিলেন,—"এখানে বলিতে আপত্তি আছে কি ?"

লিলি বলিলেন,—"আপত্তি নাই, আমার বক্তব্য থিয়েটার সম্বন্ধে, সুতরাং এখানে তাহা গোপনীয় নয়। বিশেষতঃ আমার কথাগুলি সকলেরই শুনা উচিত, কেননা কথার নিষ্পত্তি বোধ হয় সকলের মতামতের উপর নির্ভর করিবে।"

যাঁহারা দলবদ্ধ হইয়া কার্য্য করেন, তাঁহারা একটা কিছু হুজুক পাইলে, জ্ঞাতব্য বিষয়ের একটা কিছু সামান্ত ইঙ্গিত পাইলেই—তাহা জানিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠেন,—ইহা স্বাভাবিক। থিয়েটারের ম্যানেজার হইতে প্রত্যেক অভিনেতা ও অভিনেত্রী লিলির কথা শুনিবার জন্ত উৎকর্ণ হইয়া রহিলেন।

লিলি বলিলেন,—"আমাদের থিয়েটারে একজন নূতন অভিনেতা যোগদান করিতে ইচ্ছুক।"

কথাটা শুনিয়া ম্যানেজার একটু গম্ভীর হইলেন। আর বড় হইতে আরম্ভ করিয়া নগণ্য অভিনেতা ও অভিনেত্রী পর্য্যন্ত সকলেই নাসিকা সঙ্কুচিত করিলেন! নূতন অভিনেতার কথা উঠিলেই থিয়ে-

টারের ম্যানেজারের গম্ভীর ভাবাভিনয় এবং অভিনেতাদের (যিনি সামান্য একটি দূতের ভূমিকা অভিনয় করিবার সময় ভাবুক দর্শকগণের চক্ষে গর্জ্জনশীল দৈত্য বলিয়া প্রতীয়মান হন—তিনি পর্য্যন্ত) নাসিকা কুঞ্চন থিয়েটারের সনাতন নীতির অন্তর্গত; এ নীতি তখনও চলিত এবং এখনও চলিতেছে; সুতরাং আশ্চর্য্য হইবার কোন কারণ নাই।

ম্যানেজার নর্টন গম্ভীর ভাবে বলিলেন,—"অভিনেতাটি কে?"

লিলি বলিলেন,—"তিনি আপনার অপরিচিত নহেন, বরং বন্ধু; আমি নগেন্দ্র বাবুর কথা বলিতেছি।"

ম্যানেজার স্তম্ভিত;—সমবেত সকল অভিনেতা ও অভিনেত্রী একবারে অবাক! সকলের মুখ হইতে যুগপৎ প্রশ্ন উঠিল,—"বাঙ্গালী থিয়েটার করিবে? আশ্চর্য্য!"

লিলি বলিলেন,—"আশ্চর্য্য নয়; যিনি নগেন্দ্রনাথের সহিত কথা কহিয়াছেন, তাঁহার চমৎকার উচ্চারণ শুনিয়াছেন, তিনি কখনই তাঁহার অভিনয়েচ্ছাকে আশ্চর্য্য বলিয়া মনে করিতে পারেন না।"

ম্যানেজার নর্টন বলিলেন,—"মিস লিলি, আমি জানি নগেন্দ্র বাবু আমাদের ভাষায় খুব পারদর্শী, তাঁহার উচ্চারণ গুলি বড় সুন্দর; কিন্তু তিনি ষ্টেজে দাঁড়াইয়া অভিনয় করিতে পারিবেন কিনা সে বিষয়ে আমার সন্দেহ আছে।"

লিলি বলিলেন,—"আপনি যদি তাঁহার অভিনয় একবার শুনিতেন, তাহা হইলে বোধ হয় আপনার সে সন্দেহ দূর হইত। নগেন্দ্র বাবু প্রথমে যখন আমার নিকট অভিনয় করিবার প্রস্তাব করেন, তখন আমি বিস্মিত হইয়াছিলাম; কেবল কৌতূহলের বশবর্ত্তী হইয়া আমি তাঁহার অভিনয় শুনিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছিলাম কিন্তু তাঁহার অভিনয় শুনিয়া—

বাধা দিয়া ম্যানেজার বলিলেন,—"তুমি তাহা হইলে নগেন্দ্র বাবুর অভিনয় শুনিয়া আসিয়াছ?"

লিলি বলিলেন—"আপনি নগেন্দ্র বাবুকে একখানি 'ওথেলো' পড়িতে দিয়াছিলেন—তাহা বোধ হয় আপনার মনে আছে। নগেন্দ্রবাবু তাহা হইতে ওথেলোর পার্টটি কণ্ঠস্থ করিয়াছেন। গতকল্য আমার সমক্ষে ওথেলোর পার্টটি তিনি এমনই সুন্দরভাবে অভিনয় করিলেন যে, অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত আমাকে মুগ্ধ হইয়া থাকিতে হইয়াছিল।—মিঃ নর্টন, আমার একান্ত ইচ্ছা, আমাদের আগামী অভিনয়ে নগেন্দ্র বাবু ওথেলোর পার্ট লইয়া ষ্টেজে নামেন।"

মিঃ নর্টন একবার সকল অভিনেতা ও অভিনেত্রীর মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। তাহার পর বলিলেন,—"মিস লিলি যাঁহার এতটা প্রশংসা করিতেছেন, তিনি যে একজন যোগ্য ব্যক্তি সে বিষয়ে সন্দেহ নাই; এ সম্বন্ধে আপনাদের অভিমত কি?"

অধিকাংশ অভিনেতা ও প্রায় সকল অভিনেত্রী একবাক্যে বলিয়া উঠিলেন,—"মিস লিলির মতেই আমাদের মত।"

কিন্তু মিষ্টার লিষ্টার—যিনি পূর্ব্বে ওথেলোর ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন—এবং তাঁহার মতানুবর্ত্তী কয়েকজন অভিনেতা বলিলেন,—"একজন বাঙ্গালী আসিয়া আমাদের সহিত মিলিয়া মিশিয়া অভিনয় করে—ইহা আমাদের অসহ্য! নগেন্দ্র বাবু আমাদের থিয়েটারের যেমন পৃষ্ঠপোষক আছেন তেমনই থাকুন, অভিনয় করিয়া তাঁহার দরকার নাই; আর তাঁহাকে লইয়া আমাদের অভিনয় করিতে প্রবৃত্তিও নাই।"

মিষ্টার নর্টন মিস লিলির মুখের দিকে চাহিয়া অর্থপূর্ণ দৃষ্টি বিনিময় করিলেন। লিষ্টারের মনোগত অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া মিস লিলি বলিলেন,—"আপনাদের কথা শুনিয়া আশ্চর্য্য হইলাম। যে

লোক আপনাদের থিয়েটারে এক কথায় ত্রিশ হাজার টাকা চাঁদা দিয়াছে, আপনারা তাঁহাকে লইয়া অভিনয় করিতে অনিচ্ছুক! কিন্তু আমি তাঁহাকে কথা দিয়াছি, ম্যানেজারের মত করাইয়া তাঁহাকে দলে লইব—এমন আশ্বাস দিয়াছি। এখন যদি আপনারা আমার কথা না রাখেন, তাহা হইলে আমিও আপনাদের থিয়েটারের সহিত অতঃপর কোনও সংস্রব রাখিব না।"

মিস লিলি যেরূপ দৃঢ়স্বরে কথাগুলি বলিলেন, তাহা শুনিয়া ম্যানেজার ও দলস্থ অভিনেতৃবর্গকে বিশেষ চিন্তিত হইতে হইল। মিস লিলির জন্যই তাঁহাদের দলের গৌরব, লিলি দলত্যাগ করিলে যে তাঁহাদের বিশেষ ক্ষতি হইবে, তাহা বুঝিতে আর কাহারও বিলম্ব হইল না। তখন ম্যানেজারের অনুরোধে আপত্তিকারী অভিনেতা ও অভিনেত্রীগণকে মিস লিলির প্রস্তাবেই সম্মত হইতে হইল।

(৬)

এদিকে লাঞ্ছিত মুসো ট্রেলি সেই রাত্রেই কলিকাতা ত্যাগ করিয়া মুর্শিদাবাদে রওনা হইল। মুর্শিদাবাদে উপস্থিত হইয়া মুসো সহজেই বুঝিতে পারিল যে, ইংরাজদের উপর নানা কারণে নবাব সিরাজদ্দৌলা অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইয়া উঠিয়াছেন। নবাবের এই প্রকার ইংরেজ-বিদ্বেষ দেখিয়া মুসোর আনন্দের সীমা রহিল না। মুসো এক্ষণে নানা উপায়ে নবাবের বিক্ষুব্ধ বিদ্বেষানলে ইন্ধন-প্রদানে সচেষ্ট হইল।

মুসো ট্রেলি চেষ্টা যত্ন করিয়া নবাব-দরবারের অনেক উচ্চপদস্থ কর্মচারীর সহিত আলাপ-পরিচয় করিয়া লইল; তাহার পর তাহাকে বলিল,—"আমি অনেকদিন কলিকাতায় অবস্থান করিয়াছি, কলিকাতার দুর্গ ও তত্রস্থ ইংরাজদের সম্বন্ধে অনেক সংবাদ আমি অবগত আছি; নবাব যদি আমাকে অনুগ্রহ করিয়া তাঁহার সৈন্যদলে নিযুক্ত

করেন, তাহা হইলে যদি কখনও ইংরাজদের সহিত তাঁহার সংঘর্ষ বাধে, আমার দ্বারা তাঁহার যথেষ্ট উপকার হইবে।"

নবাব সিরাজদ্দৌলার দরবারে তখন কলিকাতাস্থ ইংরেজদের আচরণ সম্বন্ধে নানাপ্রকার আলোচনা চলিতেছিল, কলিকাতা সম্বন্ধে অতি তুচ্ছ সংবাদও তখন দরবারে আলোচ্য বিষয়সমূহের অন্তর্ভুক্ত হইতেছিল। সুতরাং মুসো ট্রেলির এমন সংবাদটি নবাবের অপ্রীতিকর হইবে না মনে করিয়া সেই কর্ম্মচারী দরবারে মুসো ট্রেলির কথা নবাবের গোচর করিলেন।

ফরাসীদের উপর তখন নবাবের অনেকটা বিশ্বাস ছিল। একজন কলিকাতা-প্রবাসী ফরাসী ইংরাজদের সম্বন্ধে নানা কথা তাঁহাকে জানাইতে অভিলাষী, এ কথা শুনিয়া নবাব তাহাকে দরবারে উপস্থিত করিবার জন্য কর্ম্মচারীকে অনুমতি প্রদান করিলেন। নবাবের অনুমতির কথা শুনিয়া মুসোর আর আনন্দের সীমা রহিল না।

ভাগিরথীর বামভাগে নবাবের 'হীরাঝিল' নামে নূতন প্রাসাদ অবস্থিত; এই প্রাসাদে নবাব সিরাজদ্দৌলার দরবার হইয়া থাকে। দরবারগৃহে আসিবার পূর্ব্বে পর পর তিনটি বিস্তৃত আঙ্গিনা অতিক্রম করিতে হয়। প্রত্যেক আঙ্গিনা বহুসংখ্যক অস্ত্রধারী সৈনিক পুরুষ কর্ত্তৃক সুরক্ষিত। এই আঙ্গিনাত্রয়ের পর আর একটি অতুলনীয় সুপ্রশস্ত ফুলের বাগান। বাগানের দুইধারে বৃক্ষশ্রেণী, কৃত্রিম প্রস্রবন ও পয়ঃপ্রণালী। এই বাগানের এক ধারে অতি চমৎকার দালান। এই দালানে নবাব সিরাজদ্দৌলার দরবার হইয়া থাকে।

দরবার গৃহের সম্মুখভাগ খোলা,—ফুলের বাগানের অপর পার্শ্ব দিয়া কুলুকুলনিনাদে স্রোতস্বতী ভাগিরথী প্রবাহিতা হইতেছেন। বহুসংখ্যক স্তম্ভ সংযোগে এই বিশাল দরবার মণ্ডপ সুনির্ম্মিত; প্রত্যেক স্তম্ভ, জরদার মসলিনের দ্বারা আচ্ছাদিত; উপরে সুবর্ণ ও রজত বস্ত্রের

আচ্ছাদনী এবং মূল্যবান মুক্তাখচিত সুদৃশ্য ঝালরে শোভিত। দেওয়ালের গায়ে নানাপ্রকার কারুকার্য্য; গবাক্ষগুলি সুন্দরভাবে শ্রেণীবদ্ধ, তাহাদের পশ্চাতে মসলিনযুক্ত গালিচার পরদা।

নবাব সিরাজদ্দৌল্লা দরবারের মধ্যস্থলে সুবর্ণ-কারুকার্য্য-খচিত তাকিয়ার উপর দেহভর দিয়া বসিয়া রহিয়াছেন। তাঁহার মাথায় একটি ছোট টুপি; তাঁহার পরিধানে জরীর কাজ করা পাজামা এবং গায়ে ফুল কাটা মসলিনের জামা, হাতে হস্তীদন্তের একটি ছড়ি।—এই আড়ম্বরশূন্য সাদাসিধা পোষাক—নবাব সিরাজদ্দৌল্লার দরবার পরিচ্ছদ; এই প্রকার পরিচ্ছদেই তিনি সাধারণতঃ দরবার করিয়া থাকেন।

নবাবের বামপার্শ্বে তাঁহার পরিবারভুক্ত আত্মীয়স্বজন, এবং দক্ষিণপার্শ্বে মহারাজ মোহনলাল, সেনাপতি মীরজাফর, মীরমদন, রাজা দুর্লভরাম প্রভৃতি মহাসম্ভ্রান্ত রাজকর্ম্মচারীগণ বসিয়া আছেন। দরবারের সম্মুখভাগ ফাঁক রাখিয়া বহুসংখ্যক সিপাহী, নানাশ্রেণীর কর্ম্মচারী ও জনমণ্ডলী অর্দ্ধচন্দ্রাকারে অবস্থান করিতেছেন।

এমন সময় মুসো ট্রেলি দোভাষীর সহিত এই বিশাল দরবার মণ্ডপের পাদদেশে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। দোভাষীর অনুকরণে মুসো ট্রেলি দালানের নীচে জুতা খুলিল, তাহার পর ভূমি স্পর্শ করিয়া কপালে হাত দিয়া নবাবকে অভিবাদন করিল।

নবাবের ইঙ্গিতে দোভাষী কর্ত্তৃক মুসো ট্রেলি দরবার স্থলে নীত হইল। যথাযোগ্য শিষ্টাচার প্রদর্শন করিয়া নবাব তাহাকে বসিতে বলিলেন। দোভাষীর সাহায্যে কথাবার্ত্তা চলিতে লাগিল। প্রাথমিক দুই চারিটী কথার পর নবাব তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কলিকাতার ইংরাজদের আচরণ সম্বন্ধে আপনার অভিজ্ঞতা কিরূপ?"

মুসো বলিল,—"ইংরেজরা এখন কলিকাতায় দস্তুরমত জাঁকিয়া ঝুঁকিয়া বসিয়াছে; কেল্লা খুব শক্ত করিয়া লইয়াছে, অনেকগুলি দেশীয়

সিপাহী সংগ্রহ করিয়াছে, এমন কি কলিকাতা, গোবিন্দপুর, সুতানুটীর সম্ভ্রান্ত বাঙ্গালীদের পর্য্যন্ত হাতের মুঠার ভিতর আনিয়াছে।"

নবাব জিজ্ঞাসা করিলেন,—"বাঙ্গালীদের হাত করিল কি উপায়ে?"

মুসো বলিল,—"থিয়েটার দেখাইয়া।"

নবাব একটু বিস্ময়ের সহিত জিজ্ঞাসা করিলেন,—"সে আবার কি?"

মুসো বলিল,—"সে একটা ইয়োরোপের তামাসা। এ দেশের লোক থিয়েটার বুঝে না, কিন্তু যে একবার দেখে—সে একেবারে মজিয়া যায়। এই থিয়েটার দেখাইয়া ইংরেজেরা কলিকাতার বাঙ্গালীদের মজাইয়া ফেলিয়াছে। বিলাত হইতে তাহারা অনেকগুলি সুন্দর সুন্দর যুবতী আনাইয়াছে, তাহারা নৃত্য করে, গান গায়, নানা রকম হাব ভাব দেখাইয়া বক্তৃতা করে।"

নবাব।—কি বক্তৃতা করে?

মুসো।—কেতাবের বুলি মুখস্থ করিয়া বলিয়া যায়। আপনাদের দেশের যাত্রা তর্জ্জারই মত। এক একটা পালা বাঁধিয়া কেতাব প্রস্তুত হয়। কেতাবে যে সকল পুরুষের নাম থাকে, পুরুষরা কেতাবের সেই সকল পুরুষ সাজে; মেয়েরা কেতাবের মেয়ে সাজিয়া—কেতাবের বুলি বলিয়া যায়, নাচে, গান গায়, নানারকম ভাব ভঙ্গী দেখায়।

নবাব। এরই নাম থিয়েটার! বাঙ্গালীরা ইহা দেখিয়া মাতিবেকেন?

মুসো।—ইংরেজরা যে তাহাদেরে মজাইতেছে! ঐ যে বিলাতী যুবতীদের কথা বলিলাম, তাহারা বাঙ্গালীদের সঙ্গে মিলিয়া মিশিয়া—আলাপ পরিচয় করিয়া একেবারে তাহাদের মুঠোর ভিতর আনিয়া ফেলিয়াছে। আর একটী কথা হুজুর!—থিয়েটারে যে কেতাবের কথা বলিলাম, সেই কেতাবে কেবল নবাবের আর মুসলমান ধর্ম্মের নিন্দা করা হইয়াছে। বলিতে ভয় করে—নবাবকে কাফ্রীর সঙ্গে তুলনা করিয়া তাহারা এক কেতাব লিখিয়া এই ভাবে তামাসা

করিতেছে। ইংরেজদের এই থিয়েটারের উদ্দেশ্য হইতেছে,—নাচ-তামাসার সঙ্গে নবাবের কুৎসা প্রচার করা, নবাবের বিরুদ্ধে ইংরেজ ও বাঙ্গালীদর মনে বিদ্বেষ ও ঘৃণা উৎপাদন করা।

মুসোর কথাগুলি শুনিয়া নবাব সিরাজদ্দৌলার মুখমণ্ডলে সন্দেহের একটা ছায়া পতিত হইল। কয়েক মুহূর্ত্ত—মনে মনে কি চিন্তা করিয়া তিনি রাজ-কর্ম্মচারীদের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন,—"এই ফরাসীর নিকট আজ একটা নূতন কথা জানিতে পারা গেল।—ইংরেজরা নাচ-তামসার সঙ্গে স্বার্থ-সিদ্ধি করিয়া লইতেছে, নানারকমে নবাবের বিরুদ্ধে জনসাধারণের বিরাগ উৎপাদনের চেষ্টা করিতেছে। তাহাদের এ ধৃষ্টতাও বড় সামান্য নয়!"

নবাবের বিশ্বস্ত সেনানী ও সুহৃদ বীরচূড়ামণি মোহনলাল বলিলেন,—"ইংরেজদের ধৃষ্টতা সামান্য নয়—এ কথা আমি অস্বীকার করি না; নানা কারণে ইংরেজরা আমাদের বিরাগভাজন হইয়াছে। তবে এই নাচ-তামাসার কথা শুনিয়া নবাবের ক্রোধ প্রকাশ করিবার আমি কোন আবশ্যক দেখিতেছি না। কলিকাতায় বসিয়া নাচ-তামাসার মজলিসে ইংরেজ বণিক যদিই নবাবের কুৎসা কীর্ত্তন করিয়া থাকে, তাহাতে বঙ্গ-বিহার-উড়িষ্যার অতুল প্রতাপশালী নবাবের কণামাত্র ক্ষতিবৃদ্ধির আশঙ্কাও আমি করি না।"

দোভাষী মুসোকে মহারাজ মোহনলালের কথাগুলি বুঝাইয়া দিল। মুসো বলিল,—"হুজুরের কথাগুলি এক পক্ষে সত্য, ইংরেজ বণিকের নিন্দায় মহামান্য নবাব বাহাদুরের বিশেষ কোন ক্ষতিবৃদ্ধি হইত না—যদি ইংরেজরা মুখে মুখে নবাবের নিন্দা করিয়াই নিরস্ত থাকিত। কিন্তু তাহারা যে ভাবে নবাবের কুৎসা প্রচার করিতেছে—তাহা মারাত্মক! হুজুর কখনও থিয়েটার দেখেন নাই, তাই এমন কথা বলিতেছেন। লোকে যখন থিয়েটার দেখিতে বসে, তখন সে সত্-

বাড়ী সমস্ত ভুলিয়া যায়, থিয়েটারে যাহা দেখে তাহাই সত্য বলিয়া মনে করে এবং থিয়েটারে দর্শনীয় ঘটনাই তাহার অন্তরে বদ্ধমূল হইয়া যায়। আমাদের দেশের বিপ্লববাদীরা এই থিয়েটারে রাজদ্রোহদিগ্ধ কেতাব অভিনয় করিয়া কতবার রাজার সিংহাসন টলাইয়া দিয়াছে! থিয়েটারের সাহায্যে আমাদের দেশে অনেক অসম্ভব ব্যাপার সম্ভবে পরিণত হইয়াছে। হুজুরই মনে করুন না কেন, যদি ইংরেজরা হাজার হাজার লোকের সম্মুখে—নাচ-তামসার প্রসঙ্গে আপনাকে উপলক্ষ করিয়া একজন নগণ্য লোককে নবাবের পোষাকে সাজাইয়া নবাব বলিয়া বাহির করে, তাহাকে লম্পট—প্রবঞ্চক—অত্যাচারী রূপে জাহীর করে,—একজন ইংরেজ-যুবতীকে নবাবের মহিষীরূপে সাধারণের সম্মুখে বাহির করিয়া তাহাকে নাচায় ও নানাপ্রকার কুৎসিত অভিনয় করায়,—তাহা হইলে নবাবের সম্বন্ধে সেই সহস্র সহস্র দর্শকের মনে কি ভাবের সঞ্চার হয়? আমি সাহস করিয়া বলিতে পারি, লাল বাজারে ইংরেজদের যে প্লে হাউস প্রস্তত হইয়াছে, তাহা রাজদ্রোহ প্রচারের একটা প্রকাণ্ড আড্ডা।"

নবাব এবার মোহনলালের দিকে চাহিয়া বলিলেন—"মহারাজ, আপনি এ সম্বন্ধে কি বলিতে চান?"

মোহনলাল বলিলেন,—"এ সমস্ত পাশ্চাত্য ব্যাপারের রহস্য বুঝা বড়ই কঠিন! যাহা হউক, আমার মতে এ সম্বন্ধে অগ্রে অনুসন্ধান করা কর্ত্তব্য; যদি এ সকল কথা সত্য হয়—তাহা হইলে ইংরেজদের এই জঘন্য আমোদ-অনুষ্ঠান বন্ধ করিয়া দেওয়াই সঙ্গত।"

নবাব বলিলেন,—"ইংরেজদের অনেক গুলি অন্যায় আচরণ পুঞ্জীভূত হইয়া আমাকে কলিকাতা-আক্রমণে বাধ্য করিতেছে; মুসো ট্রেলির এই সংবাদটিও দেখিতেছি তাহাদেরই অন্তর্গত।"

অতঃপর নবাব মুসো টেলির দিকে ফিরিয়া বলিলেন,—"আপনি এখন আমার নিকট কি প্রার্থনা করেন?"

মুসো বলিল,—"আমি একজন যোদ্ধা ; কলিকাতা সম্বন্ধে আমার যথেষ্ট অভিজ্ঞতা আছে ; আমি নবাবের অধীনে কার্য্য প্রার্থনা করি।"

নবাব বলিলেন,—"উত্তম, আমি আপনার প্রার্থনা গ্রাহ্য করিলাম। যদিই আমাকে কলিকাতা আক্রমণ করিতে হয়, তখন আপনার সহায়তা আমার বিশেষ উপকার করিবে।"

অতঃপর নবাব সিরাজদ্দৌলা খাঁ-বাহাদুর মীরজাফরের উপর মুসো টেলির নিয়োগের ভার দিয়া দরবার ভঙ্গ করিলেন।

(৭)

ওথেলোর ভূমিকায় নগেন্দ্রনাথের অসাধারণ অভিনয়-নৈপুণ্য দেখিয়া কলিকাতাস্থ ইংরেজ নরনারী মাত্রই বিস্ময়ে অভিভূত হইলেন। নগেন্দ্রনাথের সুখ্যাতি সর্ব্বত্র ঘোষিত হইল। কুমারী লিলির আর আনন্দের সীমা নাই,—নগেন্দ্রনাথের প্রতি তাহার শ্রদ্ধা ও ঘনিষ্ঠতা শতগুণ বর্দ্ধিত হইল। ইংরেজ-সমাজে নগেন্দ্রনাথের এই প্রকার সংস্রবে থিয়েটারের প্রায় সকলেই সন্তুষ্ট হইলেন, কিন্তু কেবল একজন এই সংস্রবে—নগেন্দ্রনাথের এই সুযশে সন্তোষ লাভ করিতে পারিলেন না ;—তিনি মিষ্টার লিষ্টার।

মিষ্টার লিষ্টারের এই অসন্তোষের একটু বিশেষ কারণ ছিল। তিনি মিস লিলিকে সহধর্ম্মিণীরূপে লাভ করিবার বাসনাকে হৃদয়ে পোষণ করিতেছিলেন। সরলা লিলি তাঁহার সহিত যেরূপ অসঙ্কোচে মেলা-মিশি করিতেন—সরল ভাবে সুখ দুঃখের কথাবার্ত্তা কহিতেন, তাহাতে লিষ্টারের মনে ধারণা জন্মিয়াছিল যে, মিস লিলি তাঁহাকে ভালবাসিয়া ফেলিয়াছে। এই অন্ধ বিশ্বাসের উপর নির্ভর করিয়া লিষ্টার লিলির

অগোচরে তাহার উপর পত্নীত্বের দাবী সাব্যস্ত করিয়া বসিয়াছিলেন। এমন সময় দুর্ভাগ্যক্রমে সহসা নগেন্দ্রনাথের সহিত লিলির আলাপ-পরিচয় হইল, নানাসূত্রে ক্রমেই তাঁহার সহিত লিলির সংস্রব দৃঢ় হইতে লাগিল; তাহার পর আততায়ীর কবল হইতে লিলি যখন নগেন্দ্রনাথ কর্ত্তৃক উদ্ধার লাভ করিলেন, তখন হইতে নগেন্দ্রনাথের প্রতি লিলির অসাধারণ শ্রদ্ধার সঞ্চার হইল,—নগেন্দ্রনাথের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্য লিলি বুঝি বিন্দু বিন্দু করিয়া হৃদপিণ্ড উৎসর্গ করিতে কুণ্ঠিত নয়! লিলিরই নির্ব্বন্ধাতিশয্যে নগেন্দ্রনাথ থিয়েটারের দলে প্রবেশ লাভ করিতে সমর্থ হইলেন, লিষ্টার যে ভূমিকায় অবতীর্ণ হইতেন, নগেন্দ্রনাথ সেই ভূমিকার অভিনয় করিবার ভার পাইলেন; অভিনয়-নৈপুণ্যে নগেন্দ্রনাথ লিষ্টারকে ছাপাইয়া গেলেন; লিলির আর আনন্দ ধরে না, লিলির মুখে এখন সদাসর্ব্বদাই নগেন্দ্রনাথের কথা,—নগেন্দ্রনাথের বৈঠকখানায় লিলি এখন দিবসের অধিকাংশ কাল অতিবাহিত করেন, লিলি এখন নগেন্দ্রনাথের ছায়ার স্বরূপ!—মিষ্টার লিষ্টার মিস্ লিলির এই সকল ব্যবহার—নগেন্দ্রনাথের প্রতি তাহার এই প্রকার ঘনিষ্ঠতায় অত্যন্ত মর্ম্মাহত হইয়াছেন। লিলি এখন আর তাঁহার সহিত ভাল করিয়া কথা কহে না—কহিবার অবকাশই পায় না; নগেন্দ্রনাথের মনোরঞ্জনে এখন তাহার সারাদিন কাটিয়া যায়!

একদিন রিহার্সেলের পর মিষ্টার লিষ্টার মিস্ লিলিকে ধরিয়া বসিলেন,—একটি নিভৃত কক্ষে তাহাকে লইয়া গিয়া নগেন্দ্রনাথের প্রতি তাঁহার এই প্রকার ঘনিষ্ঠতা সম্বন্ধে অনেক অবান্তর প্রশ্ন তুলিলেন। মিস্ লিলি লিষ্টারের উক্তিগুলি ধীরভাবে শুনিয়া কয়েক মুহূর্ত্ত চুপ করিয়া রহিলেন, তাহার পর অতি শান্ত স্বরে বলিলেন,—"মিষ্টার লিষ্টার, আজ আপনি আমাকে হঠাৎ এ সকল কথা জিজ্ঞাসা

করিলেন কেন ? নগেন্দ্র বাবুর সহিত আমাদের থিয়েটারের সংস্রবে সকলেই আনন্দিত, কিন্তু আপনাকে তজ্জন্য এত ক্ষুব্ধ দেখিতেছি কেন ? নগেন্দ্রবাবুর প্রতি আমার আন্তরিকতা দেখিয়া আপনার মনে এত আক্রোশ কেন—আমি তাহা বুঝিতে পারিতেছি না ; আপনিই বলুন দেখি—গুণীর আদর করা কি মানুষ মাত্রেরই কর্ত্তব্য নয় ?"

লিষ্টার কিছু রুক্ষস্বরে বলিলেন,—"নিশ্চয়, কিন্তু আদরেরও একটা সীমা আছে ; তুমি নগেন্দ্রবাবুর প্রতি যে প্রকার আদর দেখাইতেছ—তাহা বড়ই অদ্ভুত। তুমি ইংরেজ-নন্দিনী, একজন বাঙ্গালীর সহিত তোমার এত ঘনিষ্ঠতা আমি অত্যন্ত অন্যায় বলিয়া বিবেচনা করি।"

লিষ্টারের কথা গুলি শুনিয়া লিলি সন্তুষ্ট হইতে পারিলেন না ; তিনি একটু দৃঢ়স্বরে বলিলেন,—"মিষ্টার লিষ্টার, আপনার জানা উচিৎ, আমার ন্যায়-অন্যায়ের জন্য আমি দায়ী, সেজন্য মাথা ঘামাইবার আপনার কোন অধিকার নাই।"

লিষ্টার বুঝিতে পারিলেন তাঁহার অসংযত কথাগুলি শুনিয়া লিলি প্রীতিলাভ করিতে পারেন নাই। তিনি তখন লিলির মনোরঞ্জনের জন্য কোমলস্বরে বলিলেন,—"প্রিয় লিলি, আমি তো তোমাকে কিছু অন্যায় কথা বলি নাই, আর তোমাকে অসন্তুষ্ট করিবার ইচ্ছাও আমার নাই ; তুমি আমাদের স্নেহের পাত্রী, এদেশে তোমার সুনাম যাহাতে অক্ষুণ্ণ থাকে—তুমি যাহাতে সুখী হও, তাহাই আমার অভিপ্রায় ; আমি আজ তোমাকে তোমার কল্যাণের জন্য কয়েকটি কথা বলিব—"

লিলি বাধা দিয়া বলিলেন,—"থাক্, আপনাকে এখন আর কোন কথা বলিতে হইবে না, আপনি কি বলিবেন—আমি তাহা বুঝিয়াছি। আমি অভিনেত্রী, পরের চরিত্রের অভিনয় আমার ব্যবসায়, সুতরাং আপনার মনের ভাব বুঝিতে আমার বিলম্ব হয় নাই। আমি আপনার মনোগত অভিপ্রায় বুঝিয়াছি। আপনি এখন আমাকে কি

বলিতে চাহেন, তাহা বলিব কি?—আপনি নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্যই আমাকে আজ ডাকিয়াছেন; নগেন্দ্রবাবুর সংস্রব পরিত্যাগ করিয়া আমি আপনার সহিত সংস্রব দৃঢ় করি—শুধু তাই নয়—আমি আপনাকে বিবাহ করি, ইহাই আপনার অভিপ্রায়!—কেমন সত্য নয় কি?"

মিষ্টার লিষ্টার সহাস্য আস্যে বলিলেন,—"লিলি, তুমি সত্য অনুমানই করিয়াছ,—সত্যই আমার এই অভিপ্রায়।"

লিলি গম্ভীরভাবে বলিলেন,—"আপনি এ অভিপ্রায় পরিত্যাগ করুন; জানিয়া রাখুন—আমার সহিত আপনার বিবাহ হইবার কোনও সম্ভাবনা নাই।

ঈষৎ বিদ্রূপের সহিত মিষ্টার লিষ্টার বলিলেন,—"বাঙ্গালী নগেন্দ্রনাথের সহিত তোমার বিবাহের সম্ভাবনা বোধ হয় প্রবল হইয়া উঠিয়াছে?"

লিষ্টারের বিদ্রূপ-বচনে লিলির হৃদয়ে অত্যন্ত ক্রোধের সঞ্চার হইল, উত্তেজিত কণ্ঠে তিনি তখন বলিলেন,—"মিষ্টার লিষ্টার, আপনার নিকট আমি সত্য গোপন করিব না, আপনার অনুমান সত্য; নগেন্দ্রবাবুকেই আমি বিবাহ করিবার সঙ্কল্প করিয়াছি; নগেন্দ্রবাবুই আমার নির্ব্বাচিত স্বামী!"

লিষ্টার স্তম্ভিত! যদি সেই মুহূর্ত্তে সেই স্থানে বজ্রপতন হইত, তাহা হইলেও বোধ হয় তিনি এতদূর বিস্মিত হইতেন না! বিস্ময়বিমুগ্ধনেত্রে—লিষ্টার যখন লিলির দিকে মুখ তুলিয়া চাহিলেন, তখন লিলি সে স্থান পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছেন!

(৮)

১৭৫৬ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাস। কলিকাতায় হুলস্থূল পড়িয়া গিয়াছে; নবাব সিরাজউদ্দৌল্লা ইংরেজ বণিকগণের ধ্বংশ সাধনার্থ কলিকাতা

আক্রমণ করিতে আসিতেছেন—এ সংবাদ চতুর্দ্দিকে রাষ্ট হইয়া পড়িয়াছে। ইংরেজগণ এ সংবাদে বিচলিত হইলেও আত্মরক্ষার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছেন।—কিন্তু এমন সঙ্কট সময়েও ইংরেজদের আমোদ-প্রমোদের বিরাম নাই। ২০ শে জুন নূতন থিয়েটারে আর এক রাত্রের জন্য মহাসমারোহসহকারে 'ওথেলো' নাটকের অভিনয় হইবার কথা পূর্ব্ব হইতেই ঘোষিত হইয়াছিল। সেই ঘোষণাবাণী অক্ষুণ্ণ রহিল, দেখিতে দেখিতে ২০ শে জুন আসিয়া উপস্থিত হইল; থিয়েটারের কর্ত্তৃপক্ষগণ যথারীতি অভিনয়-অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলেন।

রাত্রি ৯টা বাজিয়া গিয়াছে। লালবাজারের নাট্যশালা অসংখ্য আলোকমালায় ভূষিত হইয়া অপূর্ব্ব শ্রীধারণ করিয়াছে। দর্শকাসনে অসংখ্য দর্শকের সমাবেশ হইয়াছে। যথা সময়ে অভিনয় আরম্ভ হইল। ওথেলোর ভূমিকায় আজ নগেন্দ্রনাথ রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হইয়াছেন। ওথেলো ও দেসদিমনার অপূর্ব্ব অভিনয়-কৌশল দর্শনে দর্শকগণ বিমুগ্ধ!

সহসা নাট্যশালায় তুমুল কোলাহল উঠিল, দর্শকগণ সশব্যস্তে আসন ত্যাগ করিয়া উঠিবার উপক্রম করিলেন, নাট্যশালায় যেন কি এক প্রলয় কাণ্ড সংঘটিত হইল। ওথেলো ও দেসদিমনা তখন রঙ্গমঞ্চে দাঁড়াইয়া অভিনয় করিতেছেন; ওথেলো সমরক্ষেত্রে অভিযান করিবার অভিপ্রায়ে সমরসজ্জায় সজ্জিত হইয়া দেসদিমনার নিকট বিদায় লইতে আসিয়াছেন, দেসদিমনা প্রাণপতিকে একা বিদায় না দিয়া সংগ্রাম স্থলে তাঁহার অনুসঙ্গিনী হইবার জন্য সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিতেছেন,—এই সেই দৃশ্য। রঙ্গমঞ্চে অভিনয় করিতে করিতে দর্শকগণের এই প্রকার ব্যস্ত-ভাব দেখিয়া তাঁহারা স্তম্ভিত—ব্যাপার জানিবার জন্য উদ্‌গ্রীব,—এমন সময় ষ্টেজের চতুর্দ্দিকে উচ্চ কণ্ঠে ধ্বনিত হইল,—"সহৃদয় অভিনেতা, অভিনেত্রী ও দর্শকগণ! আমাদের সর্ব্ব-

নাশ উপস্থিত! নবাব সিরাজউদ্দৌলা কলিকাতা আক্রমণ করিয়াছেন; নবাবের এক দল সৈন্য আমাদের নাট্যশালা আক্রমণ করিতে আসিতেছে; আপনারা—যিনি যে অবস্থায় আছেন, সেই অবস্থাতেই দুর্গে গিয়া আশ্রয় গ্রহণ করুন,—নতুবা আত্মরক্ষার অবকাশ পাইবেন না।"—এই বিপদবার্ত্তা-জ্ঞাপনের সঙ্গে সঙ্গে যবনিকাপতন হইল।

সে সময় নাট্যশালার অবস্থা অতি শোচনীয় হইয়া উঠিল; দর্শকগণ আর্ত্তনাদ করিতে করিতে বিভিন্ন দ্বার অভিমুখে ধাবিত হইলেন, কিন্তু দ্বারপথে এককালে শত শত দর্শকের বহির্গমন কখনই সম্ভবপর নহে; সুতরাং দ্বারদেশে, তুমুল ঠেশাঠেশি—ঠেলাঠেলি আরম্ভ হইল; অনেকে অঙ্গে আঘাত পাইলেন, অনেকে পড়িয়া গিয়া হাত পা ভাঙ্গিলেন; সে সময় আত্মরক্ষার্থ ব্যাকুল পলায়নোন্মুখ দর্শকগণের দুর্দ্দশা দেখিলে পাষাণও বিগলিত হইত।

এদিকে ষ্টেজের মধ্যে অভিনেতা ও অভিনেত্রীগণের অবস্থাও সেই প্রকার। প্রধান প্রধান অভিনেতাগণ বিপদবার্ত্তা পাইবা মাত্রই নাট্যশালা ত্যাগ করিয়া দুর্গের দিকে—কুঠির দিকে ধাবিত হইয়াছেন; তাঁহাদের প্রমোদ-স্পৃহা তখন ঘুচিয়া গিয়াছে; কোম্পানীর কর্ম্মচারীগণ তখন কোম্পানীর স্বার্থরক্ষার্থ ব্যাকুল! অন্যান্য অভিনেতা ও অভিনেত্রীগণও স্ব স্ব পথ দেখিতেছেন; অধ্যক্ষ মিষ্টার নর্টন লিষ্টারের উপর সকল অভিনেতা ও অভিনেত্রীকে দুর্গে লইয়া যাইবার ভার দিয়া কোম্পানীর কুঠির দিকে পূর্ব্বেই চলিয়া গিয়াছেন।

এই প্রকার অবস্থায় নাট্যশালার একটি সজ্জা গৃহে মিস্ লিলি নগেন্দ্র নাথকে বলিলেন,—"নগেন্দ্রবাবু, এখন উপায়?"

নগেন্দ্রনাথ বলিলেন,—"উপায় ভগবান! সকলের অদৃষ্টে—যা আছে—আমাদেরও অদৃষ্টে তাহাই ঘটিবে।"

লিলি বলিলেন,—"চলুন আমরা কেল্লায় যাই।"

নগেন্দ্রনাথ বলিলেন,—"আপনি একটু অপেক্ষা করুন, আমি গ্রীণরুম হইতে আমার পিস্তলটা লইয়া আসি।"

নগেন্দ্রনাথ দ্রুতপদে গ্রীণরুমের দিকে চলিয়া গেলেন, পরক্ষণে লিষ্টার সেইখানে উর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া আসিয়া লিলিকে বলিলেন,—"লিলি,—এই যে তুমি এখানে; আমি তোমাকেই খুজিতেছিলাম। তুমি কি বাঁচিতে চাও?"

লিলি বলিলেন,—"বাঁচিতে অনিচ্ছা কার—তাহা তো জানি না!"

লিষ্টার বলিলেন,—"তোমার মরণ-বাঁচন এখন আমার অনুগ্রহের উপর নির্ভর করিতেছে। আমি তোমাকে বাঁচাইতে পারি, কিন্তু একটি সর্ত্তে।"

লিলি।—সর্ত্তটি কি শুনি!"

লিষ্টার।—বিবাহ; তুমি যদি আমাকে বিবাহ করিতে অঙ্গীকার করো, তাহা হইলে আমি সহস্র বিপদের সহিত সংগ্রাম করিয়া তোমাকে বাঁচাইব।

লিলি।—আর যদি আমি ঐ সর্ত্তে সম্মত না হই?

লিষ্টার।—তাহা হইলে আমি নাট্যশালার দরজা বন্ধ করিয়া চলিয়া যাইব। আমি সকলকেই গুপ্তদ্বার দিয়া বাহির করিয়া দিয়াছি; বাকি কেবল তুমি। এখন তোমার সম্মুখে দুই কর্ত্তব্য,—হয় আমাকে বিবাহ করিতে অঙ্গীকার, অথবা এখানে আবদ্ধ থাকিয়া নবাব-সেনার হস্তে শোচনীয় লাঞ্ছনা।

লিলির চক্ষু জ্বলিয়া উঠিল; উত্তেজিত কণ্ঠে লিলি বলিলেন,—"স্বার্থপর সয়তান! তুমি দূর হও, আমি এই খানে আবদ্ধ থাকিয়া নবাব-সেনার হস্তে লাঞ্ছনাই ভোগ করিব।"

লিষ্টার একবার লিলির দিকে তীব্র দৃষ্টিপাত করিয়া বিদ্যুদ্বেগে সে স্থান হইতে চলিয়া গেলেন। ইহার অল্পক্ষণ পরেই নগেন্দ্রনাথ পিস্তল

হতে সেই স্থানে আসিয়া ব্যগ্রভাবে বলিলেন,—"লিলি, আর সময় নাই ; এস আমরা সত্বর পলায়ন করি।"

উভয়ে দ্বারের দিকে অগ্রসর হইলেন। দরজা টানিতে গিয়া নগেন্দ্রনাথ দেখিলেন দ্বার রুদ্ধ! সভয়ে নগেন্দ্রনাথ বলিয়া উঠিলেন,—"একি! দরজা কে বন্ধ করিয়া গেল!"

লিলি বলিলেন,—"লিষ্টার!"

নগেন্দ্র।—সে কি?

লিলি।—লিষ্টার আমাকে নিরাপদে লইয়া যাইবার জন্য আসিয়াছিল।

নগেন্দ্র।—আপনি তাহা হইলে তাহার সঙ্গে গেলেন না কেন?

লিলি।—সে একটি সর্ত্তে আমাকে রক্ষা করিতে চাহিয়াছিল।

নগেন্দ্র।—কি প্রকার সর্ত্ত?

লিলি।—আমি তাহাকে বিবাহ করি,—এই সর্ত্ত!

নগেন্দ্র।—আপনি তাহার সর্ত্তে সম্মত হইলেন না কেন?

লিলি প্রেমপূর্ণলোচনে একবার নগেন্দ্রনাথের মুখের দিকে চাহিলেন, তাহার পর বদন ঈষৎ অবনত করিয়া বলিলেন,—"আমি যে পূর্ব্বেই এই সর্ত্তে আর এক জনের সহিত আবদ্ধ হইয়াছি।"

সন্দিগ্ধনেত্রে লিলির দিকে চাহিয়া নগেন্দ্রনাথ জিজ্ঞাসা করিলেন,—"সে ভাগ্যবান কে—তাহা জানিতে পারি কি?"

লিলি এবার অনুরাগভরে নগেন্দ্রনাথের স্কন্ধদেশে মাথা রাখিয়া তাহার মুখের দিকে দুইটি আকর্ণবিশ্রান্ত নেত্র ন্যস্ত করিয়া বলিলেন,—"কেন প্রিয়তম! তুমি কি তাহা জান না? তুমিই যে লিলির সর্ব্বস্ব!"

লিলির এই প্রণয় সম্ভাষণে—এই প্রগাঢ় অনুরাগদর্শনে লিলির গুণমুগ্ধ নগেন্দ্রনাথ আনন্দে ও বিস্ময়ে অভিভূত হইলেন। লিলির প্রতি নগেন্দ্রনাথের প্রেম এতদিন অন্তঃসলিলা ফল্গুর ন্যায় গভীর, স্থির ও

অচঞ্চল ছিল, আজ লিলির আকিঞ্চনে নগেন্দ্রনাথের হৃদয়ে প্রেমের উৎস প্রবাহিত হইল। প্রেমিক-প্রেমিকার বাক্যচ্ছটা বা শব্দাড়ম্বরশূন্য নির্ব্বাক প্রচ্ছন্ন প্রণয় আজ যেন মূর্ত্তিমান হইয়া প্রকাশ পাইল! প্রেমমুগ্ধ নগেন্দ্রনাথ প্রেমময়ী লিলিকে বাহুপাশে আবদ্ধ করিয়া তাহার কোমল নধর ওষ্ঠে স্বীয় ওষ্ঠাধর মুদ্রিত করিলেন!

পরক্ষণে সহসা সেই নৈশ নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া বজ্রনির্ঘোষে কামান-ধ্বনি শ্রুত হইল!—সঙ্গে সঙ্গে শত শত বন্দুকের উপর্য্যুপরি শব্দে ও অসংখ্য সৈনিকের কণ্ঠনিনাদে চারিদিকে মুখরিত হইয়া উঠিল।—প্রেমিক-প্রেমিকার সুখস্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেল!

নগেন্দ্রনাথ বলিলেন,—"প্রিয়তমে লিলি, নবাবের সৈন্যগণ—কলিকাতা আক্রমণ করিয়াছে,—নাট্যশালার খুব নিকটে ইংরেজ-সৈন্য আসিয়া পড়িয়াছে!"

লিলি বলিলেন,—"এখন আমাদের কি দশা হইবে প্রিয়তম?"

নগেন্দ্রনাথ বলিলেন,—"পলাইবার উপায় নাই; দরজা খোলা থাকিলে আমি তোমাকে লইয়া আমার বাড়ীতে চলিয়া যাইতে পারিতাম, কিন্তু সে পথ বন্ধ—"

সহসা নাট্যশালার উপর কামানের এক গোলা আসিয়া পড়িল; সে আঘাতে সমগ্র নাট্যশালা থর থর কম্পিত হইল। নগেন্দ্রনাথ বুঝিলেন, রক্ষার আর উপায় নাই; নবাব সৈন্য নাট্যশালা আক্রমণ করিয়াছে, হয় তো এখনই নাট্যশালা ধ্বংস করিয়া ফেলিবে।

দেখিতে দেখিতে বহুসংখ্যক সৈন্য নাট্যশালার মধ্যে প্রবেশ করিল, নাট্যশালার আসবাব পত্র—দরজা জানালা প্রভৃতি ভাঙ্গিয়া তছনছ করিতে লাগিল। একদল গোলন্দাজ-সৈন্য নাট্যশালার ছাদের উপর কামান বসাইয়া ইংরাজ-কুঠি-সমূহ লক্ষ্য করিয়া তোপ দাগিতে লাগিল।

যে সৈন্যদল নাট্যশালা আক্রমণ করিতে আসিল, তাহাদের পরিচালক—মুসো ট্রেনি। লিলি কর্তৃক লাঞ্ছনার প্রতিশোধ লইবার অভিপ্রায়ে মুসো একদল সৈন্য লইয়া সর্ব্বাগ্রে নাট্যশালায় আপতিত হইয়াছে। মুসোর বিশ্বাস ছিল, সকল অভিনেতা ও অভিনেত্রী এ পর্য্যন্ত নাট্যশালাতেই অবস্থান করিতেছে। সেই আশায় প্রণোদিত হইয়া পাষণ্ড নাট্যশালা আক্রমণ করিয়াছে। কিন্তু নাট্যশালার অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া মুসো জনপ্রাণীরও সন্ধান পাইল না; অভিনেতা ও অভিনেত্রীগণ যে তাহাদের আসিবার পূর্ব্বেই পলায়ন করিয়াছে, মুসো তাহা সহজেই বুঝিতে পারিল। সে তখন পলাতকদের সন্ধানে চারিদিকে সৈন্য পাঠাইয়া স্বয়ং কয়েক জন ফরাসী সৈন্যসহ কক্ষে কক্ষে অনুসন্ধান করিতে লাগিল।

এদিকে নগেন্দ্রনাথ ও লিলি সেই কক্ষের দরজা ভিতর হইতে রুদ্ধ করিয়াছিলেন। মুসো খুঁজিতে খুঁজিতে সেই কক্ষের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল, ক্ষিপ্রহস্তে শিকল খুলিয়া দরজায় আঘাত করিল;—বুঝিল ভিতর হইতে দরজা রুদ্ধ; আনন্দে তাহার বদনে পৈশাচিক হাস্যরেখা ফুটিয়া উঠিল। দরজা ভাঙ্গিবার জন্য সে সঙ্গী সৈন্যগণকে আদেশ করিল। দরজার উপর অনবরত আঘাত পড়িতে লাগিল, ঝন্ ঝন্ শব্দে দ্বার কাঁপিতে লাগিল, নগেন্দ্রনাথ ও লিলি উভয়ে দেহের সমস্ত শক্তি সহকারে দরজা চাপিয়া রহিলেন।

এইরূপে কয়েক মুহূর্ত্ত অতীত হইল। সহসা দরজার বিপরীতদিকের গবাক্ষ হইতে দুইটি গুলি যুগপৎ ছুটিয়া আসিয়া মিস লিলির কর্ণমূলে বিদ্ধ হইল! আর্ত্তনাদ করিয়া লিলি কক্ষতলে লুণ্ঠিত হইয়া পড়িলেন। দারুণ উদ্বেগে নগেন্দ্রনাথ গবাক্ষ পথে চাহিলেন, দেখিলেন—এক জন সৈনিক বন্দুক লইয়া তাঁহাকে পুনরায় লক্ষ্য করিতেছে; নগেন্দ্রনাথ তাহার মস্তক লক্ষ্য করিয়া পি ল ছুঁড়িলেন, সঙ্গে সঙ্গে আততায়ী

সৈনিক গবাক্ষতলে পতিত হইল। নগেন্দ্রনাথ ছুটিয়া গিয়া আহতা লিলিকে তুলিতে গিয়া দেখিলেন—অভাগিনীর প্রাণপাখী দেহ-পিঞ্জর ভঙ্গ করিয়া চলিয়া গিয়াছে!

পরক্ষণে সৈন্যদের উপর্য্যুপরি পদাঘাতে দ্বারের অর্গল ভাঙ্গিয়া গেল, উল্লাসে চীৎকার করিয়া সসৈন্য মুসো কক্ষ মধ্যে প্রবেশ করিল; কক্ষতলে রক্তাক্ত কলেবরা লিলিকে দেখিয়াই সে চিনিতে পারিল—স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইল।

নগেন্দ্রনাথ মুসোকে দেখিয়া দৃঢ় স্বরে বলিলেন,—"মুসো ট্রেলি, এতক্ষণে বুঝিয়াছি—এ সমস্ত তোমারই উদ্যোগের ফল! তোমার মনো-বাঞ্ছা পূর্ণ হইয়াছে, লিলি সংসার ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছে,—এইবার তুমিও তাহার সঙ্গী হও!"—এই বলিয়া নগেন্দ্রনাথ চক্ষের নিমেষে মুসোকে লক্ষ্য করিয়া পিস্তল ছুঁড়িলেন, কিন্তু তাঁহার নিক্ষিপ্তগুলি লক্ষ্য ভ্রষ্ট হইয়া জনৈক সৈনিককে ধরাশায়ী করিল।

মুসো তখন লাফাইয়া পড়িয়া নগেন্দ্রনাথের হাত হইতে পিস্তল কাড়িয়া লইল; তৎক্ষণাৎ বিশখানি তরবারি নগেন্দ্রনাথের মাথার উপর উত্থিত হইল। মুসো চীৎকার করিয়া বলিল,—"বধ করিও না—বন্দী করো।"

তখন সৈন্যগণ কিছুক্ষণ ধ্বস্তাধ্বস্তি করিয়া নগেন্দ্রনাথকে বন্দী করিয়া ফেলিল।

* * * *

স্বল্পায়াসে চক্ষের নিমেষে নবাব সিরাজউদ্দৌলা কলিকাতা অধি-কার করিলেন। মুসো ট্রেলির প্রেরিত সৈন্যগণ কর্ত্তৃক লিষ্টার প্রমুখ পলায়িত অভিনেতা ও অভিনেত্রীগণ পথিমধ্যেই ধৃত হইলেন,—নিষ্ঠুর সৈন্যগণের নির্ম্মম প্রহারে তাহারা অনেকে হত আহত ও বন্দী

হইলেন। লিষ্টার আত্মরক্ষা করিতে গিয়া জনৈক ফরাসী সৈন্যের গুলিতে নিহত হইলেন!

যুদ্ধের পর নগেন্দ্রনাথ নবাব সমীপে নীত হইলেন। তখনও তিনি ওথেলোর পরিচ্ছদে ছিলেন। নবাবের সম্মুখে তাঁহার সাজ সজ্জা পরিবর্ত্তন করা হইলে, নবাব তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"বাঙ্গালী হইয়া তুমি কেন ইংরাজদের বিদ্রোহমূলক নাচ তামাসায় যোগদান করিয়াছ?"

নগেন্দ্রনাথ বলিলেন,—"জাঁহাপনা! নবাবের প্রজাদের যে নাচ তামাসা করিবার অধিকার ছিল না—এমন কথা আমি কখনও শুনি-নাই।"

নবাব বলিলেন,—"প্রজারা দিবারাত্রি নাচ তামাসা করিয়া কাটাইলে আমার কোনও আপত্তি নাই, কিন্তু এই ইংরেজরা নাচ-তামাসার উপলক্ষ করিয়া বিদ্রোহ প্রচার করিয়াছে! তুমিও এই বিদ্রোহ প্রচারে তাহাদের সহায়তা করিয়াছ।"

নগেন্দ্রনাথ তখন যুক্তি সহকারে থিয়েটার সম্বন্ধে সকল কথা নবাবকে বুঝাইয়া দিলেন; নাট্যশালা প্রতিষ্ঠার কথা, লিলির কথা, লিলির প্রতি মুসো ট্রেলির অত্যাচারের কথা, নাট্যশালায় শোচ-নীয় হত্যাকাণ্ডের কথা এবং ওথেলো নাটকের মর্ম্ম কথা সমস্তই সরল প্রাঞ্জল ফারসী ভাষায় নবাবকে বুঝাইয়া দিলেন।

প্রকৃত ব্যাপার বুঝিতে নবাবের বিলম্ব হইল না। তৎক্ষণাৎ নবাবের আদেশে মুসো ট্রেলি নবাব-সম্মুখে নীত হইল। লিলি ঘটিত ব্যাপার মুসো অস্বীকার করিতে পারিল না।

সকল কথা শুনিয়া নবাব সিরাজদ্দৌলা ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিলেন; তিনি মুসোকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন,—"ইংরেজ কোম্পানীর উপর আমার আক্রোশ ছিল, যাহারা আমার বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরিয়াছিল, তাহা-

দিগকে হত্যা অথবা বন্দী করা আমার আদেশ ছিল ; কিন্তু তুমি নাচ-ঘরে ঢুকিয়া নাচওয়ালীদের হত্যা করিয়া আমাকে প্রজা সাধারণের নিকট কলঙ্কভাজন করিয়াছ, নিরপরাধ ইংরাজদের হত্যা করিয়া আমাকে অপরাধী করিয়াছ, সুতরাং তোমার ন্যায় মিথ্যাবাদী প্রবঞ্চককে গুলি করিয়া হত্যা করা হইবে।—ইহাই আমার আদেশ।"

নবাবের আদেশ পালিত হইল। মুসো জহ্লাদের গুলিতে পঞ্চত্ব লাভ করিল। নগেন্দ্রনাথ অব্যাহতি পাইলেন, বন্দী অভিনেতা ও অভিনেত্রীগণ মুক্তি লাভ করিলেন ; সহৃদয় নবাব তাহাদের যথাযোগ্য ক্ষতিপূরণ করিতেও বিস্মৃত হন নাই।

এই ঘটনার পর নগেন্দ্রনাথের হৃদয় একেবারে ভাঙ্গিয়া গেল, তিনি আর কখনও আনন্দ লাভ করিতে পারেন নাই। পলাশীর যুদ্ধের পরে কলিকাতায় পুনরায় থিয়েটারের প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল বটে, কিন্তু নগেন্দ্রনাথ আর কখনও সেখানে পদার্পণ করেন নাই। থিয়েটারের কথা উঠিলেই নগেন্দ্রনাথের প্রাণ লিলির জন্য কাঁদিয়া উঠিত। লালবাজারের পথে বাহির হইলেই নগেন্দ্রনাথের হৃদয়ে লিলির স্মৃতি জাগিয়া উঠিত। মৃত্যু পর্য্যন্ত নগেন্দ্রনাথ লিলির স্মৃতি বিস্মৃত হন নাই।

কাপ্তেনের মা।

(গল্প)

(শ্রীভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিত।)

ললিতমোহন বসু কলিকাতা সহরের একজন বড় দরের 'কাপ্তেন।' "কাপ্তেন" খেতাব যে-সে পায় না; লোক বুঝিয়া লোকে এই খেতাব দিয়া থাকে। কথাটা বোধ হয় জাহাজের কাপ্তেনের দুই হাতে অকাতরে, অবিচারে, অকাজে অর্থব্যয় হইতেই উঠিয়াছে। দোল, দুর্গোৎসব, ক্রিয়াকলাপ, ঘটা করিয়া পিতা মাতার শ্রাদ্ধ, সপিণ্ডকরণ, কন্যার বিবাহ ইত্যাদি অবশ্য কর্ত্তব্য কার্য্যগুলিতে অর্থব্যয় কর,—বৃহৎ গোষ্ঠী প্রতিপালন কর,—অনাথ, দরিদ্র, বিপন্নকে সাহায্য কর,—কিন্তু সখের "কাপ্তেন বাবু" বলিয়া কেহই তোমাকে ডাকিবে না। সপ্তাহে সপ্তাহে বাগানে ভোজ দাও, বাইজির সঙ্গীত-সমুদ্রে আহোরাত্র নিমজ্জিত থাক, আশে পাশে বন্ধুবান্ধব লইয়া ল্যাণ্ডো-মটোর নিদেন একখানা টম্‌টম্ হাঁকাইয়া বড় রাস্তা ধরিয়া বৈকালবেলা বিড্‌ন্‌ষ্ট্রীট অভিমুখে গমন কর, শতকরা ত্রিশ টাকা হারে সুদ দিয়া, দশহাজার টাকা লিখিয়া ছয় হাজার টাকা কর্জ্জ লও, ভিটেয় রাত্রিবাস একেবারে পরিত্যাগ কর, পৈত্রিক ভদ্রাসন খানি পর্য্যন্ত বন্ধক দাও, তাহা হইলেই তুমি কলিকাতা সহরের একজন আদর্শ কাপ্তেন বাবু। ললিতমোহন আমাদের সেই শ্রেণীরই "কাপ্তেন বাবু"। অবশ্য ইহা বলাই বাহুল্য তিনি একজন বড় ঘরের ছেলে! স্বর্গীয় পিতৃদেব যথেষ্ট অর্থ রাখিয়া গিয়াছিলেন, তাহারই জোরে কাপ্তেনি করিয়া ললিতমোহন যথাসর্ব্বস্ব শেষ তো করিলেনই,—উপরন্তু বিষম ঋণগ্রস্ত হইয়া পড়ি-

লেন। পরে "কাপ্তেন" বাবুদের যাহা পরিণাম হইয়া থাকে, ললিত-মোহন একেবারে সপুত্রপরিবার পথে বসিলেন।

ইহার উপর আরও একটা বিপদ,—ললিতমোহনের দুইটী কন্যা এবং দুইটি পুত্র। বয়স এখনও চল্লিশ পার হয় নাই, তথাপি শরীরের প্রতি অযথা অত্যাচার করা হেতু এই বয়সেই দেহ যেন একেবারে শক্তিশূন্য। ললিতমোহনের শ্বশুর রসিকলাল দত্ত কোন একটী সওদাগরি আফিসের "বড় বাবু"। তিনি সাহেবকে বলিয়া কহিয়া দুর্দ্দশাগ্রস্ত জামাতাকে নিজের অফিসে চল্লিশ টাকা বেতনের একটী চাকুরী করিয়া দিলেন। হায়! কাপ্তেন বাবু ললিতমোহনের আজ কি অবস্থা! কিন্তু চল্লিশ টাকা উপার্জ্জনে বাড়ী ভাড়া দিয়া সংসার চালানো আজ কালের বাজারে একেবারেই অসম্ভব; সুতরাং শ্বশুর মহাশয়কে জামাতার সংসারে প্রতি মাসে অন্ততঃ বিশ পঁচিশ টাকা সাহায্য করিতে হইত। এইরূপে ললিতমোহনের অতি কষ্টে দিন অতিবাহিত হইতে লাগিল।

দেখিতে দেখিতে ললিতমোহনের জ্যেষ্ঠা কন্যা সুরবালা ত্রয়োদশ বর্ষে পদার্পণ করিল। কায়স্থ ঘরের কন্যা,—আর রাখা চলে না; যেমন করিয়া হোক্ বিবাহ দিতেই হইবে। তাহা না হইলে হিন্দু সমাজে জাতকুল রক্ষা করা বিষম দায়! ললিতমোহন দুই তিন বৎসর পূর্ব্ব হইতে কন্যার বিবাহের জন্য চেষ্টা করিতেছিলেন। চেষ্টার তেমন জোর হয় নাই,—কারণ তখনও ললিতমোহন ভাবিতেছিলেন, "মেয়ে তেমন বড় হয় নাই, এখনও ঢের সময় আছে।" কিন্তু সুরবালার যখন ত্রয়োদশ বৎসর উত্তীর্ণ হইবার উপক্রম হইল, তখন ললিতমোহনের সহধর্ম্মিণী রাজলক্ষ্মী স্বামীকে দিবারাত্রি জ্বালাতন করিতে লাগিলেন। কথায় কথায় উঠিতে বসিতে খাইতে শুইতে—রাজলক্ষ্মী ললিতমোহনকে বলিতে আরম্ভ করিলেন, "ওগো—তুমি

এখনও কেমন ক'রে নিশ্চিন্ত হ'য়ে আছ বল দেখি! মেয়ে যে চোদ্দয় প'ড়লো! যেমন ক'রেই হোক্—ধারধোর ক'রে, নিদেন ভিক্ষে ক'রে একটা পাত্র দেখে শুনে সুরিকে পার ক'রে দাও,—আমি যে আর কারুর কাছে লজ্জায় মুখ দেখাতে পারি না!" ললিতমোহন কেবলই বলেন,—"হ্যাঁ—এই যোগাড় ক'চ্ছি!" কিন্তু হায়! সকল যোগাড়ের মূল যে রৌপ্য-চক্র—চক্রী বিধাতার চক্রান্তে, ললিতমোহনের সিন্ধুকে তাহার চিহ্নমাত্রও নাই! নানাস্থান হইতে সম্বন্ধ আসিতে লাগিল; সুন্দরী মেয়ে দেখিয়া অনেকে নিজপুত্রের সহিত সুরবালার বিবাহ দিতে স্বীকৃত হইলেন বটে,—কিন্তু "বরের মা" তো আর ক'নের রূপ নিয়ে ধুয়ে খাবেন না! মেয়ে যতই সুন্দরী হোক্, ঘর যতই ভাল হোক্, তাঁহারা কেবল বলেন—"দু হাজার দাও, পাঁচ হাজার দাও, দশহাজার দাও!" সুতরাং বড় ঘরে কিম্বা পাশ-করা ছেলের সঙ্গে সুরবালার বিবাহের আশা ললিতমোহন একেবারেই পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন। দুই একজন দোজব'রে তেজ ব'রের সঙ্গে সম্বন্ধ হইয়াছিল; তাঁহারা মেয়ের বাপের নিকট হইতে কিছুই চান না বটে;—কিন্তু ললিতমোহন বা রাজলক্ষ্মী কিছুতেই প্রাণ ধরিয়া সোণার পুতলি আদরের মেয়ে সুরবালাকে "বুড়ো বরের" হাতে সমর্পণ করিতে স্বীকৃত হইলেন না। বিশেষতঃ ললিতমোহন দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করিয়া বসিলেন,—"জাত যায়—সেও ভাল,—তবু মেয়েকে অযোগ্য পাত্রে সমর্পণ করিব না!" কিন্তু উপায় কি? বিবাহ তো দিতেই হইবে! রাজলক্ষ্মী অন্য কোন উপায় না দেখিয়া বাপের কাছে গিয়া পড়িলেন। পিতা রসিকলাল বাবু কন্যা রাজলক্ষ্মীর বিপদে অত্যন্ত অস্থির হইলেন বটে, কিন্তু তিনি সামান্য চাকুরে মানুষ, তিনি তো আর দৌহিত্রীর বিবাহের সমস্ত ব্যয়ভার নিজে বহন করিতে পারেন না! দুশো-আড়াইশো টাকা তিনি উপার্জ্জন করিলেও সহরে নিজের

বৃহৎ গোষ্ঠীপ্রতিপালন করিতেই প্রতি মাসে তাঁহার বিশ পঞ্চাশ টাকা ধার হইয়া থাকে! তাহার উপর তিন চারিটী কন্যার বিবাহ দিয়া তিনি নিজেই ঋণগ্রস্ত! যাহা হৌক্—এমন অবস্থাতেও তিনি পাঁচশত টাকা দিয়া কন্যাকে সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন এবং বলিলেন, "ইহাতেই যেমন করিয়া হয় কন্যার বিবাহ দাও, ইহার উপর আমি আর একটী পয়সাও দিতে পারিব না। এই পাঁচশত টাকাই আমাকে কর্জ্জ করিয়া সংগ্রহ করিতে হইবে।" কপর্দ্দকবিহীন ললিতমোহন পাঁচশত টাকা পাইয়া হতাশের অন্ধকারে কতকটা ক্ষীণ আশার আলো দেখিতে পাইলেন বটে,—কিন্তু আজ কালের বাজারে মনের মতন পাত্র ৫০০৲ টাকায় কেমন করিয়া জুটিবে? তথাপি নানাস্থান হইতে সম্বন্ধ আসিতে লাগিল! অনেক দেখাশুনার পর শ্যামবাজারনিবাসী উকীল শ্রীরামহরি মিত্রের মধ্যম পুত্র শ্রীমান রমেন্দ্রনাথের সহিত সুরবালার বিবাহ স্থির হইল। রামহরিবাবু সুন্দরীকন্যা দেখিয়া অত্যন্ত খুসী হইলেন এবং তাঁহার পুত্র রমেন্দ্রনাথ দুইটী পাশ করিলেও তিনি "ক'নের বাপের" নিকট বেশী কিছু চাহিলেন না; বলিলেন,—"নগদ আমি এক পয়সাও লইব না, তবে মেয়েটীকে গা সাজাইয়া গহনা দিতে হইবে!" সত্য কথা বলিতে হইলে, আজ কালের বাজারে রামহরিবাবুর ন্যায় মহৎলোক দেখা যায় না! তাঁহার শরীরে যে যথেষ্ট দয়ামায়া আছে, ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে! কারণ, নিজে তিনি সহরের একজন ধনবান গণ্যমান্য ব্যক্তি; মাসে অন্ততঃ দুই হাজার টাকা উপার্জ্জন করিয়া থাকেন; কলিকাতা সহরে বৃহৎ অট্টালিকা,—দমদমায় বিশ বিঘা জমীর উপর বাগানবাড়ী; তাহার উপর সোণার চাঁদ ছেলে রমেন, ইন্টারমিডিয়েট্ পাশ করিয়া মেডিকেল কলেজে দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে অধ্যয়ন করিতেছেন। রমেনের বয়স একবিংশ বৎসর।

দেখিতে দিব্য সুপুরুষ। এমন অবস্থায় রামহরিবাবু যে দশ হাজার টাকা চাহেন নাই, বাস্তবিক ইহা তাঁহার যথেষ্ট মহত্বের পরিচয়! ললিতমোহন ভাবিলেন, "এমন পাত্রে যদি সুরবালাকে দান করিতে পারি, ইহাপেক্ষা আমার মতন ব্যক্তির আর কি সৌভাগ্য হইতে পারে? এত কমে এমন মনের মতন পাত্র ত্রিভুবন অন্বেষণ করিলেও পাওয়া যাইবে না।" রাজলক্ষ্মী স্বামীকে বলিলেন, "ওগো—তোমার ছুটী পায়ে পড়ি, যেমন ক'রেই হোক্ ঐখানেই মেয়ের বিয়ে দাও!" ললিতমোহন অগ্রপশ্চাৎ কিছুমাত্র না ভাবিয়া একেবারে রামহরি বাবুকে বলিয়া বসিলেন, "আপনি যেরূপ আদেশ করিতেছেন, সেইরূপই করিব! মেয়েকে গা সাজাইয়া গহনা দিব!" রামহরি বাবু আশীর্ব্বাদের দিনস্থির করিয়া পাঠাইলেন।

ললিতমোহন স্যাক্‌রা ডাকিয়া গা-সাজানো গহনার হিসাব করিয়া দেখিলেন, অন্ততঃ দেড় হাজার টাকার কমে কিছুতেই আর মানানো হয় না! কিন্তু হাতে তো মজুৎ মোট পাঁচশত টাকা! তিনি তৎক্ষণাৎ সেগুলি সমস্তই স্যাক্‌রাকে ধরিয়া দিয়া বলিলেন, "তুমি আপাততঃ ইহাতেই কাজ আরম্ভ কর, পরে আরও টাকা দিতেছি! পাঠকগণকে বোধ হয় বলিতে হইবে না যে ললিতমোহন যখন "কাপ্তেন বাবু" হইয়া দুইহাতে মুদ্রামধু ছড়াইতেছিলেন, তখন বড় ছোট মাঝারি সকল রকমের অলিকুল তাঁহার কুঞ্জে আসিয়া প্রতিদিন গুন্ গুন্ করিত! দেশের বড়লোক এমন কেহই নাই, যাঁহার সহিত তখন ললিতমোহনের না বন্ধুত্ব ছিল! কিন্তু যখন মধু ফুরাইয়া পাপড়ী শুকাইয়া ঝরিয়া পড়িল, তখন কেহ আর ভুলিয়াও ললিতমোহনের তল্লাস করিলেন না! এখন অনেকে তাঁহাকে চিনিতেই পারেন না! যাক্, এ সমস্ত অতি পুরাতন কথা, একথা নূতন করিয়া বলা বিড়ম্বনা! ললিতমোহন অনেকের নিকট টাকা কর্জ্জ করিতে গিয়াছিলেন; এমন

কি, কন্যাদায়ে সাহায্যও চাহিয়াছিলেন; কিন্তু হে বুদ্ধিমান সংসারী পাঠকবৃন্দ! ফলে কি হইয়াছিল, কোন্ বন্ধু কি বলিয়া ললিত-মোহনকে মৌখিক আপ্যায়িত করিয়া বিদায় করিয়াছিলেন, তাহা আপনারাই কল্পনা করিয়া লউন, আমি আর সে বর্ণনাবাহুল্য করিব না!

কমলাচরণ সরকার নামক ললিতমোহনের একজন বাল্যবন্ধু ছিলেন। পাঠশালায় দুইজনে বরাবর এক শ্রেণীতে পড়িয়াছিলেন; দুইজনই সমানভাবে একই চালে চলিয়া একই সময়ে (অর্থাৎ অসময়ে) লেখা পড়া ত্যাগ করিয়া পিতার সম্পত্তির অধিকারী হইয়া "কাপ্তেন বাবু" খেতাব লইয়া সংসারসমুদ্রে স্ফূর্ত্তির জাহাজ ভাসাইয়া-ছিলেন। ললিতমোহনের সুখের দশায় মাঝে মাঝে কমলাচরণের সহিত দেখা সাক্ষাৎ হইত। কিন্তু আজ প্রায় সাত আট বৎসর যাবৎ কেহ কাহারও কোনও খোঁজ খবর রাখেন নাই! তাহারও একটু কারণ ছিল। কমলাচরণ দিনকতক মনের সাধে খুব "কাপ্তেনি" করিয়া, কি জানি কাহার পরামর্শে কলিকাতা সহরে একটী পাব্লিক থিয়েটার খুলিয়া বসিলেন। প্রথম দুই তিন বৎসর বিস্তর লোকসান দিয়া, বিষম ঋণজালে জড়িত হইয়া অনেক প্রকারে দায়গ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। এই চারি পাঁচ বৎসর ধরিয়া কমলাচরণের থিয়েটারে যথেষ্ট উপার্জ্জন হইতেছে, দেশে বিদেশে তাঁহার খুব নাম ডাক হইয়াছে। কমলাচরণ নিজে একজন উৎকৃষ্ট অভিনেতা এবং থিয়ে-টার চালাইয়া কি ভাবে অর্থ উপার্জ্জন করিতে হয়, সেরূপ কল কৌশল খুব ভাল রকম শিখিয়াছিলেন। যাহা হৌক্ কমলাচরণের অদৃষ্ট খুবই ভাল; কারণ "কাপ্তেনী" চাল সমানভাবে বজায় রাখিয়া কমলাচরণ আশাতীত অর্থ উপার্জ্জন করিতেছেন। থিয়েটারের অভিনেতা বলিয়া তাঁহার অগোচরে লোকে হয়তো

উঁহার অনেক নিন্দাবাদ করিয়া থাকে, কিন্তু দু-একখানা ফ্রি-পাশের লোভে সম্মুখে আসিয়া অনেক ভদ্রলোক উঁহার স্তুতি-বাদও করে। তবে, সমস্ত দিবারাত্রি থিয়েটারে সংশ্লিষ্ট থাকিয়া, সমাজে বা সংসারে কমলাচরণের গতিবিধি বা সম্বন্ধ অতি অল্পই ছিল। ললিতমোহনও দুর্দ্দশাগ্রস্ত নিঃস্ব হইয়া বন্ধুবান্ধবগণের সহিত সমস্ত সংশ্রব পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। সুতরাং কমলাচরণ ও ললিতমোহ-নের বহুকালাবধি দেখা সাক্ষাৎ হয় নাই।

এই সময়ে দৈবাৎ একদিন ট্রামে ললিতমোহনের সহিত কমলা-চরণের সাক্ষাৎ হইল। চিন্তাভারক্লিষ্ট বিশুষ্কবদন ললিতমোহন সমস্ত দিবস কঠোর পরিশ্রমের পর অফিস হইতে গৃহে প্রত্যাগমন করিতে-ছিলেন। কমলাচরণকে দেখিয়া তিনি বলিলেন, "কি হে কমল বাবু! চিন্‌তে পার?" কমলাচরণ ললিতমোহনের এককালের সেই সুন্দর-কান্তি এক্ষণে এরূপ বিকৃত দেখিয়া অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া বলিয়া উঠি-লেন, "আরে কেও? ললিতমোহন যে? তোমার এমন চেহারা কদ্দিন হ'য়েছে? অসুখ বিসুখ ক'রেছে না কি? এতকাল কোথায় ছিলে? তোমাকে দেখ্‌তেই পাই না! আর কোন খবরও নাও না, খবরও দাও না! থিয়েটার করি, উচ্ছন্ন যাই, ব'খেই যাই, ছেলেবেলাকার বন্ধু তো বটে!" ইত্যাদি ইত্যাদি নানাপ্রকার মিষ্টসম্ভাষণে ললিতমোহনের চিন্তাদগ্ধ হৃদয়ে কতকটা শান্তিবারি বর্ষণ করিলেন। ললিতমোহন বলিলেন,"আমার কথা আর ক'য়োনা দাদা! আমি না থাকারই সামিল! কোন রকমে বেঁচে আছি মাত্র! আজ তোমার দেখা পেলাম, ভালই হ'ল! একটা বিশেষ দরকার আছে—কোথায় একবার নিরিবিলী তোমার সঙ্গে দুটো কথা কইতে পাই বল দেখি? আমার ভাই বড়ই বিপদ!" কমলাচরণ বলিলেন, "কোথায় কখন নিরিবিলী আমার সঙ্গে দেখা হবে, এ কথা তোমাকে এখন বলা বড়ই দুষ্কর! তা এতকাল পরে

আজ যখন দেখা সাক্ষাৎ হয়েছে, চল না হয় তোমার বাড়ীতেই যাই ; সেইখানেই দু-দণ্ড ব'সে তোমার বিপদের কথাটা শুনেই আসি। আমি আর তোমাকে বিপদে কি উদ্ধার ক'র্ব্ব বল, তবে দেখি যদি সাধ্য হয় তা হ'লে একটু চেষ্টাও তো ক'র্ত্তে পারি!" ললিতমোহন সংসারে নানারকম চরিত্রের লোক দেখিয়াছেন, অনেকের মুখে অনেক রকমের আত্মীয়তার কথা শুনিয়াছেন ; সুতরাং কথাবার্ত্তা শুনিয়া, চালচলন দেখিয়া তিনি লোকজনকে বড় শীঘ্রই চিনিতে পারিতেন! কমলাচরণের কথা শুনিয়া এবং ভাব দেখিয়া বুঝিতে পারিলেন, "কমল যাহাই হৌক, সাদা সিধে লোক বটে!" যাহা হউক, ট্রামে বসিয়া আর অধিক কথা-বার্ত্তা না কহিয়া কমলাচরণকে লইয়া ললিতমোহন গোয়াবাগানে আপন বাসাবাটীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কমলাচরণ সেই ক্ষুদ্র বাটী দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "এটা কি কিনেছ, না ভাড়া দিয়ে বাস কর?" একটু মৃদু হাসিয়া ললিতমোহন বলিলেন, "মাসে মাসে ১৪৲ টাকা ভাড়াই যোগাইতে পারি না, তা আবার বাটী কিনিব?"

বাহিরের ঘরে দুই বন্ধুতে বসিয়া নানাপ্রকার সুখদুঃখের কথা কহিতে লাগিলেন। ললিতমোহন কমলাচরণকে কন্যার বিবাহের সমস্ত কথা অকপটে জানাইয়া বলিলেন, "জগদীশ্বরের ইচ্ছায় তুমি তো এখন দু দশ টাকা উপায় করিতেছ, তুমি যদি আমাকে এই বিপদে অন্ততঃ পাঁচশত টাকা কর্জ্জ দাও, কিম্বা তোমার পরিচিত কাহারও নিকট কর্জ্জ করাইয়া দিতে পার, তাহা হইলে এ যাত্রা আমার জাত-কুল-মান সমস্ত রক্ষা হয়! নচেৎ আমার অবস্থা তো বুঝিতেই পারিতেছ, হয়ত আমাকে আত্মহত্যা করিতে হইবে!"

বাল্যবন্ধুকে এরূপ দুর্দ্দশাগ্রস্ত দেখিয়া এবং তাঁহার মুখে হৃদয়বিদারক মর্ম্মভেদী দুঃখের কাহিনী শুনিয়া সমাজঘৃণ্য নটব্যবসায়ী কমলা-চরণের চক্ষে যথার্থই জল আসিল। তিনি বন্ধুকে আশ্বাস দিয়া বলি-

লেন, "তুমি এমন বুদ্ধিমান হ'য়ে বিপদে এত অধৈর্য্য হও কেন? আমি কতদিন তোমার চেয়ে লক্ষ লক্ষ গুণ বিপদে পড়েছি,—কতবার কত দায়ে ঠেকেছি,—এমন কি দেনার দায়ে জেলে পর্য্যন্ত যেতে বসেছিলেম; কিন্তু তোমার বাপ মার আশীর্ব্বাদে সকল বিপদ থেকেই উদ্ধার পেয়েছি! কিসে জান? সে কেবল একমাত্র জগদীশ্বরের উপর আত্মসমর্পণ করেছিলাম এই জন্য! মানুষে কেহ কাহারও কিছু করিতে পারে না, আমি জীবনে এই একটা কথা ধ্রুব বিশ্বাস ক'রে বসে আছি। এই অবস্থায় প্রাণ খুলে তুমি যদি ভগবানকে ডাকৃতে পার, তাহ'লে কি তোমার এ বিপদ থাকৃবে? যাহাই হউক,—আমি প্রতিশ্রুত হচ্ছি; আগামী সোমবারে তোমাকে পাঁচশো টাকা দিয়ে যাব!"

ললিতমোহন যেন কথাটা বিশ্বাস করিতে পারিলেন না; অত্যন্ত আগ্রহের সহিত বলিলেন— "সত্যি! সত্যি ব'লৃছ ভাই? তুমি যোগাড় ক'র্ত্তে পার্ব্বে?"

কমলাচরণ বলিলেন, "তুমি কি আমায় অবিশ্বাস ক'চ্ছ? ভাই! আমি সমাজের গণ্য মান্য বরেণ্য লোক নই, অথবা ধনবান জমীদারও নই যে, কোনরূপ সুনামের প্রত্যাশায় চাঁদার খাতায় মস্ত একটা সহি করিয়া যাইব; তা'রপর টাকা দিই আর না দিই,—চারিদিকে দাতাকর্ণ নাম বাজিয়া যাইবে,—ক্রমে গবর্ণমেণ্টের কাণে উঠিলে ভবিষ্যতে "রায় বাহাদুর" খেতাব পাইব! জানতো ভাই—আমাদের মতন লোকের সে সব প্রত্যাশা কিছুই নাই। তবে অনর্থক কেন তোমার এমন দুঃসময়ে একটা অসম্ভব আশা দিয়া তোমার কাছে মিছে বড়াই করিয়া বাহাদুরী লইয়া সরিয়া পড়িব? সত্য মিথ্যা প্রমাণ হইতে বেশী দিন তো লাগিবে না!—বড় জোর চার পাঁচ দিন মাত্র বাকি! একবার না হয় পরীক্ষা করিয়াই দেখ না!"

জলমগ্ন ব্যক্তি অতি তুচ্ছ তৃণখণ্ডকেও প্রাণের দায়ে অবলম্বন

করিতে যায়! সুতরাং কমলাচরণের কথাটা বিশ্বাসযোগ্য না হইলেও ললিতমোহন একটা অতি ক্ষীণ আশালতা ধরিয়া রহিলেন। পত্নী রাজলক্ষ্মীকে এই কথা জানাইলে, তিনি স্বামীকে বলিলেন—"তুমিও যেমন পাগল! ও একটা মাতাল,—থিয়েটারে দিন রাত্রি বেশ্যা নিয়ে প'ড়ে থাকে! ও এসে তোমাকে পাঁচশো টাকা দিয়ে যাবে! পোড়া কপাল! তুমিও কি শেষে খেপ্‌লে নাকি? ও সব বাজে আশা ছেড়ে দিয়ে অন্য চেষ্টা কর! মঙ্গলবারে তো পাকা দেখ্‌তে আস্‌ছে—তা'র কি যোগাড় ক'ল্লে বল দিকি?" পত্নীর মুখে এইরূপ কথা শুনিয়া ললিতমোহন আবার ভীষণ নৈরাশ্য সাগরে ডুবিলেন। কিন্তু আর তো কোনও উপায়ও দেখিতে পাইলেন না! অগত্যা সোমবার পর্য্যন্ত কি হয় দেখিবার জন্য বসিয়া রহিলেন।

দেখিতে দেখিতে সোমবার আসিল। ললিতমোহনের অদৃষ্টে যাহা হউক্—ভালমন্দ আজ একটা কিছু রকম নিষ্পত্তি হইয়া যাইবে! সমস্ত দিবস উৎকণ্ঠায় যাপন করিয়া বৈকালে একটু সকাল সকাল আফিস হইতে বাটী আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কোনও বাবু তাঁহাকে খুঁজিতে আসিয়াছিলেন কি না! শুনিলেন, কেহই আসেন নাই! তখন তাঁহার মানসিক অবস্থা যে কিরূপ—তাহা বোধ হয় কাহাকেও বুঝাইতে হইবে না! ক্রমে সন্ধ্যা হইল,—রাত্রি প্রায় আটটা বাজিল—তবু কাহারও দেখা নাই! ললিতমোহন যথার্থই এইবার হতাশ হইয়া পড়িলেন পত্নীকে বলিলেন, "তুমি যা বলেছ তাই ফলে গেল দেখ্‌ছি! কমল বোধ হয়, আমার কথা একেবারে ভুলে গেছে!" রাজলক্ষ্মী এইবার বড়ই রাগ করিলেন। বলিলেন, "তুমি এখনও সেই হতভাগাটার আশায় বসে আছ? কাল রাত পোহালেই মেয়েকে পাকা দেখ্‌তে আস্‌বে—

এখনও তার কোনও যোগাড়যন্ত্র ক'র্লে না! এই নাও আমার বালা তুগাছা—রাত্রেই বেচে—"

এমন সময় সদর দরজায় কে কড়া নাড়িয়া ডাকিল, "ললিতবাবু বাড়ী আছেন?"

কণ্ঠস্বর শুনিবামাত্রই ললিতমোহন একেবারে জ্ঞানশূন্য উন্মত্তের মতন ছুটিয়া আসিয়া দ্বার খুলিয়া দেখিলেন,—সম্মুখে, কমলাচরণ! দেখিবামাত্র ললিতমোহন একেবারে তাঁহাকে বাহুপাশে বেষ্টন করিয়া বলিলেন,—"এলে ভাই কমল! আঃ বাঁচলুম!" কমলাচরণ একটু মৃদু হাসিয়া বলিলেন,—"ক্ষমা কর ভাই, বিশেষ একটু কাজের জন্য দেরী হয়ে গেছে!" এই বলিয়া উভয়ে ঘরের ভিতর গিয়া বসিলেন। ললিতমোহন কোন কথা জিজ্ঞাসা করিবার পূর্ব্বেই কমলাচরণ বলিলেন,—"এই নাও আটশো টাকা! একটা "সাহায্য রজনী" দিয়েছিলুম, তোমার অদৃষ্টে এর বেশী আর উঠ্‌লো না—কি ক'র্ব্ব ভাই! কিছুদিন আগে হ'লে দু পাঁচজনকে আরও জোর করে দু দশখানা টিকিট বেচ্‌তে পার্ত্তুম,—তাতো আর হ'লো না! এতেই কোনরকমে চালিয়ে নিও ভাই!"

ললিতমোহন আনন্দ ও বিস্ময়ের আধিক্যে কিছুক্ষণ নির্ব্বাক হইয়া রহিলেন। পরে অকস্মাৎ কমলাচরণের গলা ধরিয়া কাঁদিয়া বলিলেন—"কমল! সত্য সত্যই তুমি আমার পিতারও অধিক!"

কমলাচরণের কৃপায় সুরবালার বিবাহকার্য্য কোনরকমে নিষ্পন্ন হইয়া গেল। ললিতমোহন কন্যাকে আন্দাজ বারশত টাকার গহনা দিয়া গা সাজাইয়া শ্বশুরালয়ে বিদায় দিলেন। বিবাহের খরচ ইত্যাদিতে প্রায় পাঁচশত টাকার উপর ব্যয় হইল। হতভাগ্য ললিতমোহনের বাজার দেনা প্রায় চারি শত টাকার অধিক হইল। যাহা হৌক্, ঈশ্বরেচ্ছায় এ যাত্রা কোনমতে তিনি নিজের জাতকুল রক্ষা করিতে পারিলেন।

কিন্তু একটা বিষম সমস্যার কথা এই, দেশে এত দাতাকর্ণ—এত বড় লোক, এত পুণ্যবান ধনবান হৃদয়বান্ মহানুভব ব্যক্তি থাকিতে,—পরকালে পাপপুণ্যের বিচারকর্ত্তা—দণ্ডমুণ্ডের বিধাতা বিশ্বনিয়ন্তা জগদীশ্বর এরূপ একটা মহাপুণ্যের কাজ,—ললিতমোহনের ন্যায় একজন বিপন্ন কায়স্থ ভদ্রসন্তানের জাতিধর্ম্মরক্ষারূপ এরূপ একটা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম্মকর্ম্ম—তাঁহার কি উদ্দেশ্য সাধনের জন্য একজন মূর্খ, ঘৃণ্য, সমাজে নিন্দনীয়, বংশের কুলাঙ্গার, নটের দ্বারায় সংসাধিত করাইলেন! সরল উত্তর এই হইতে পারে যে, কমলাচরণের অদৃষ্টে একটা মহাপুণ্য-কার্য্যসাধন লেখা আছে, তাই তিনি বন্ধুর দুঃখে দুঃখিত হইয়া, যাহা আজকালের বাজারে মহা মহা দাতৃশ্রেষ্ঠও নিঃস্বার্থভাবে করিতে ইতস্ততঃ করেন,—অম্লানবদনে এককথায় তাহাই করিলেন! কিন্তু যিনিই করুন,—এরূপ কার্য্য যে এ সংসারে সর্ব্ববাদীসম্মত শ্রেষ্ঠ পুণ্যধর্ম্ম, তাহার আর সন্দেহ নাই! তবে যদি কেহ ঘৃণাভরে বলিয়া উঠেন, "ও রকম লোকের কাছ থেকে দান নিয়ে মেয়ের বিয়ে দেওয়ার চেয়ে সাত জন্ম মেয়ের বিয়ে না দেওয়াই ভাল"—তাহা হইলে আমাদের কিছু বলিবার নাই বটে,—আমরা নাচার! যাক্—ও সমস্ত বাজে কথায় আমাদের কাজ নাই! সুরবালার বিবাহ তো হইয়া গেল—কিন্তু সুশৃ-ঙ্খলে কি বিশৃঙ্খলে সে বিষয় একটু বিচার্য্য বটে! বড়লোক রামহরি বাবু খুব ধূমধাম করিয়া—বাজনাবাদ্য করিয়া বর লইয়া আসিলেন; কিন্তু বড়লোক বরযাত্রিদিগের তেমন ভাল করিয়া খাতির যত্ন হইল না। প্রথমতঃ—তাঁহাদের বসাইবার উপযুক্ত স্থান ললিতমোহন নিজের ক্ষুদ্র ভাড়াটিয়া বাড়ীতে কোথায় পাইবেন? সুতরাং অনেকেই না খাইয়া চলিয়া গেলেন। এই প্রধান কারণে রামহরি বাবু ললিত-মোহনের উপর একটু বিশেষ রকম চটিলেন। তাহার পর—সম্প্র-দানের সময়—বরাভরণ এবং কন্যার গা সাজানো গহনার শ্রী দেখিয়া

নিত্রজা যেন একেবারে ক্ষেপিয়া উঠিলেন। বিষম ক্রুদ্ধ হইয়া তিনি বৈবাহিককে লক্ষ্য করিয়া বলিতে লাগিলেন, "এ রকম ধাষ্টামো কর্‌বার কি আবশ্যক ছিল? ব'ল্লেই তো হ'ত,—গহনাগাঁটী কিছুই দিতে পার্ব্বনা, লোকজনও খাওয়াতে পার্ব্বনা! আমি রুলি হাতে দিয়ে চুপি চুপি পাল্‌কী ক'রে বৌ নিয়ে যেতুম!" মিত্র মহাশয়ের একজন পারিষদ তৎক্ষণাৎ বলিলেন,—"আমিতো আপনাকে বরাবরই বলেছি যে, আপনার ছেলের জন্য বড়মানুষের ঘরের সুন্দরী মেয়ের অভাব কি? আপনার মতন লোকের উচিৎ কি—এত খরচপত্র ক'রে এখানে ছেলের বিয়ে দিতে এসে পাঁচজনের সাম্‌নে অপদস্থ হওয়া?" কথাবার্ত্তা এই ভাবেই চলিতে লাগিল; কন্যাপক্ষীয়গণ অপরাধীর মতন চুপ করিয়া সে সমস্ত কথা শুনিয়াই গেলেন—কেহ কোন উত্তর করিতে ভরসা করিলেন না। কেবল পাড়ার একজন বখা ছোক্‌রা, রামহরি বাবুকে শুনাইয়া তাহার একজন সমবয়স্ক বন্ধুকে বলিয়া উঠিল,—"লালচাঁদ! রায়া হাড়ী আজকাল পাঁটা খুব চড়া দরে বেচ্‌ছে;—না হে?" লালচাঁদ কি উত্তর করিতে যাইতেছিল,—কন্যাপক্ষীয় জনৈক ভদ্রলোকের চোখ্‌ রাঙ্গানীতে থামিয়া গেল।

এই তো গেল বিবাহ রাত্রের ব্যাপার। পরদিন যখন বরক'নে বিদায় করিবার উদ্যোগ হইতেছিল, কমলাচরণ ঠিক সেই সময় তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এইখানে বলিয়া রাখি, রামহরি বাবুর সহিত কমলাচরণের অনেক দিনের আলাপ। কমলাচরণ যখন তখন রামহরি বাবু এবং তাঁহার পরিবারবর্গকে বিনা পাশে থিয়েটার দেখাইয়া—এবং তাঁহার দ্বারা অনেক মকর্দ্দমা করাইয়া—যথেষ্ট ফি দিয়া,—তাঁহার নিকট খুব খাতির অর্জ্জন করিয়াছিলেন। কমলাচরণও রামহরি বাবুকে বেশ শ্রদ্ধা ভক্তি করিতেন। আজ অকস্মাৎ বৈবাহিক ললিতমোহনের বাটীতে কমলাচরণকে উপস্থিত দেখিয়া

রামহরি বাবু বিস্মিত হইয়া বলিলেন,—"একি? কমল বাবু! তুমি হঠাৎ এখানে যে?"

কমলা। "আজ্ঞে—আমার তো সমস্তক্ষণই এখানে থাকবার কথা! ললিত আর আমি এক মায়ের পেটে না জন্মালেও—আমরা দুজন সহোদরেরও অধিক! কাল রাত্রে অন্য একস্থানে আমাদের থিয়েটারের বায়না ছিল,—তাই বিয়ের সময় থাকতে পারিনি!"

রামহরিবাবু একটু কাষ্ঠহাসি হাসিয়া বলিলেন, "বটে—বটে! বেয়াইয়ের সঙ্গে তোমার এমন ঘনিষ্ঠতা—তা জানিনে! তা বেশ—বেশ!"

কমলাচরণ পূর্ব্বরাত্রের ঘটনা লোকপরম্পরায় কতকটা শুনিয়াছিলেন এবং রামহরি বাবুর মুখের ভাব দেখিয়া কতকটা অনুমানও করিয়া লইলেন,—"বরকর্ত্তা ছেলের বিয়ে দিয়ে বড় খুসী নন্!" তিনি বরক'নে বিদায়ের সময় রামহরি বাবুকে একটু আপ্যায়িত করিয়া বলিলেন,—"মিত্র মশাই! দেশে আপনার মতন দু' দশ জন উদারহৃদয় লোক হ'লে, মেয়ের বিয়ে এত দায় ব'লে গৃহস্থ লোকের মনে হ'তনা! আপনি যেরূপ মহত্ব দেখিয়ে—এক রকম বিনা খর্চে ললিতের মেয়েটীকে ঘরে নিয়ে গেলেন, দেশের লোক সকলেই আপনাকে ধন্য ধন্য ক'র্ব্বে! কি আর ব'লব মশাই, ভগবান আপনার আরও শ্রীবৃদ্ধি করুন!" রামহরি বাবু এ কথার আর কোন উত্তর করিলেন না,—"বৌ-বেটা" লইয়া মুখটী ভার করিয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। পাঠক! ইহার পর শ্বশুরবাড়ী গিয়া শাশুড়ীঠাকুরাণীর অর্থাৎ রামহরি বাবুর সহধর্ম্মিণীর হস্তে অভাগিনী সুরবালার যে দুর্গতি হইয়াছিল,—তাহার বিস্তারিত বিবরণ দিতে আমরা অক্ষম! সংসাররহস্যানভিজ্ঞা বালিকা গা-সাজানো গহনা লইয়া গিয়া যেরূপ নির্য্যাতন ভোগ করিয়াছিল,—বোধ হয় নরকযন্ত্রণা তাহার অপেক্ষা ভীষণ নয়। হতভাগ্য ললিত

মোহন তো কন্যার শ্বশুরালয়ে "জোচ্চোর—ঠগ্—বাটপাড়—দাগা-বাজ" ইত্যাদি নানারূপ খেতাব প্রাপ্ত হইলেন। আর "ক'নের মা" ? তাঁহার নাম তো "সর্ব্বনাশী,—শতেকখোয়ারী—ভাতারপুতের মাথা-খাগী,—ডাইনি—রাক্ষসী! "লাঞ্ছনাগঞ্জনা স্বরবালার অঙ্গের ভূষণ হইল; তাহার উপর আবার হতভাগিনী শ্বশুরালয়ে আধপেটা খাইতে পায়—কোনও দিন বা অনাহারে দিনরাত্রি যাপন করে। "কনের-মা" মেয়েকে দেখিতে লোক পাঠাইলে—বেহাইন ঠাকুরাণীর আদেশে তাহার অন্তঃপুরে প্রবেশ নিষেধ।

ললিতমোহন এবং রাজলক্ষ্মী সমস্ত কথা শুনিলেন—এবং দুজনের চক্ষের জলে দুইজনে অভিষিক্ত হইতে লাগিলেন! এখন জাতিকুল রক্ষা হইয়াছে বটে—কিন্তু কন্যার প্রাণরক্ষা করাও তো পিতামাতার মহা কর্ত্তব্য! অনেক সাধ্যসাধনা—আরাধনার পর রামহরিবাবু স্বর-বালাকে পিত্রালয়ে পাঠাইয়া দিলেন। বেহাইন্ ঠাকুরাণী ঝিকে বলিয়া দিলেন,—"সর্ব্বনাশী ক'নের মাকে বোলো—এমন চুলোমুখী বৌকে আমি আর এ ভিটেতে ঢুকুতে দোবোনা। আমি রমেনের আবার বিয়ে দোবো।"

রামহরি বাবুর পুত্র রমেন—আধুনিক কালেজ ষ্টুডেণ্ট্ হইলেও একটু যেন সেকেলে ধরণের! শান্ত-ধীর-নম্র—আজকালের চস্‌মা-ধারী কড়া-মেজাজী ইয়ং বেঙ্গলের ন্যায় স্ত্রীর কজ (cause) লইয়া—ওল্ড্ ফুল্ পিতামাতার বিরুদ্ধে সিভিল্ ওয়ার করিতে পারিলেন না। ফুলশয্যার রাত্রে তাহার পত্নীর সহিত প্রথম ও শেষ আলাপ হইয়াছিল,—কিন্তু মাতার কঠোর আদেশে বেচারা তাহার পর আর একদিনের জন্যও স্ত্রীর দর্শন পায় নাই। স্বরবালা বুঝিয়াছিল, "অদৃষ্টে বুঝি স্বামিসন্দর্শনসুখলাভ নাই!" এইরূপেই দিন যায়। রামহরি বাবু প্রায় বৎসরাবধি পুত্র-বধূর কোনও তত্ত্ব লন নাই। ললিতমোহনও জোর করিয়া কন্যাকে শ্বশুর

বাটী পাঠাইতে সাহস করিলেন না। নিজে গিয়া বৈবাহিকের কত খোসামোদ করিয়াছেন,—রাজলক্ষ্মীকে দিয়া বেহাইন ঠাকুরাণীকে মিনতি করিয়া কত পত্র লিখিয়াছেন,—কিন্তু কোনও ফল হয় নাই। রাম হরিবাবু বলেন,—"এত তাড়াতাড়ি কেন? বৌমা এখন বাপের বাড়ী থাকুন না! রমেনের এখন লেখাপড়ার সময়,—এসময় "বৌমা" কাছে থাকিলে—পড়াশুনার ব্যাঘাত ঘটিবার বিশেষ সম্ভবনা!" আর বেহাইন ঠাকুরাণী "কনের-মার" পত্র পাইয়া তৎক্ষণাৎ আঁস্তাকুড়ে কুচি-কুচি করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিয়া দেন। ক্রমে লোকপরম্পরায় ললিতমোহন শুনিতে পাইলেন, রামহরি বাবু পুত্রের পুনর্ব্বার বিবাহ দিবার উদ্যোগ করিতেছেন। শুনিয়া রাজলক্ষ্মী আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া দিবারাত্রে কাঁদিতে আরম্ভ করিলেন। আর অভাগিনী সুরবালা! সে হাসেও না—কাঁদেও না—ভাল করিয়া কাহারও সহিত কথাও কহে না—ভাতে নাম মাত্র বসে! সে যেন সূর্য্যকরঝলসিত কোমল কলিকার ন্যায় দিন দিন শুকাইতে লাগিল। হায় বঙ্গসমাজ!

একদিন কমলাচরণ আসিয়া ললিতমোহনকে বলিলেন,—"আজ তোমাদের বাড়ীশুদ্ধ সকলের থিয়েটার দেখিবার নিমন্ত্রণ রহিল;—অতি অবশ্য যাইতে হইবে।" ললিতমোহন প্রথমে অস্বীকার করিলেন—কিন্তু কমলাচরণের সহিত গোপনে কি কথাবার্ত্তা কহিয়া—তৎক্ষণাৎ সম্মত হইলেন এবং পত্নীর সহিত পরামর্শ করিয়া সকলে থিয়েটার দেখিতে যাইবার জন্য উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। রাজলক্ষ্মী কন্যা সুরবালাকে খুব যত্নপূর্ব্বক বেশভূষা পরাইলেন এবং তাড়াতাড়ি আহারাদি করিয়া সন্ধ্যার পর পুত্রকন্যাগণকে লইয়া স্বামীর সহিত থিয়েটার দেখিতে গমন করিলেন। সে দিন ৺গিরিশচন্দ্র ঘোষের "বলিদান" নাটকের অভিনয় হইতেছিল। রাজলক্ষ্মী স্ত্রীলোকদিগের বসিবার স্থানে গিয়া অবগুণ্ঠনবতী কন্যাকে চুপি চুপি জিজ্ঞাসা

করিলেন,—"দ্যাখ্ দিকি সুরি—এর মধ্যে তোর শাশুড়ি কোন্‌খানে বসে আছেন?" শাশুড়ীর নাম শুনিবামাত্র সুরবালার গলদ্‌ঘর্ম্ম উপস্থিত হইল। কিন্তু মাতার পীড়াপীড়িতে বাধ্য হইয়া চারিদিকে চাহিয়া দেখিল,—একধারে তাহার শাশুড়ী, ননদ, জা—প্রভৃতি সকলে বসিয়া তন্ময় হইয়া অভিনয় দেখিতেছেন। রাজলক্ষ্মী অবগুণ্ঠনবর্তী সুরবালাকে লইয়া ধীরে ধীরে তথায় গিয়া—একেবারে ঠিক বেহাইনের পার্শ্বে উপবেশন করিলেন। সুরবালার মুখ কেহ দেখিতে পাইল না,—সুতরাং রামহরি বাবুর বাটীর কোনও স্ত্রীলোক রাজলক্ষ্মীকে অথবা সুরবালাকে চিনিতে পারিল না।

"বলিদানে" একটী দৃশ্যে—মোহিতের মাতা মাতঙ্গিনী—তাহার পুত্রবধুকে ভয়ানক যন্ত্রণা দিতেছে—এমন কি কথায় কথায় মুষ্ট্যাঘাত পর্য্যন্ত করিতেছে; পুত্রবধূ বালিকা "কিরণময়ী" মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িল দেখিয়া—দর্শকগণ সকলেই অত্যন্ত দুঃখ প্রকাশ করিতে লাগিলেন, এবং "মাতঙ্গিনী"কে অজস্র গালিবর্ষণ ও নিন্দা করিতে আরম্ভ করিলেন। রামহরি বাবুর পত্নী পার্শ্ববর্ত্তিনী কোন আত্মীয়াকে বলিয়া উঠিলেন,—"উঃ—শাশুড়ী মাগিটা কি সয়তান! বৌটাকে বিনা দোষে এমন কষ্ট দিচ্ছে গা?"

ঠিক পার্শ্বে রাজলক্ষ্মী বসিয়াছিলেন; তিনি সময় পাইয়া বেহাইনকে বলিলেন,—"আহা—দিদি! কত পাপ ক'রে তবে মেয়ের মা হয়! মেয়ের বিয়ে দিয়ে মেয়েরও যন্ত্রণা,—মেয়ের মায়েরও নাকালের একশেষ!" অপরিচিতা রমণীর কথা শুনিয়া—রমেনের মাতা তাঁহার দিকে ফিরিয়া বসিলেন। সে সময় কন্‌সার্ট্ বাজিতেছিল;—সুতরাং উভয়ে আলাপ পরিচয় করিবার যথেষ্ট অবকাশ পাইলেন। তিনি রাজলক্ষ্মীকে বলিলেন,—"আজ কালের কথা আর বলোনা বোন্! আমার ছোট মেয়ের শাশুড়ীটা এই রকম বৌ-কাট্‌কী।

"নিতাই"য়ের ভূমিকায়
প্রবীণা অভিনেত্রী শ্রীমতী বনবিহারিণী ।

কচি মেয়েটাকে আমার কি যন্ত্রণা দেয়—তা আর তোমায় কি বোল্‌বো ?"

রাজলক্ষী। "তবে থিয়েটারে যা সব দেখায়—কিছুতো তার মিথ্যে নয় দিদি! কিন্তু এতেও তো লোকের চোখ্ ফোটে না ?"

মিত্রগৃহিণী। "যা ব'ল্লে বোন্—এততেও পোড়া লোকের চোখ্ ফোটে না! আহা! মেয়েটার দুর্দ্দশা দেখে আমার প্রাণটা ফেটে যাচ্ছে ভাই! কি পোড়া থিয়েটার দেখাতে কমল বাবু এত খোসমোদ ক'রে আমাদের নিয়ে এল গা? এ যে কেবল কেঁদে কেঁদেই মচ্ছি!"

রাজলক্ষী। "আহা—কাঁদবারই তো কথা গা! বিনা দোষে একটা দুধের মেয়ের এমন যন্ত্রণা দেখে—কোন স্ত্রীলোকের প্রাণ না কেঁদে থাক্‌তে পারে? তা দিদি! এমন মায়ার শরীর তোমার,—আর আমার দুঃখিনী মেয়ে স্বামীসুখে বঞ্চিতা ?"

মিত্রগৃহিণী কিঞ্চিৎ বিস্মিতা হইয়া বলিলেন,—"কি বোল্‌ছ বোন্ ? আমি তোমার কথা কিছু বুঝ্‌তে পাচ্ছি না! তোমার সঙ্গে অনেকক্ষণ ধ'রে কথা কইছি বটে,—কিন্তু এখনও তোমার পরিচয় নেওয়া হয়নি!"

রাজলক্ষী তখন উন্মাদিনীর ন্যায় সুরবালাকে টানিয়া আনিয়া মিত্রগৃহিণীর দুটী পায়ে ধরিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন,—"দিদি! আমি তোমার সেই সর্ব্বনাশী—রাক্ষসী "কনের—মা"! আমি তোমার শ্রীচরণাশ্রিতা দাসী! আমি আজ থিয়েটার দেখ্‌তে—আমোদ ক'র্ত্তে আসিনি,—তোমার জিনিষ তোমারি পায়ে সমর্পণ ক'র্ত্তে এসেছি! এই নাও দিদি—আমার জনমদুঃখিনী মেয়েকে শ্রীচরণে স্থান দাও—পোড়ারমুখী "কনের-মাকে" ক্ষমা কর"!

* * * * * *

কমলাচরণের কৌশলে সুরবালা সেই রাত্রি হইতেই মহা সমাদরে শ্বশুরালয়ে স্থান পাইল।

মেহের-উল্-নিসা।

—ঃ*০*ঃ—

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ।

(শ্রীহরিসাধন মুখোপাধ্যায় লিখিত।)

ইহার পরদিন অপরাহ্নসময়ে, মখমলাচ্ছাদিত, সুন্দর কারুকার্য্যময় আবরণী—সুবেষ্টিত, একখানি সুন্দর পালকী আসিয়া রঙ্গমহালের প্রবেশদ্বারে পৌঁছিল। পাঠকের বোধ হয়,এই দ্বারের কথা মনে আছে। পূর্ব্ব রজনীতে এই স্থানে বাদসাহের সহিত জুলিয়ার সাক্ষাৎ হইয়াছিল। ষোল জন লোহিত-পরিচ্ছদধারী বাহক, এই পালকীখানি বহন করিয়া আনিল। বাহকগণ স্বেদজলে প্লাবিত—শ্রান্ত ও ক্লান্ত। তাহাদের গতি, এই দ্বারমুখেই সংযত হইল। রাজবিধানে রঙ্গমহালের এই নির্দ্ধারিত সীমাটুকু পর্য্যন্ত পুরুষ বাহকেরা আসিতে পারে। ভিতরে যাইবার বন্দোবস্ত অন্যরূপ।

পালকী সেই দ্বারপথে আসিয়া পৌঁছিবামাত্রই, মুহূর্ত্তমধ্যে দ্বাদশজন বলিষ্ঠকায়া তাতারী, সেইখানে আসিয়া উপস্থিত হইল। বিনা বাক্যব্যয়ে, তাহারা সেই পালকী উঠাইয়া লইল। সেই সুদৃঢ় প্রবেশ-দ্বারের একাংশে একটী ছিদ্র ছিল। একজন তাতারী, অগ্রসর হইয়া ছিদ্র মুখে অস্ফুট চীৎকার করিয়া কি বলিল। মুহূর্ত্তমধ্যে—সেই বিশালকায় প্রবেশদ্বার সশব্দে উন্মুক্ত হইল।

তাতারীগণ, তখনই পালকী উঠাইয়া লইয়া ভিতরে প্রবেশ করিবামাত্রই, সেই দ্বার আবদ্ধ হইয়া গেল। পুরুষ বাহকেরা বিশ্রামার্থে বিভিন্নদিকে চলিয়া গেল।

তাতারি-বাহিত শিবিকা খানি, দুই একটী ক্ষুদ্র প্রাঙ্গণ পার হইল। এই প্রাঙ্গণের পার্শ্বেই খোস্‌বাগ। খোস্‌বাগের রাত্রের শোভা আমরা পূর্ব্বে বর্ণনা করিয়াছি। দিনের শোভাও তদপেক্ষা কোনরূপে নিকৃষ্ট নহে। কিন্তু তাহা বর্ণনা করিবার সামর্থ্য ও সময় আমাদের নাই।

সম্মুখেই এক লোহিত-প্রস্তরনির্ম্মিত—সুদৃঢ়, সুদীর্ঘ, সুমসৃণপ্রস্তর স্তম্ভশোভিত—হাওয়াখানা। এই হাওয়া-খানার চারিদিক উন্মুক্ত। তাহার প্রত্যেক পাষাণ-স্তম্ভগাত্রে—সুচিক্কণ কারুকার্য্যময় মখমল বেষ্টনী। সে বেষ্টনীগুলির উপর যে সাঁচ্চার কাজ আছে—তাহা অপরাহ্ন-সূর্য্যের প্রোজ্জ্বল কিরণে, যেন শত সহস্র হীরক-খণ্ডের মত জ্বলিতেছে। স্তম্ভের শিরোদেশে—সুগ্রথিত পুষ্পমালিকা। তাহা হইতে মনোমদ সুবাস নির্গত হইতেছে। আর মর্ম্মর-প্রস্তর-মণ্ডিত সেই সুদীর্ঘ মেঝের উপর—জাফ্‌রাণরঞ্জিত, গোলাপ জলের সুগন্ধে ভরা—আবির-রচিত ক্ষুদ্র পথ। শ্বেতমর্ম্মরের বুকে, আবিরনির্ম্মিত এই লোহিত পথ, বড়ই সুন্দর দেখাইতেছে।

শত শত সুন্দরীর সুকোমল চরণ-চাপে, সেই আবির-নির্ম্মিত পথে শত শত সুন্দর পদচিহ্নের রেখা ফুটিয়া উঠিয়াছে। পাছে কঠিন মর্ম্মর গাত্রে প্রহত হইলে, সেই কোমল চরণে কোন ব্যথা লাগে, তাই যেন বিক্ষিপ্ত আবির রাশি, সাগ্রহে সে চরণচিহ্ন বুকে করিয়া লইয়াছে। সেই আবিরপঙ্ক-গামিনী অনেক সুন্দরীর চরণ হেনা-রাগরঞ্জিত ছিল। জাফ্‌রাণবাসিত আবীর-পরাগের সূক্ষ্ম চূর্ণে তাহার সৌন্দর্য্য যেন বিলুপ্ত হইতেছিল।

অদূরে মৃদু বাদ্যধ্বনি। কোথাও বীণা, কোথাও বাঁশী, মধুর ধ্বনির সৃষ্টি করিতেছে। কোথাও বা তিন চারি খানি এস্‌রার ও সারেঙ্গ—যন্ত্রীর কোমল অঙ্গুলির তাড়নে—শ্রুতি-মোহকর সুররাশির প্রতিধ্বনি ছড়াইতেছে।

বীণা-বাঁশরী, সারেঙ্গ-এসরারের মিশ্র সুরলহরী যেন সেই স্থানকে চিরমধুর সঙ্গীতস্রোতপূর্ণ অপ্সর-কানন করিয়া তুলিয়াছে, আর মধ্যে মধ্যে এই যন্ত্রসংগীতের সহিত, রমণীর কলকণ্ঠ-নিঃসৃত ভৈরবী আলেয়া-কালেংড়ার মিশ্র করুণধ্বনি মিশিয়া, সেই প্রাঙ্গণ-ভূমিকে যেন স্বপ্নের কল্পনাতীত সুখময় বেহেস্তে পরিণত করিয়াছে।

কেন আজ রঙ্গমহালের চারিদিক ব্যাপিয়া এ সঙ্গীতকাকলী—এ আনন্দোৎসব, তাহা পাঠককে এইবার বলিব। আজ ভারত সম্রাজ্ঞীর সুপ্রসিদ্ধ "তিজিয়া" মহোৎসব। রাজপুতকন্যারা "তিজিয়া" উৎসবে আবাল্য অনুরক্ত। আকবর সাহের পাটরাণী—সেলিমের গর্ভধারিণী, যোধবাই—আজ সেই তিজিয়ার অনুষ্ঠান করিয়াছেন। প্রতি বৎসরই রঙ্গমহালের সীমার মধ্যে—তাঁহার নিজের মহলে, এই উৎসবের পূর্ণ অনুষ্ঠান হয়। এক্ষেত্রে পুরুষের প্রবেশাধিকার সম্পূর্ণ নিষেধ। সাহজাদা ত দূরের কথা—স্বয়ং দিল্লীশ্বরও এ উৎসবক্ষেত্রে আসিতে পারেন না। এক কথায়, ইহা ষোড়শী রূপসীর রূপের মেলা—প্রীতিময় আনন্দ-সম্মিলন। এ মিলনে কেবল প্রেমের উৎস, সঙ্গীতের উচ্ছ্বাস, প্রীতির আকর্ষণ, বিরাগের বিকর্ষণ।

ইতিহাসজ্ঞ পাঠক বোধ হয় জানেন—যে আকবর-সাহ তাঁহার হিন্দু-মহিষী যোধবাইএর আবাল্য-পরিপোষিত হিন্দু-অনুষ্ঠানসমূহে যাহাতে কোনরূপ বাধা না হয়—তাহার জন্য তাঁহার মহলটী রাজ্ঞী যোধাবাইয়ের ইচ্ছানুসারেই প্রস্তুত করিয়া দিয়াছিলেন। এ মহলে অনেক হিন্দু দেবদেবীর মূর্ত্তিও প্রতিষ্ঠিত ছিল। আর পাঠক শুনিয়া আশ্চর্য্য হইবেন যে, আকবর সাহ নিজেও এই হিন্দুমহিষীর সংসর্গে থাকিয়া গঙ্গাজল পান করিতেন—রাজ্যমধ্যে গোবধ নিবারণ করিয়াছিলেন—আর তাঁহার রাজপুতমহিষীর প্রদত্ত কৃষ্ণবর্ণ অঙ্গার—চূর্ণময় ঘৃতসিক্ত হোম-টীকা সানন্দে ললাটদেশে ধারণ করিতেন।

যাঁহারা আমাদের এ কথাগুলি, স্বকপোলকল্পিত বলিয়া মনে করিবেন, তাঁহাদিগকে অনুরোধ করি—যেন তাঁহারা আবুল-ফজলের "আইন-আকবরী" নামক মহাগ্রন্থখানি আদ্যোপান্ত পড়িয়া দেখেন।

রাজপুতললনার অতি প্রিয় সেই "তিজিয়ার" শুভদিন বৎসরান্তে আবার সমাগত। সম্রাজ্ঞী যোধবাই তাহার অনুষ্ঠাত্রী। সম্রাটমহিষীর আদেশে, গরীয়সী, রূপশালিনী অন্তঃপুরিকারা, বিভিন্ন স্থানে সমাগত অভ্যাগতদের অভ্যর্থনার ভার পাইয়াছে। সকল চত্বরেই, এক একটী প্রস্রবণ। জাফরাণ-অগুরু-গোলাপমিশ্রিত, তুষারস্নিগ্ধ বারিরাশি সেই কৃত্রিম প্রস্রবণের রৌপ্যময় মুখ হইতে বাহির হইয়া, চারিদিকে উৎসারিত হইতেছে। আর সেই সুবাসিত বারিকণা, মদালসাময়ী কজ্জল সুরমা রঞ্জিত-নেত্রা, যুবতীগণের পক্ব-দাড়িম্বাভালাঞ্ছিত আরক্ত গণ্ডে এবং মণিখচিত ওড়নার ও পেশোয়াজের উপর পড়িয়া, তাহা সুগন্ধিত করিতেছে।

এক এক চত্বরে, বহুমূল্য সুকোমল গালিচা ও কার্পেট পড়িয়াছে। তাহার উপর কত শত গোলাপপাশ, ফুলের তোড়া ও সুগ্রথিতপুষ্প-মালিকা। আতর গোলাপের সুগন্ধে সেই স্থান সমাকুলিত। বৃক্ষশাখায় দোদুল্যমান—স্বর্ণ-রৌপ্যময় পিঞ্জরের মধ্যে আবদ্ধ পাপিয়া, ভৃঙ্গরাজ, কোয়েলা, শ্যামা, দহিয়াল প্রভৃতি কলকণ্ঠ বিহগগণ, সমাগতা সুন্দরী-গণের চঞ্চল ক্ষিপ্রগতি, রক্তাভ—ওষ্ঠাধর-বিলাসী মৃদু হাস্য, অঙ্গ-রাগের সুবাসের উন্মাদিনী শক্তিতে আত্মহারা হইয়া মধ্যে মধ্যে তান ছাড়িয়া সেই স্থানকে স্বপ্নময় সঙ্গীতে পূর্ণ করিতেছিল।

পূর্ব্বোক্ত শিবিকা হইতে দুইজন রূপসী, অবগুণ্ঠনে বদনাবৃত করিয়া সেই স্থানে নামিলেন। তখনই একদল সুন্দরী বাঁদী আসিয়া, তাঁহাদের সেলাম করিয়া হুকুমের অপেক্ষা করিতে লাগিল। সুন্দরীরা অবগুণ্ঠন মোচন করিলেন। ইঁহাদের দুই জনের মধ্যে একজন প্রৌঢ়া—তথাপি

সমুজ্জ্বল রূপশালিনী। আর একজন তরুণী, ষোড়শী। সে যুবতীর রূপের প্রভায় যেন সমাগত সুন্দরীদের সকলের রূপজ্যোতিঃ বিমলিন হইয়া পড়িল।

ইঁহাদের একজন মাতা—অপরা কন্যা। প্রৌঢ়া—গিয়াসবেগের বেগম। ইনি "গিয়াসবেগম্" বলিয়াই দিল্লীর রঙ্গমহালে পরিচিতা। অপরা তাঁহার কন্যা—মেহের-উল্-নিসা। অন্যান্য ওমরাহ পত্নীদের মত তাঁহারাও "তিজিয়া" উৎসবে নিমন্ত্রিতা হইয়া আসিয়াছেন।

একজন রূপসী বাঁদি, গিয়াস-বেগমের ও মেহের-উন্নিসার হস্তে দুইটী সবৃন্ত গোলাপ স্তবক দিল। আর একজন ত্বরিতগতিতে স্বর্ণখচিত আতরদান তাঁহাদের সম্মুখে ধরিল। আর একজন একটী স্বর্ণময় পাত্রে, দারুচিনি, সোণালী পাতমোড়া সুবাসিত তাম্বুল ধরিল। আর একজন উপযুক্ত অবসর বুঝিয়া স্বর্ণময় পিচকারীর সহায়তায় তাঁহাদের গায়ে গোলাপের পিচকারী বর্ষণ করিল।

গিয়াসপত্নী এই আদর আপ্যায়নে বড়ই প্রীতা হইলেন। বুঝিলেন, আকবরমহিষীর বন্দোবস্ত ভারতেশ্বরীরই মত! কেবল তিনি নহেন—যে কেহ আমন্ত্রিতরূপে সেই খানে উপস্থিত হইতেছেন, সবারই অভ্যর্থনার একই ব্যবস্থা। পূর্ব্বোক্ত আবির-রঞ্জিত পথে, চারু-চরণ আবির-রাগ-রঞ্জিত করিয়া, ওমরাহগৃহিনী গিয়াসবেগম আর তাঁহার রূপ-শালিনী কন্যা মেহের সেই মর্ম্মরদালান পার হইলেন। দালানের পরই আবার এক চতুষ্কোণ শ্যামলদূর্ব্বাচ্ছাদিত প্রাঙ্গণ।

গিয়াস-বেগম একজন বাঁদীকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন,—"বাদসা বেগম কোথায়?"

বাঁদী দ্বিরুক্তি না করিয়া তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া সেই প্রাঙ্গণ পার হইল। তাহার পর আর একটী মর্ম্মরদালান। ইহার পর আর একটী প্রাঙ্গণ। এই প্রাঙ্গণে এক মর্ম্মর কুঞ্জ। সে কুঞ্জের চারিদিকে

বেষ্টন করিয়া মালতী আর মাধবীলতা। মালতী-মাধবীর মিশ্রিত পুষ্পস্তবকে সেই সুচিকণ কারুকার্য্যমণ্ডিত স্বর্ণখচিত রত্নময় বেদী—অতি স্নিগ্ধ ছায়াসমন্বিত। সেই প্রশস্ত বেদীর উপর এক স্বর্ণময় মখমল-মণ্ডিত খট্টাঙ্গে বাদশাহপত্নী যোধবাই।

তারকা রাশি যেমন চন্দ্রমণ্ডলকে ঘিরিয়া থাকে, সেইরূপ অন্যান্য বেগমেরা—প্রধানা রাজ্ঞীকে ঘিরিয়া আছেন। সে রূপের হাটে—কে বা কাহার রূপ দেখে? সেই ক্ষেত্রে দিল্লীশ্বরের ইরাণী, তুরাণী, তুর্কী বেগমেরাও আছেন। তাঁহার খ্রীষ্টিয়ান মহিষী মেরিও আছেন। পাছে নবীনাদের কোনরূপ আনন্দের বিঘ্ন হয় এই ভাবিয়া, বাদসাহের পাট-রাণী যোধবাই এই সুদূর নিভৃত কুঞ্জভবনে নিজের অবস্থান স্থান নির্ব্বাচিত করিয়াছেন।

গিয়াস বেগম ও মেহের—সাম্রাজ্যেশ্বরীর সন্নিহিতা হইয়া যথা-রীতি কুর্ণীস করিলেন। যোধবাই আসন হইতে উঠিয়া সম্মানের সহিত তাঁহাদের আবাহন করিলেন।

সম্রাজ্ঞীর স্নেহদৃষ্টি মেহেরের উপর পড়িল। তখনি লজ্জাবতী লতার ন্যায় সংকুচিতা হইয়া মেহের ভয়ে সংকোচে মুখ অবনত করিল।

সম্রাজ্ঞী আনন্দিত মুখে সহাস্যবদনে, সস্নেহে, মেহেরের চিবুক ধরিয়া বলিলেন, "গিয়াসবেগম! সেই মিনাবাজারের দিন তোমার এই মেহেরকে দেখিয়াছিলাম—আর আর আজও দেখিতেছি। এখন যেন মেহেরের সৌন্দর্য্য ষোলকলায় পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে।"

সম্রাজ্ঞীর এই কথা শুনিয়া—আকবরের খ্রীষ্টানমহিষী মেরী বলিলেন —"বাস্তবিক বহিন্! এ রূপরাশি আমাদের এই রঙ্গমহালের যোগ্য।"

সম্রাজ্ঞী মৃদু হাস্য করিয়া বলিলেন—"ভাই মরিয়ম! রূপ দেখিয়া ত খালি ভুলিলে চলিবে না। মেহের কেমন সুন্দর গাহিতে পারে,